# প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে
# মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

শ্রীসতী ঘোষ, এম. এ, ডি. ফিল

# প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

শ্রীসতী ঘোষ, এম-এ, ডি. ফিল



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা, স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য: পাঁচ টাকা মাত্র
আশ্বিন, ১৩৬১

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [ অবিনাশ প্রেস--১১৯. ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

# উৎসর্গ

আশৈশব শ্রীশ্রীমাতার স্নেহপুষ্ট, স্বামী সারদানন্দ মহারাজের প্রিয়তম শিষ্য, পরমারাধ্য গুরুদেব স্বামী নির্লেপানন্দ মহারাজের করকমলে এই গ্রন্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অর্পিত হইল।

"গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর,
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন,
তদ্ পদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

চির-সেবিকা—
**সতী ঘোষ**

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এম. এ পরীক্ষার ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ সুকুমার সেন। পরীক্ষাপত্রে তাঁহার নিকট সর্ব্বাধিক নম্বর পাইয়াছিলাম, এই সূত্রে তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অক্লান্ত কর্ম্মী পণ্ডিত গবেষক আমাকে সেই হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। তাঁহার উৎসাহে আমি ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালা গীতি-কবিতার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। প্রত্যেক যুগের গীতি-কবিতা সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেনের নিকট হইতে নানা তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। এই তথ্য সন্ধানের কাজে যে সহৃদয়তা ও সহানুভূতি ডাঃ সুকুমার সেনের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে আমার জীবনে তিনি চিরদিন আদর্শ ও অনুপ্রেরণার সামগ্রী হইয়া থাকিবেন। এম, এ পরীক্ষার দশ বৎসর পর আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডি, ফিল্ উপাধির জন্য ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালায় থিসিস্ লিখিতে আরম্ভ করি। এই থিসিসেরও একজন পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ সুকুমার সেন। তাঁহার মন্তব্যগুলি এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে; সে জন্যও আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থারম্ভে ডাঃ সুকুমার সেনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থ আমার ডি, ফিল্ উপাধি পরীক্ষার থিসিস্ "শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি"র উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে এই থিসিস্ আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। থিসিসের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন, খসড়া এবং খুঁটীনাটী প্রতিটী বিষয়বস্তু ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে দেখিয়া দিয়াছিলেন; এবং যখন যে ভাবে তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি অকুণ্ঠভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যে সহানুভূতি ও অকৃপণ সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য চিরজীবন তাঁহার নিকটে ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিব। এই গ্রন্থারম্ভে আমার পরম সহৃদয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

আমার থিসিস্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার কোনও ভরসা ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবিখ্যাত পণ্ডিত গবেষক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া পিতৃতুল্য স্নেহে আমাকে ধন্য করিয়াছেন। চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। এই গ্রন্থারম্ভে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

পরিশেষে যাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহারই নিকট আমার ঋণের বোঝা সর্ব্বাধিক। তিনি জেনারেল প্রিণ্টার্সে'র স্বত্বাধিকারী—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস বাঙ্গালা সাহিত্যের কৃতী ছাত্র এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পরমানুরাগী। পুস্তক মুদ্রণ তাঁহার ব্যবসায়। কিন্তু আমার রচিত গ্রন্থ মুদ্রণ ও বিক্রয়ের ব্যাপারে লাভালাভের প্রশ্ন চিন্তা না করিয়া তিনি যে ভাবে এক কথায় এবং যত শীঘ্র এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তিনি আমার প্রতি যে সমাদর, সম্মান, প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব। এই গ্রন্থারম্ভে তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সতী ঘোষ

# সূচীপত্র



## ক্রোড়পত্র

# নদীয়া-লীলার তাৎপর্য্য

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঙ্গালাদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রবল ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। এই প্রবাহের মূলে একদিকে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তিত্ব, অপর দিকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিশিষ্ট নূতন রূপ। এই নূতনত্বটী হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-গুণের সংবাদ। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রায় প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-গুণের প্রচারক। তাঁহারা ভগবানের যে মূর্ত্তি সাধারণ লোকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা পাপীর শাস্তিদাতা-রূপ। ভগবান সর্ব্বশক্তিময় এবং পাপীর পক্ষে তিনি মহৎভয়ের কারণ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথম শ্রীভগবানের রস-স্বরূপত্বের প্রচার করিলেন। ভগবান যে রসস্বরূপ, তাহা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে রসো বৈ সঃ। শ্রীভগবানের এই রসময় আনন্দঘন মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ঘোষণা করিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের অনুগত। দয়ার অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিলেন, ভগবান সর্ব্বশক্তিময় কিন্তু তিনি অনন্ত প্রেমময়। তিনি ভক্ত হৃদয়ের প্রেমের ভিখারী। পাপী যদি ভক্তিভরে তাঁহার নাম গ্রহণ করে, অমনি তাহার পাপ তাপ দূরে যায়, চিত্তের সমস্ত কুভাব অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধ প্রেমের জ্যোতিতে তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পতিত ও দুর্গত মানবাত্মার তিনিই একমাত্র ও পরমাশ্রয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায়—পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভগবানের মাধুর্য্যের তুলনা নাই। এবং এই মাধুর্য্যগুণের এমনি আকর্ষণ, যে স্বয়ং ভগবানের চিত্তেও স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত বাসনার উদয় হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিতকার শ্রীশ্রীচরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের দুইটি প্রধান গুণকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার লীলা প্রকটনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর এবং পরম করুণ। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অনন্তরসবৈচিত্র্য আস্বাদন করিবার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক, এই বাসনার তৃপ্তির জন্য তিনি অপ্রকট ব্রজলীলায় নানাভাবে তাঁহার পরিকরাদিগের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিলেন। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবের প্রকাশ থাকিলেও, সে ঐশ্বর্য্য যে তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের একান্ত অনুগত তাহা বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। ব্রজলীলায় বিশেষভাবে রসাস্বাদন করিলেও শ্রীভগবানের রসাস্বাদনের বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইল না। একটী অপূর্ব্ব বস্তু আস্বাদনের জন্য তাঁহার দুর্দ্দমনীয় বাসনা জন্মিল—সেটী তাঁহার স্ব-মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা। স্ব-মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটী বাসনা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠে—যে প্রেমের দ্বারা রাধা তাঁহার এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন—সেই প্রেম বস্তুটী কিরূপ, তাহার মহিমা, এবং এই প্রেম রাধা-চিত্তে যে সুখোৎপত্তি করে, সেই সুখই বা কিরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটী বাসনাই ব্রজে অপূর্ণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা পূরণের উপায় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা গ্রন্থে "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর" অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে বাসনা জন্মিয়াছে সেই বাসনা পূরণের একমাত্র উপায়—মাদনাখ্য মহাভাব—ব্রজে শ্রীরাধার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূরণের জন্য এবং তাহার ব্যপদেশে সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য শ্রীরাধা তাঁহার মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, দিয়া স্বীয় রাধিকা নাম সার্থক করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রসিক শেখরত্বের পূর্ণতম

বিকাশের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। তাই তিনি তাহার মাদনাখ্য ভাব শক্তিমান কৃষ্ণকে দিতে পারিলেন এবং কৃষ্ণও তাহা নিতে পারিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এবং তাহার পরিকরবর্গেরও বিগ্রহ হইতেছে ভাবময় বিগ্রহ। ভাবময় বিগ্রহ, ভাবেরই বিগ্রহ, তাঁহাদের ভাবে এবং বিগ্রহে পার্থক্য কিছুই নাই—উভয়ই শুদ্ধ সত্ত্বের বিলাস। উভয়ই অবিচ্ছেদ্য ভাব সম্মিলিত। তাই শ্রীরাধার ভাব দিতে হইলে তাঁহার বিগ্রহও শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয়। শ্রীরাধা উভয়ই দিলেন, শ্রীকৃষ্ণও নিলেন। শ্রীরাধা স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর করিলেন এবং স্বীয় চিত্তদ্বারা শ্যামসুন্দরের চিত্তকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় প্রীতিরসে শ্যামসুন্দরের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে পরিসিঞ্চিত, পরিনিষিক্ত করিয়া তাঁহাকেও ভাবরূপা রাধা করিয়া দিলেন। এইরূপে দেখা গেল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয় স্বরূপত্বের প্রাধান্য।

এই রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রকটনের যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অনুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ব্রজলীলায় যে রসাস্বাদনের বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই, নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলায় তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। নবদ্বীপ-লীলার এই বিশেষ তাৎপর্য্যের জন্য যে কবিগোষ্ঠী এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া এই বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের পদের মূল্য নিরতিশয় অধিক। যে কবিগোষ্ঠী শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবদ্বীপের গার্হস্থ্যলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই পদে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের রাধাভাব ও কৃষ্ণভাবাবিষ্ট মূর্ত্তির যথাযথ বর্ণনাই শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় স্বরূপত্বের প্রধান ব্যাখ্যা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশের তাৎপর্য্যই প্রকৃত পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রভুর নদীয়া বিহার কালীন অনুচর-গণের পদে তাঁহার রূপ ও ভাবাবেশের অতি খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়।

যে পদকর্ত্তাগণ শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পর তাঁহার ভাবাবেশ সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ধ্যানলোকে প্রত্যক্ষ গৌরসুন্দরের বর্ণনাও প্রত্যক্ষদর্শীরই ন্যায়। তথাপি এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে যে কবিগোষ্ঠী নরদেহে শ্রীচৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পদের মধ্যে মহাপ্রভুর ভাবাবেশের এবং রূপের এমন খুঁটিনাটি বিবরণ আছে, যাহা রূপস্মৃতি বা কাল্পনিক বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই হিসাবে ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া এই পদগুলির মূল্য খুবই বেশী। মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্ত্তা ও মহাপ্রভু অপ্রকট হইবার পরবর্তী কালের পদকর্ত্তার দুইটী পদ পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে বিষয়টী স্পষ্ট হইবে।

নিম্নে মহাপ্রভুর তিরোধানের পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের একটি এবং সমসাময়িক পদকর্ত্তা নরহরি সরকারের একটী পদ উদ্ধৃত হইল। জ্ঞানদাস মহাপ্রভুর ভাবাবেশের বর্ণনা করিতেছেন :—

কি লাগি গৌর মোর। বিহি নিকরুণ ভেল।
নিজ রসে ভেল ভোর॥ আধ নিশি বহি গেল॥
অবনত করি মুখ। জ্ঞানদাস কহে গোরা।
ভাবয়ে পুরুব দুখ॥ নিজ রসে ভেল ভোরা॥

নরহরি সরকার মহাপ্রভুর ভাবাবেশ বর্ণনা করিতেছেন :—

আরে মোর গৌর কিশোর
নাহি জানে দিবা নিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥

ক্ষণে উচ্চৈস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ
কাহাপাঙ যাঙ কার সাথ॥

ক্ষণে ঊর্দ্ধ বাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখি যুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি
রাধার পীরিতে হৈল হেন॥
ঐছন করিয়া চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হইনু মুই কেন॥

## শ্রীনরহরি সরকার

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে ৩৮৩টী পদ নরহরি ভণিতা যুক্ত। ইহার মধ্যে ১৭১টীর রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী, কেননা এইগুলির ভণিতায় ঘনশ্যাম দাস এই নামান্তর পাওয়া যায়, এবং এইগুলি ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। বাকী ২১২টী পদের মধ্যে শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে ১০০টী পদ শ্রীমৎ নরহরি সরকার ঠাকুরের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে উক্ত পদগুলি শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়ের মাসিক পত্রিকা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরীতে নরহরি সরকার ঠাকুরের অকৃত্রিম পদ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পদগুলি বাদ দিলে আর যে ১১২টী পদ থাকে, সেগুলির মধ্যে কোন্ পদ কোন্ নরহরির রচনা তাহা বলা শক্ত। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে নরহরি ভণিতায় মোট ৩৬টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলিও কোন্ নরহরির রচনা তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিবার উপায় নাই।

অল্পদিন হইল নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত গৌর-চরিত্র-চিন্তামণি এবং গীত-চন্দ্রোদয় নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে যে ১০০টী পদ নরহরি সরকার ঠাকুরের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি পদই গৌর-চরিত্র-চিন্তামণি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং নরহরি বা নরহরিদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে নরহরি সরকার ঠাকুর এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদ যে মিশিয়া রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পদগুলির মধ্যে যেগুলি নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত ভক্তি-রত্নাকর বা গৌর-চরিত্র-চিন্তামণি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, সেগুলিকে প্রমাণান্তরভাবে নরহরি সরকারের রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলি, যেমন ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি পদামৃত-সমুদ্র, ইত্যাদিতে নরহরি ভণিতার যে পদ আছে, সেগুলি চক্রবর্ত্তীর রচনা হওয়া সম্ভব নহে। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতব্যক্তি নরহরি সরকারের পদগুলি বাছিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সকল প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণে সার্থক হইয়াছে। এই সকল বিদ্বান ব্যক্তি যে যে প্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন, সেই সকল প্রমাণ আলোচনা করিলে নরহরি সরকারের পদ চিনিবার মোটামুটি কতকগুলি উপায় নির্দ্ধারণ করা যায়।

ভক্তিরত্নাকর, গৌর-চরিত্র-চিন্তামণি ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস এইটুকু মাত্র আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্রে বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥

নরহরি চক্রবর্ত্তী ছন্দোবিৎ কবি ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায় প্রচুর পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভণিতায় নরহরি ও ঘনশ্যাম দুইই পাওয়া যায়। কিন্তু গৌরলীলা বিষয়ক পদের আদি প্রবর্ত্তক যে নরহরি সরকার, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। এই উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে সন্নিবিষ্ট দুইটী পদই শ্রীমৎ সরকার ঠাকুরের রচনা। তাহার কারণ প্রথমতঃ এই, যে ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণির সঙ্কলয়িতা ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার গ্রন্থে অর্ব্বাচীন শিষ্য জগন্নাথ এবং শিষ্যপুত্র নরহরির পদ থাকিবার কথা নয়। ষড়বিংশতি ক্ষণদায় গৌরলীলা বিষয়ক একটী পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—"গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে" ইত্যাদি। পদটীতে যে ভাবে গদাধরের উল্লেখ আছে, তাহাতে এটী নরহরি সরকারের রচনা বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে নরহরি চক্রবর্ত্তী এই পদটীকে উদ্ধৃত করিয়া তলায় লিখিয়াছেন—"শ্রীনরহরি সরকার ঠক্কুরস্য গীতমিদম্॥"

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়ের অনুমানের স্বপক্ষে সরকার ঠাকুরের স্বরচিত একটী পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পদটী শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনার কৈফিয়ৎ দিবার মত করিয়াই যেন তিনি লিখিয়াছেন—

গৌর লীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞিতো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনও জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহুঁ॥

গৌর গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণনা।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥

পদটী পড়িলে ইহাই মনে হয় যে, পদকর্ত্তা নরহরি সরল সহজ বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ে পদ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে আপামর সকল লোকেই এই লীলার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারে, এবং "কিছু কিছু পদ লিখি" কথাটী হইতে অনুমান হয় নরহরি সরকার ঠাকুর রচিত গৌরলীলার পদ সংখ্যায় অল্প। আর একটী বিষয়। উপরোক্ত পদটী হইতে অনুমিত হয় যে এই পদটী রচনার পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবিষয়ক অন্য কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা হয় নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলামাধুর্য্যে অভিভূত কোনও ভক্তের প্রাণের আবেগই এই পদ রচনার একমাত্র কারণ এবং নরহরি সরকার ঠাকুরই প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

এই যুক্তির স্বপক্ষে আর একটী প্রমাণ মেলে সমসাময়িক পদকর্ত্তা বাসু ঘোষের উক্তি হইতে। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত একটী পদে বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন :—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে॥"

নরহরি সরকার ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্য হইতে তাঁহার বাসস্থান ও বংশপরিচয় ছাড়া আর কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রখ্যাত চরিতকারগণ যে নরহরি সরকার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই তাহার একটী সঙ্গত কারণ এই হইতে পারে যে তাঁহারা সরকার ঠাকুর কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরভাবের উপাসনাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য চরিত-গ্রন্থে নরহরি সরকারের

শুদ্ধমাত্র নামোল্লেখ ভিন্ন আর বড় বিশেষ কিছু নাই। লোচনদাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শেষ খণ্ডের একেবারে শেষের দিকে—

"শ্রীনরহরি ঠাকুর আমার
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার"—

বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে তিনি শ্রীখণ্ডবাসী ছিলেন, বৈদ্যকুলে মহাকুলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন মহামতি মুকুন্দ দাস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন রঘুনন্দন ঠাকুর। শ্রীমৎ সরকার ঠাকুরের ভক্তি সম্বন্ধে লোচনদাস উক্তি করিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ রসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয়ে বলি যখন যে হেন॥
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রীরাধার আবেশে।
রাধাকৃষ্ণ রস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে॥"

নরহরি সরকার ঠাকুরের জন্ম সাল বা বয়স সম্বন্ধে লোচনদাস আলোচনা করেন নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত চূড়ামণিদাসের ভুবনমঙ্গলে নরহরি সরকার ঠাকুরের পারিবারিক প্রসঙ্গ কিছু আছে। শ্রীসুকুমার সেন রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৬৫—৬৭ দ্রষ্টব্য। রামগোপাল দাসের শাখা বর্ণনায় ফিরিঙ্গি বণিকদিগের সহিত নরহরির ব্যবসায় সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় নরহরিকে প্রভোঃ প্রিয়ঃ বলিয়া মধুমতী তত্ত্বরূপে নিরূপিত করা হইয়াছে এবং তিনি যে শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় অনুচর ছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক পদকর্ত্তাদিগের পদে উল্লেখ আছে :—

বাসুদেব ঘোষ বলেন :—

কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ।
ও নব কুসুম দাম গলে দোলে অনুপাম
হেলন নরহরি অঙ্গ॥

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ
৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস, পদ ১৬॥

গোবিন্দ ঘোষ বলেন :—

ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন
অদ্বৈত তাম্বুল দিল মুখে।
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে॥

শ্রীমৎ সরকার ঠাকুর যে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার প্রত্যক্ষদর্শী, এই তথ্যের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত করিবার জন্য অনেকেই তাঁহার বয়স লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডনিবাসী গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিয়াছেন—আমরা গুরু পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে ঠাকুর নরহরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হয়েন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের অনুমান অনুসারে নরহরি সরকার ঠাকুর চৈতন্যদেব অপেক্ষা ৭।৮ বৎসরের

বড়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এই মতের সমর্থক। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য রায় শেখর লিখিয়াছেন :—

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ॥

উপরোদ্ধৃত পদাংশে ব্রজরস করিলে গান বাক্যটীর দুইটী অর্থ করা যায়—

১। ব্রজরস বিষয়ক পদ সঙ্গীত করিতেন।

২। ব্রজরস বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত ব্রজরস বিষয়ক পদ রচনার কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না—ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে সন্নিবিষ্ট—

"রাইক বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদ গদ ভাষা"—

ইত্যাদি যে ব্রজলীলা রসবিষয়ক পদ নরহরি ভণিতায় আছে তাহা নরহরি সরকারের রচনা হইলেও উহা শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। পদামৃত-সমুদ্রে "কিনা হৈল সই, মোরে কানুর পীরিতি" ইত্যাদি ব্রজলীলারস বিষয়ক পদটীতে চৈতন্যজন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে ব্রজলীলারস বিষয়ক যে সকল পদ নরহরি ভণিতায় আছে, সেগুলি কোন্ নরহরির রচনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন এবং ঐগুলির মধ্যে কোনও পদ শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কিনা তাহাও জানা যায় না।

রায়শেখর তাঁহার পদে "ব্রজরস করিলেন গান" কথাটীর পূর্ব্বে "বিবিধ রাগিণী রাগে" কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ব্রজরস গানের এই বিশেষণটী হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে এক্ষণে গান শব্দটী সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদিও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা রস বিষয়ক গীত গাহিয়া বেড়াইবার কোন দল ছিল কিনা, বা নরহরি সরকার এইরূপ কোনও দলভুক্ত ছিলেন কিনা বা কি ধরণের গীত তিনি গান করিতেন সে সব বিষয়ে কোনও প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় না, তথাপি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রজলীলা রসবিষয়ক গীত প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ স্বরূপে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাপতির পদাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। নরহরি সরকার যে গায়ক ছিলেন তাহার উল্লেখ তাঁহার সমসাময়িক পদকর্ত্তাদিগের পদে আছে। "ব্রজরস গাওত·· নরহরি সঙ্গে।"···শিবানন্দসেন।

উপরোল্লিখিত প্রামাণ্য তথ্য হইতে স্থির করা যায় যে শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে নরহরি সরকার ব্রজলীলারস গান করিতে সক্ষম ছিলেন সুতরাং ইহাই অনুমিত হয় যে নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা অন্ততঃ পক্ষে ৮।১০ বৎসরের বড় ছিলেন।

কিন্তু নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই তথ্য প্রমাণ করিবার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, ইহা প্রমাণ করাই যথেষ্ট নহে। তাঁহার রচিত পদগুলির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা-ভঙ্গীর সাহায্যে বিচার করিতে হইবে সেগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা কিনা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন সরকার ঠাকুরের অকৃত্রিম পদগুলি বাছিয়া বাহির করা। এই নির্ব্বাচন-কার্য্যের প্রধান উপায় পদগুলির ভাব ও ভাষা বিচার। এই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই একমত। The History of Brajabuli Literature গ্রন্থে ডাঃ সুকুমার সেন নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The criterion, which can be safely adopted in some cases, to distinguish between the writings of the two poets, is this :—The

earlier poet's theme was the life and character of Caitanyadev and most of his poems were written in Bengali. Only a few poems seem to have been written in Brajabuli. Narahari Sarkar's language is simple and direct ; it does not contain a vast amount of tat-sama words as that of the later poet. Narahari Chakravarti on the other hand, wrote mostly in Brajabuli, and these poems are rather artificial, verbose and complex.

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য গ্রন্থে শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী লিখিয়াছেন, সরকার ঠাকুরের বাঙ্গালা ভাষাটি অতি সরল এবং সুখবোধ্য কিন্তু চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত, ভাষা জটিল, শব্দাডম্বর যুক্ত, অতি বিস্তীর্ণ অথচ নাতি সুখদ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে যে সকল পদ নরহরি ভণিতায় আছে, তাহার মধ্যে যেগুলি ভক্তি-রত্নাকর এবং গৌর-চরিত্র-চিন্তামণি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সেইগুলি বাদ দিয়া বাকী পদগুলির কোন্‌গুলি নরহরি সরকারের রচনা তাহা বিচার করিতে হইবে।

নরহরি চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষায়ই প্রচুর পদ রচনা করিয়াছেন। ইহার ব্রজবুলি পদগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইতেছে ভাষার কাঠিন্য, হিন্দী শব্দের প্রাচুর্য্য এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ও জটিলতা। বাঙ্গালা পদগুলির ভাষা সহজ ও সরল বটে, কিন্তু ভাবে গ্রাম্যতার পরিচয় অতিশয় পরিস্ফুট। গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনার শৈলী সুদীর্ঘকাল ব্যাপী না হইলে রচনার ভাবে ও ভাষায় এতটা গ্রাম্যত্ব দেখা যাইত না। শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার কাছে পুরাপুরি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপাস্য দেবতায় পরিণত হইয়াছেন, যিনি শ্রীচৈতন্যকে নরদেহে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তিনিই এই ধরণের পদাবলী রচনা করিতে পারেন।

নরহরি সরকার ঠাকুরের যে দুইটী পদ ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটী গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক খাঁটী বাঙ্গালা পদ। এই পদের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর। ইহার মধ্যে দুরূহ পাণ্ডিত্যের পরিচয় নাই, ইহাতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবাবিষ্ট মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে নরহরি সরকারের অপর যে পদটী পাওয়া গিয়াছে সেটী ব্রজবুলিতে লেখা হইলেও তাহার ভাষাও অত্যন্ত সহজ এবং ব্রজবুলি হইলেও ইহার সহিত বাঙ্গালার পার্থক্য অত্যন্ত কম। সরকার ঠাকুর কখনই তাঁহার রচনায় চক্রবর্ত্তীর ন্যায় দুরূহ পাণ্ডিত্যের অথবা অতি লঘু গ্রাম্যত্বের পরিচয় দেন নাই। সরকার ঠাকুর গৌরগদাধর উপাসনার প্রবর্ত্তক এবং স্বয়ং রাধাভাবের সাধক ছিলেন কিন্তু তথাকথিত নাগরীভাবের তুচ্ছ লঘুত্ব তাঁহার পদে পাওয়া যায় না। নরহরি যে রাধাভাবের ভাবুক ছিলেন তাহা তাঁহার একটী বিখ্যাত পদে ( যাহা পরবর্ত্তীকালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে ) লক্ষিতব্য।

উক্ত পদটী পদামৃত-সমুদ্রে নরহরি ভণিতায় আছে। নরহরির রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ পদটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

কিনা হৈল সই, মোরে কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
খাইতে সোয়াথি নাই নিদ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥
যে না জানে এনা রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানু প্রেম শেল॥
নবীন পাউখ মীন মরণ না জানে।
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে॥
আগমে পীরিতি মোর নিগমে তো সার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িলুঁ পাথার॥

পদামৃত-সমুদ্র
অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ১৩।

নরহরি সরকারের বাঙ্গালা পদ আলোচনায় এই পদটীর ভাব ও ভাষা মনে রাখিতে হইবে।

নরহরি দাস ভণিতার যে সকল পদের ভাব ও ভাষা উপরোল্লিখিত পদের ন্যায় সেগুলিকে নরহরি সরকারের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত গৌর-চরিত্র-চিন্তামণি হইতে একটী নাগরী ভাবের পদ এবং সরকার ঠাকুরের রচিত রাধাভাবের পদের ন্যায় একটী পদ পাশপাশি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।

নরহরি সরকারের পদ—শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ পৃঃ ১১৩ :—

বেলি অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গচাঁদের রূপ নিরখিয়া, কলসি ভাঙ্গিয়া এনু ॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর, চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, রূপের পাথারে সাঁতারে না পাই থা ॥
দীঘল দীঘল, নয়ান যুগল, বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরয ধরিবে, মদন কাঁপয়ে ডরে ॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী, যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার, সকলি মজিল, গোরাচাঁদের অনুরাগে ॥

নরহরি চক্রবর্ত্তী—শ্রীশ্রীগৌর-চরিত্র-চিন্তামণি—(শ্রীহরিদাস দাস সম্পাদিত) পৃষ্ঠা ৭০—

শুনগো সজনি সুরধুনী ঘাট হইতে আসিয়ে একা।
নদীয়া চান্দের সহিতে আমার পথেতে হইল দেখা ॥
কিবা অপরূপ মাধুরী গমন কুঞ্জর জিনি।
না জানিয়ে কেবা গড়িল কিরূপে পীরিতি মূরতি খানি
উপমা কি দিব মনে হেন নব বেশের সহিতে গোরা।
হিয়ার মাঝারে রাখিয়ে অথবা করিয়ে আঁখির তারা ॥
ও মুখ হেরিতে ধৈরজ ধরম মরম রহিল দূর।
কাঁখের কলসী ভূমেতে পড়িয়া হইল শতেক চুর ॥
কি করিব প্রাণ পিয়ারে জীবন যৌবন সঁপিয়া সুখে।
গুরুজন ভয়ে ঘরেতে আসিয়া বসিনু মনের দুখে ॥
কলসী ভঞ্জন কথা না জানি কে ননদে কহিয়া দিল।
দাবানল সম বিষম কোরধ আবেশে ধাইয়া আইল ॥
কিছু ছল নাহি চলয়ে তাহার বিকট স্বরূপে দেখি।
দুটি হাত মাথে ধরিয়া অধিক কান্দিয়া ফুলানু আঁখি ॥
বিপরীত মোর কান্দন নিরখি তাহার কোরধ গেল।
স্থির হইয়া পুনঃ পুছে বারে বারে তাহে না উত্তর দিল ॥
খানিক থাকিয়া মনেতে বিচার করিয়া ধরিয়া করে।
ধীরে ধীরে কহে কিসের লাগিয়া না কহ মরম মোরে ॥
অনেক যতনে গদগদ ভাষে তা সনে কহিনু কথা।
মনের দুখেতে কান্দিয়ে এ সব কি লাগি পুছহ বৃথা ॥
যা সবারে তুমি প্রাণসম জান সে করে দারুণ কাজ।
ঘাটে মাঠে পথে নিন্দয়ে তোমারে শুনিয়া পাইয়ে লাজ।
মনে করি গলে কলসী বান্ধিয়া পশিয়ে গঙ্গার জলে।
তাহা না করিতে পারিয়ে পাছে বা কলঙ্ক রটয়ে কুলে।
কি করিব আমি তা সবার সনে করিতে নারিয়ে দ্বন্দ্ব।
যত অপযশ পাইল সে সব শুনিয়া হইনু বন্দ্য ॥
কাহাকে কহিব সখী সেথা কেহ না ছিল আমার সাথে।
তা সবার প্রতি কোরধ করিয়া কলসী ভাঙ্গিনু পথে ॥
এত শুনি চিতে হরষিত অতি পীরিত করিয়া মোরে।
কত কত মতে বুঝাইয়া মুখ মোছাল আপন করে ॥
এইরূপে কালি বিষম সঙ্কট এড়ানু সাহস করি।
নরহরি কহে তুয়া চাতুরীর বালাই লইয়া মরি।

নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত গৌর-চরিত্র-চিন্তামণি ও ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে নরহরি চক্রবর্ত্তী ধারাবাহিকরূপে আদ্যন্ত গৌরলীলা বর্ণনা করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গৌর পদাবলীতে কৃত্রিমতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। নরহরি সরকার ঠাকুর গৌরপদ রচনার কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করেন নাই। তিনি মহাপ্রভুর রূপ ও ভাবাবেশে আকৃষ্ট হইয়া আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রণোদিত হইয়া পদাবলী রচনা করিতেন। প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহার রচিত পদ "গৌরলীলা দরশনে" ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদগুলি অধিকাংশই আকারে দীর্ঘ এবং সংখ্যায় বহু। নরহরি সরকার ঠাকুরের পদগুলি সবই আকারে ছোট, ১০ হইতে ১৪ ছত্রের মধ্যে এবং সংখ্যায় অল্প।

আলোচিত মানদণ্ডের সাহায্যে নির্ব্বাচিত ৩৪টী পদ নরহরি সরকার ঠাকুরের অকৃত্রিম রচনা বলিয়া এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সরকার ঠাকুরের পদাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

কবিত্ব হিসাবে সরকার ঠাকুরের পদাবলীর বিশেষ কোনও গৌরব নাই, মহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্যতম ভক্ত বাসুদেব ঘোষের ন্যায়—গৌরলীলা পদাবলীর ন্যায় শুধু বিষয় মাহাত্ম্যেই সেগুলির সর্ব্বত্র সমাদর।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ ও ভক্তশিষ্যদিগের মধ্যে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই সর্ব্ব প্রথম গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার পদের কবিত্বগুণ অপেক্ষা বিষয় মাহাত্ম্যই অধিক। ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে উদ্ধৃত নরহরি দাস ভণিতার যে বাঙ্গালা পদটী পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহুঁ যমুনার ভাণে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধর ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে॥

(ষড়্‌বিংশতি ক্ষণদা)

পদটী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের সূচীপত্রে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীতে আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু এটী যে সরকার ঠাকুরের রচনা তাহা নরহরি চক্রবর্ত্তী নিজেই বলিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী পদটী তুলিয়া তলায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীনরহরি সরকার ঠকুরস্য গীতমিদম্"। (ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ)

উপরোক্ত পদটী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের রচনা, ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবার দরুণ এ কথাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরকার ঠাকুরই গোরার কৃষ্ণ অবতাররূপের প্রথম উপাসক। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এই পদের পূর্ব্বে রচিত আর কোনও পদে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ অবতার ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। স্তবমালা চৈতন্যাষ্টক ১।৬ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর যে ভাব বর্ণনা করিয়াছেন—

পয়োরাশেস্তীরে-স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্ব্বৃন্দারণ্য স্মরণ জনিত প্রেমবিবশঃ।

এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ৩।১৫।২৬-২৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখি আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥

কিন্তু এই শ্লোকে বর্ণিত ভাবের সহিত সরকার ঠাকুর বর্ণিত সুরধুনী তীরে শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের অনেক পার্থক্য।

শ্রীরূপ ও তদনুগত কবিরাজ গোস্বামীর মতে শ্রীচৈতন্য ফুলবনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, আর নরহরি সরকার বলেন প্রভু বিশ্বম্ভর

পূরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীতবসন আর সে মুরলী চাহে।

শিবানন্দ সেনের পদে এই ভাবটী খুব সুন্দর ফুটিয়াছে :—

সোনার-বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥

২

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মূরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুর ভাব না বুঝিয়া॥

বাসুঘোষের একটী পদেও এই ভাব খুব পরিস্ফুট।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল॥

এই সকল হইতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রমুখ পদকর্ত্তাদিগের অনুভূতি অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তবে এই সকল পদকর্ত্তাদিগের পদে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবতার ভাবই বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পদে শ্রীচৈতন্য দেবের ভাবাবেশের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যভাবের বিশেষ প্রকাশই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যদিও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার তথাপি তাঁহার ভাবাবেশ বর্ণনার মধ্যে ঐশ্বর্য্যভাবের ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায়না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ, অথবা শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উপলব্ধি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যের অবির্ভাব, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যভাবের অবতার। বৃন্দাবন যখন তাঁহার মনে পড়ে তখন তিনি শ্রীরাধিকার জন্য আকুল হন, ভক্ত গদাধরকে দেখিয়া সান্ত্বনা পান।

নরহরি সরকারের যে সকল পদে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ অবতার ভাব বর্ণিত হইয়াছে সেইসকল পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। এই স্থানে একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নরহরি সরকারের কৃষ্ণ অবতার ভাবের পদগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি পদ আছে, যেগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধিকার অন্তরের গভীর বেদনা রূপ পাইয়াছে। এই বিরুদ্ধ ভাবসমন্বয়ের কারণ এই যে এই পদগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে রাধাভাবের পদ বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ এইগুলি কৃষ্ণাবতার ভাবের পর্য্যায়ে পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণাবতার ভাবের প্রকৃত যে ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মসাহিত্যে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রেম একদিকে স্বয়ং অনুভব করিবার জন্য এবং অপরদিকে সেই প্রেম মনুষ্যকুলে প্রচারিত করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশের মধ্যে আমরা কখনও পাই তাঁহার কৃষ্ণ অবতার রূপের বর্ণনা আবার অধিকাংশ পদেই পাই কৃষ্ণ বিরহে ক্লিষ্ট রাধিকার বিরহবেদনা জনিত আক্ষেপোক্তি।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ—১ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ২৯

রসে তনু ঢর ঢর গৌর কিশোরবর
এবে নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে ব্যথা।
ভক্ত বিনা নাহি জানে অন্য।
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুমান শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যাম তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু
অদ্‌ভুত গৌরাঙ্গ লীলা
রাইসঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জ বনে বিলাসিতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥

পদ ৩০

গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে,
মধুর বৃন্দা-বিপিন-মাধুরি-প্রবেশ চাতুরি সার।
ব্রজ যুবতী, ভাবের ভকতি শকতি হইত কার
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে
নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ—৪র্থ তরঙ্গ, ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৫১ গৌরসুন্দর মোর।
কি লাগি একলে, বসিয়া বিরলে, নয়নে গলয়ে লোর॥
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ এত কি পরাণে সহে॥
অবলা নারীরে করে জর জর বুকের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পুরুব বচন, অবনত মুখশশী॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা মরম কেহ না জানে।
পুরুব চরিত সদা বিভাসিত দাস নরহরি ভণে

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ—৪র্থ তরঙ্গ, ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৫২

কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে॥
যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরাথী হেরি
ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি॥
সহচর সঙ্গে পহুঁ করে কত রঙ্গ।
মুরলী মুরলী কহে হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে।
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখপানে চাহে॥
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে
না বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে॥

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ—৪র্থ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস

পদ ২৩ দেখি গোরা নীলাচল নাথ।
নিজ পারিষদ গণ সাথ,
বিভোর হইয়া গোপী ভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পীরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলে আকাশের চাঁদ।
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
বিরস সে সরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস
কহে কিছু নরহরি দাস॥

পদ ২৪ রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতিকুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥

পদ ২৫ গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুই ঝাঁপ দেই যমুনার নীরে॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি॥
দুকুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

পদ ২৬

আরে মোর গৌর কিশোর। পূরুব প্রেমরসে ভোর।
স্বরূপ দামোদর রামরায়। করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদগদ ভাষ। ঘন বহে দীঘল নিশ্বাস॥
মরম না বুঝে কেহ মোর। কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
কেন বা এ প্রেম বাড়াইনু। জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইনু॥
নীঝরে ঝরয়ে নয়ান। নরহরি মলিন বয়ান॥

পদ ২৭

কনক চম্পক গোরাচাঁদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কাঁদে॥
ক্ষণে উঠে কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি॥
অজানু লম্বিত বাহু তুলি। বিধিরে পাড়য়ে গালি॥
কহে ধিক বিধির বিধানে। এমত জোটন করে কেনে॥
কোন্ ভাবে কহে গোরা রায় নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ ৪র্থ তরঙ্গ ৫ম উচ্ছ্বাস

পদ ২২

কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতণভূষণ সাজয়ে অঙ্গের সাজে॥
আপন বপুর ছাঁছ নেহারিয়া চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ এত বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি, ভাবিয়া রাইএর দশা।
সজল নয়নে চাহে পথ পানে কহে গদগদ ভাষা॥

পদ ২৩

পালঙ্ক উপরে গৌরাঙ্গ সুন্দর বসিয়া বিরসমনে।
রাধার ভাবেতে ভাবিত অন্তর বসিক সাজ্জার ভাণে॥
কহে শ্যাম বঁধু আসিবে বলিয়া শেজ সাজাইনু—
গত প্রায় নিশি কোথা কাল শশী রজনী গেল বিফলে॥
না আসিল কালা আর প্রেমজ্বালা কত বা সহিবে প্রাণে।
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পীরিতি সে শ্যাম নিঠুর সনে।

পদ ২৭

হেম দরপণি, গৌরাঙ্গ লাবণি, ধূলায় ধূসর কাঁতি॥
আসন বসন তেজিয়া রোদন ব্রজবিলাসিনী ভাতি।
হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি ধরণী ধরিয়া উঠে
কোথা না যাইব, কাহারে কহিব, পরাণ ফাটিয়া উঠে

সহচরগণে করিয়া রোদনে কহয়ে বদন তুলি।
আমার পরাণ করয়ে যেমন বেদন কাহারে বলি॥
নরহরি দাসে গদগদ ভাসে কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর
অলি ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে সদা রাধাপ্রেমে ভোর।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী—২য় সংস্করণ ৪র্থ তরঙ্গ ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস

পদ ৪

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পূরুব প্রেমভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদগদ হিয়া॥

জানলু তোহারে তোর কপট পীরিতি।
যা সঙ্গে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গরগর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ॥
কহে নরহরি রাধাভাবে হৈল যেন।
রাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন।

পদ ৫
গোর পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু আঁখি। রজনী জাগিল হেনসাখী।
বিরস বদনে কহে বাণী। আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী॥
কাঁদিয়া কহয়ে গোরা রায়। এ দুখ সহনে নাহি যায়।
কাতরে কহয়ে সবিষাদ। নরহরি মাগে পরসাদ

পদ ৫৭
প্রেম করি কুলবতী সনে। একি শঠতা কানুর মনে
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল। দ্বারের বাহির মুই আইল।
কহে পুন হইবে মিলন। তাই মুই আইনু কুঞ্জবন।
বেশ বনাইনু কত মতে। আশাকরি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে। রজনী বঞ্চিলা কার ঘরে।
স্বরূপেরে এত কহি গোরা। অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে। কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে।

পদ ১১
কি লাগি ধুলায় ধুসর—সোনার বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল—না জানি কাহার লেহ।
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চাঁদে
উহু উহু করি ফুকরি ফুকরি উরে পাণিধরি কাঁদে॥
তিতিয়া গেয়ল সব কলেবর ছাড়য়ে দীঘল নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি যেন হেনরীতি কহে নরহরি দাস।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী—২য় সংস্করণ ৪র্থ তরঙ্গ ৭ম উচ্ছ্বাস

গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়
জাগিয়া রজনী পোহায়—
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ—
খেনে খেনে রোয়ত—খেনে খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

পদ ৮

আরে আমার গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥
ক্ষণে উচ্চৈ স্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ।
কাঁহা পাও যাও কার সাথ।
ক্ষণে উর্দ্ধ বাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখিযুগ মুন্দে হা' নাথ বলিয়া কাঁন্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌর হরি
রাধার পীরিতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হৈন মুঞি কেনে॥

## বাসুদেব ঘোষ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বাসুদেব ঘোষ নামে একাধিক পদকর্ত্তার বিষয় এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সুতরাং—তাঁহার পদাবলী লইয়া গোলোযোগের অবকাশ নাই। বাসুদেব ঘোষের অপর দুই ভ্রাতার নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। অনুমানে যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে ইঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তবে তাঁহারা যে মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিনভাই। যাঁ সবার কীর্ত্তনে নাচে গৌরাঙ্গ নিতাই…চৈ, চ, নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা সবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুইগণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥

—ইত্যাদি হইতে জানা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে প্রভু নিত্যানন্দ যখন নাম প্রচারার্থে গৌড়দেশে গমন করেন, তখন মাধব ও বাসুদেব তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

চৈতন্য ভাগবতে আছে :—মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই—
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।

অর্থাৎ এই তিনভ্রাতা নিত্যানন্দের সঙ্গেও কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন।

চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য ভাগবতের উপরোল্লিখিত উল্লেখ হইতে বুঝা যায় বাসুদেব গোবিন্দ ও মাধব ঘোষ তিন ভ্রাতাই গায়ক ছিলেন।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে বাসুদেব ঘোষের ৯৫টী এবং শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে ১৩৭টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। দেবকীনন্দনের রচিত নিম্নলিখিত শ্লোক—

শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে
ইত্যাদি—

বাসুদেবের পদ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি পূর্ব্বযুগের কৃষ্ণলীলার সহিত তাঁহার বর্ণিত গৌরলীলার বিষয়গত ও ভাবগত সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপ লীলায় যে ব্রজ গোপীর অভাব ছিল, নদীয়া নাগরীর কল্পনা করিয়া নরহরি সরকার ঠাকুর সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। বাসুদেব ঘোষও শ্রীমৎ সরকার ঠাকুরের অনুকরণে নাগরী ভাবের এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পদ বিশুদ্ধ ভক্তি রসাশ্রিত, ইহাদের মধ্যে কোথাও অশ্লীলতা দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী অতিশয় সহজ ও প্রাঞ্জল। কবিত্বগুণে সরকার ঠাকুরের পদ অপেক্ষাও সুখপাঠ্য।

চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বাসুদেব ঘোষের পদের মূল্য নিরতিশয় অধিক।

এই সম্পর্কে সতীশবাবু পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"বাসুদেবের গৌরচন্দ্র পদাবলীর যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কেননা তিনি মহাপ্রভুর লীলা নিজে দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন।" শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীর ভূমিকায় পদকর্তাদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"বাসু ঘোষ ছিলেন গৌরলীলার অতি প্রধান পদকর্তা। তাঁহার অধিকাংশ পদই গৌরলীলা বিষয়ক এবং পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে বাসুঘোষ স্বচক্ষে দেখিয়া

পদ রচনা করিয়াছিলেন।" বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান গ্রন্থে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার খুব জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী লেখার পূর্ব্বে পদরচনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন—"শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকগণের মধ্যে নবদ্বীপের মুরারিগুপ্ত ও বংশীবদন কাঞ্চনপল্লীর শিবানন্দ সেন ও তাঁহার পুত্র কবি কর্ণপুর পরমানন্দ দাস, কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলাই গ্রামের বাসুঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ এবং কুলীন গ্রামের বসু রামানন্দ দৃষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।"

"আমি এখানে কেবল প্রথমে উল্লিখিত নরহরি প্রভৃতি ৯ নয়জন পদকর্ত্তার গৌরপদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব, কেননা উহারাই পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এবং উহারা যে সব দৃষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে পদ লিখিতেছেন তাহাদের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু অন্যান্য লেখক দৃষ্ট ঘটনা সম্বন্ধেলিখিতেছেন কিনা তাহা নিঃ সন্দিগ্ধ ভাবে জানা যায় না।"

কিন্তু এ স্থলে বাসুদেব ঘোষের পদের মধ্যস্থিত প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে বাসুঘোষ শ্রীচৈতন্য দেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া উপাসনা করিতেন এবং সেইজন্যই তাঁহার দ্বাদশ মাসিক লীলা ইত্যাদির মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিয়াছেন।

বাসুদেব ঘোষের শ্রীচৈতন্যের শিশুলীলা প্রত্যক্ষ করিবার কথা নহে। ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে বাসুঘোষ শ্রীচৈতন্যের সমকালবর্ত্তী হইলেও শ্রীমৎসরকার ঠাকুর অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সরকার ঠাকুরের প্রধান সাহিত্য-শিষ্য। তবে বাসুঘোষ যে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপে বিহারকালীন গার্হস্থ্যলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাও পদ পাঠে নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। বাসুঘোষের পদ আলোচনা করিলেই উপরোক্ত মন্তব্যগুলির যথার্থতা প্রমাণিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বাসুঘোষ ইহা সমস্ত অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সেইমতেই তিনি শ্রীচৈতন্যের পূজা করিতেন। বাসুদেব ঘোষ রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার প্রমাণ মিলিতেছে।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী, ১ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস,

পদ ৩ জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শংখচক্র গদা পদ্ম ধর।
নদীয়ানগরে দণ্ড কমণ্ডলু কর॥
কেহ বলে পূরবে রাবন বধিলা।
গোলকের বিভবলীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥

এই বিশ্বাসের জন্যই বাসুদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ইত্যাদি দ্বাদশমাসিক নানাবিধলীলার পদ প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার ন্যায় মনে হয় না, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ইত্যাদির হুবহু অনুকরণ বলিয়া বোধ হয় এবং বুঝা যায় যে এইসকল পদ কল্পনারই সামগ্রী, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার বাস্তবতা ইহাদের মধ্যে নাই।

জন্মলীলা বর্ণনার মধ্যে বাসুদেব ঘোষ তাঁহার বিশ্বাসের পূর্ণ ইঙ্গিত দিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণই গোরারূপে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পদটী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে
জনম লভিল গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুণ পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুণী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥

শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী—২য় তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস, পদ ২

বাসুদেব রচিত শ্রীচৈতন্যের শিশুলীলার পদগুলিতে শিশুর স্বভাবসুলভ চঞ্চলতার বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া উহাদিগকে প্রমাণিত করা যায় না। ইহাদের অধিকাংশগুলিতেই শিশু চৈতন্যের দেহলাবণ্য বর্ণিত হইয়াছে এবং এইরূপ বর্ণনা কল্পনা হইতে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে শ্রুত বিবরণকে ভিত্তি করিয়াও দেওয়া সম্ভব। যেমন:—

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় তরঙ্গ, ২য় উচ্ছ্বাস—

পদ ২ একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানারঙ্গে যায় শচীর বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল যিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলিয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু—বাঘনখ গলে॥
সোনার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥

বাল্যলীলার কোন কোনও পদেও বাসুদেব ঘোষ শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয়॥
চাঁদ দেমা বলি শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয়॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিড়ে চুল॥
রাধাকৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্র গৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে নিল॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহু হের নিজ মুখ॥

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস পদ ৭

বাসুদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্যের দ্বাদশ মাসিক লীলা ইত্যাদির পদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, এই গুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে ইহারা শ্রীকৃষ্ণলীলারই পুনরাবৃত্তি।

বাসু ঘোষের পদে গোষ্ঠলীলা, দানলীলা ইত্যাদি বর্ণনায় মনে হয় ইহার অধিকাংশই কল্পনা প্রসূত।

পদ ৩৩।

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ঘুরায় পাঁচনি॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গেতে মুকুন্দ।
গৌরীদাস আদি সবে পাইল আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিয়া প্রকাশে॥

অথবা—

পদ ৩৮ না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোনভাব মনে।
সুরধুনী তীরে গেল সহচর সনে।
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদগণ সব হরি হরি বোলে।
পূরুব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেম জলে॥
গদাধরের মুখ হেরি মনে মনে হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥

পদ ৩৯।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
দান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী॥
দান দেহ দেহ বলি ঘন ঘন ডাকে।
নদীয়া নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥

অথবা—পদ ৪৬।

বৃন্দাবনের লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান।
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥

অথবা—পদ ৫৪

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়।
সহচর সঙ্গে বিহরে গোরারায়।
ফাগুখেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে।
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা গায়।
কুঙ্কুম পেচকা লই পিছে পিছে ধায়॥
নানাযন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদিসঙ্গে করয়ে বিলাস॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥

বাসুদেব ঘোষ যে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত চৈতন্যের ভাবাবেশের পদে।

যেমন—শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস। পদ ২৪

হরি হরি গোরা কেন কাঁদে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ—
হেরই গোরা মুখ চাঁদে॥
অরুণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল ডুন
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিম ফল
খসয়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন নিশ্বাসই পুন পুনঃ
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ধরণী পড় মুরছিয়া॥
তঁহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর—
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে জগজনমন তোষে
বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

কিন্তু নিম্নলিখিত পদে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পদ ৪২

ভাবাবেশে গৌর কিশোর।
স্বরূপের মুখে শুনি মানলীলা দ্বিজমণি
ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর॥
[illegible]গু রাধাকুণ্ড বলি নাচে ভুজদণ্ড
প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
না বুঝি ভাবের গতি ধীরে ধীরে করে গতি
গজরাজ জিনিয়া গমনে॥
যাইয়া যমুনা তটে বসি জল সন্নিকটে
ভাবনা করয়ে মনে মনে।
সে ভাব তরঙ্গ হেরি কিছুই বুঝিতে নারি
রহিয়াছে হেঁট শ্রীবদনে॥

বাসুদেব ঘোষভণে অনুভব যার মনে
রসিকে জানয়ে রসমর্ম্ম।
অনুভব নাহি যার বেত্ত নাহি হয় তার
বৃথা তার হইল এ জন্ম॥

পদ ৫০

গৌরীদাস করি সঙ্গে আনন্দিত তনুরঙ্গে
চলি যায় গোরা গুণ মণি।
ভাবে অঙ্গ থরহরি দুনয়নে বহে বারি
চাহে গৌরীদাসের মুখখানি॥
আচম্বিতে অচৈতন্য প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য
পড়ি গেলা সুরধুনী তীরে।
গৌরীদাস ধীরে ধীরে ধরিয়া করিল কোরে
কোন দুখ কহত আমারে॥
কহিবার কথা নয় কেমনে কহিব তায়
মরি আমি বুক বিদরিয়া।
বাসু কহে আহা মরি রাধাভাবে গৌরহরি
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া॥

৪র্থ উচ্ছাস

পদ ১১

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। হরিনাম জপে নিরন্তরে॥
সব অবতার শিরোমণি। অকিঞ্চন জনের চিন্তামণি॥
সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়। এবে ধূলি বিনু আন নাহি ভায়
মণিময় রতন ভূষণ স্বপনে না করে পরশন॥
ছাড়ল লখিমী বিলাস কিবা লাগি তরুতলে বাস॥
ছোড়ল মোহন করে বাঁশী। এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী।
বিভূতি করিয়া প্রেমধন। সঙ্গে লইসব আকিঞ্চন
প্রেমজলে করই সিনান। কহে বাসু বিদরে পরাণ॥

পদ ১৬

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধারাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল।

বাসুদেব ঘোষ রচিত নাগরী ভাবের পদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মন্তব্য করিবার নাই, তাহার কারণ বাসুদেব নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুকরণে ব্রজ গোপীর ভাব আরোপ করিয়া নাগরীভাবের পদ রচনা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্যের রূপাকর্ষণ জনিত গভীর অনুভূতি এই সকল পদের উপজীব্য বিষয় বস্তু। বাসুদেব ঘোষ রচিত নাগরী ভাবের পদগুলি ভাষা ও ভাবের সরসতায় সরকার ঠাকুরের পদ অপেক্ষাও অধিক মনোহর।

বাসুদেব ঘোষের নামে প্রচলিত কতকগুলি নাগরী ভাবের পদ সম্ভবতঃ জাল। ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার স্বপ্নে রস সম্ভোগের একটা পদ—

গৌর নাগর পরিরম্ভিল মোরে...... ইত্যাদি বাসুদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। নদীয়া নাগরীগণ গৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া সংসার ধর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছে—ইহাই নাগরীভাবের পদের মূল তত্ত্ব। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া সত্য সত্যই নদীয়ার কুলবধূগণের সতীধর্ম্ম বিচলিত।

নদীয়া নাগরী বলিয়া যাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে তাঁহারা চৈতন্য ভক্তের দল, নাগরী রূপে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত দিগকে চিত্রিত করার দুইটী উদ্দেশ্য।

প্রথম উদ্দেশ্য—গৌরাঙ্গের অলোক সামান্য রূপের দুর্ণিবার আকর্ষণ দেখানো, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্রজলীলার অনুস্মৃতি।

কোনও পুরুষের রূপ বর্ণনা করিয়া কবিগণ যখন কিছুতেই তৃপ্ত হইতেন না তখন নারীগণের পক্ষ হইতে সেইরূপের দুর্ণিবার আকর্ষণ দেখাইয়া সেই রূপের অলোকসামান্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কবিরা দেখাইতেন কাব্যের নায়ক কোনও অসামান্য রূপবান পুরুষ পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় বাতায়ন পথবর্ত্তিনী নাগরীগণ সেই রূপ দর্শনে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে বরণ করিতেছে; ইহাতে কুলবধূদিগের সতীত্বের মর্য্যাদার উপরে কামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেও কবিগণ এই নগ্ন সত্যকে কাব্যে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নায়কের রূপের অসামান্যতা বর্ণনায় ইহাই ছিল বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মামুলী প্রথা। এই প্রথাই পরে "পুরনারীদের পতিনিন্দা" নামক জঘন্য রীতি পদ্ধতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

এই রীতি অনুসারে গৌরলীলার পদ রচনাতেও নারীগণের চিত্তচাঞ্চল্য একটা প্রথায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের রূপাকর্ষণ নাগরী ভাবের পদগুলির মূল অনুপ্রেরণা হইলেও নাগরীদিগের আক্ষেপ এবং বিরহবেদনা যে ভাবে এই পদগুলির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটা এই, যেন নদীয়া নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া নানাভাবে প্রেম আবেদন জানায়—কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাহাতে সাড়া দেন না। এই উপেক্ষিত প্রণয়ব্যথাই নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের কবিত্বের আশ্রয়। পরবর্ত্তী গৌরলীলার কোনও কোনও কবি ইহা লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছেন এবং সহজিয়াগণ শ্রীচৈতন্যে এই সাড়া আরোপ করিয়া যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কতকগুলি অশ্লীলতা দোষে অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে সকলে মুগ্ধ হইতেছে ইহাতে তাঁহার নির্ম্মলকান্তির বা পূত চরিত্রের মর্য্যাদাহানি হয় না কিন্তু স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেবনাগরীদিগের মনে লালসার উদ্দীপনা করিতেছেন, একথা বলিলে গৌরাঙ্গ চরিত্রের পবিত্রতার মর্য্যাদা থাকে না। যে ভক্ত কবিগণ চৈতন্য চরিত্রের অপরূপ প্রভাবে তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাঁহাদের পক্ষে সেই পবিত্র চরিত্র অঙ্কনে কলুষতার কালিমা লেপন একেবারেই সম্ভব নহে। ব্রজগোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও বিহারের অন্ধ অনুকরণের জন্য নাগরী ভাবের পদ রচনায় খানিকটা রসের বাড়াবাড়ি হইলেও নরহরি সরকার ঠাকুর বা বাসুদেব ভণিতার কতকগুলি স্বপ্নে রসসম্ভোগের পদ বা শ্রীচৈতন্যের পক্ষ হইতে নাগরীদিগের মনে দেহলালসা উদ্দীপনের পদ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

বাসুদেব ঘোষের নাগরীভাবের পদগুলি বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীচৈতন্যের রূপানুরাগিতার পদ। প্রায় প্রত্যেকটী পদেই শ্রীচৈতন্যের রূপাকর্ষণ জনিত হৃদয়ের গভীর অনুভূতি বাসুদেব রূপায়িত করিয়াছেন।

যেমন শ্রীগৌরাঙ্গপদ তরঙ্গিনী ৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস।

পদ ৮

মদন মোহন গৌরাঙ্গ বদন
রূপ হেরি কি না হৈল মোরে।
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালাকানু
নহিলে কি মন চুরি করে॥
রসের পরাণ যার কুলে কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
ঘরে ঘরে প্রেমের কাঁদনা॥

নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া।
আহা মরি মরি সোই মরম তোমারে কই
জীব নাগো গোরা না দেখিয়া॥
হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জর জর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি।
সুরধুনী তীরে যাঞা ভাসাইব কুলক্রিয়া
ভজিব সে গোরা গুণমণি॥

পূরুবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত
এবে ভেল কালতনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি
নহিলে কি গোপীর মনোচোরা॥

পদ ৯

কি কহিব অপরূপ গৌর কিশোর।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল মোর
তেরছ চাহনি তায় বড়ই জঞ্জাল।
নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল॥
যে বা ধনী দেখে তারে পাশরিতে নারে।
কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রয় ঘরে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা।
গোরার পীরিতিখানি মরমের ব্যথা॥

পদ ১০

আর একদিন গৌরাঙ্গ সুন্দর, নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুন্দর দেখিয়া পরাণ ফাটে।
অঙ্গ ঢল ঢল কনক কষিল অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর নাঙ্গ ধনুবর বিধয়ে কামধানুকী।
কুটিল কুন্তল তাহে বিন্দুজল, মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেম মোতি জনু, হেরিয়া মুরছে কাম॥
মোছে সব অঙ্গ নিঙ্গারি কুন্তল অরুণ বসন পরে।
বাসু ঘোষ কয় হেন মনে৺লয় রহিতে নারিব ঘরে।

পদ ১১

একদিন ঘাটে জলে গিয়াছিলাম, কি রূপ দেখিনু গোরা।
কনক কষিল অঙ্গ নিরমল, প্রেমরসে পহু ভোরা।
সুন্দর বদন, মদন মোহন, অপাঙ্গ ইঙ্গিত ছটা।
সুচারু কপালে, চন্দন তিলক, তারা সনে বিধু ঘটা॥
মধুর অধরে ঈষৎ হাসিয়া বলে আধ আধ বাণী।
হাসিতে খসয়ে মণি মোতিবর, দেখিতে ভুলয়ে প্রাণী॥
বাসু ঘোষ কহে এমন নাগর দেখি কে ধৈরজ ধরে।
ধন্য সে যুবতী ও রূপ দেখিয়া কেমনে আছয়ে ঘরে॥

পদ ১২

যখন দেখিনু গোরাচাঁদে। তখনই পড়িনু প্রেমফাঁদে।
তনুমন তাঁহারে সঁপিনু। কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিনু॥
গোরা বিনু না রহে জীবন। গৌরাঙ্গ হইল প্রাণধন॥
ধৈরজ না বাঁধে মোর মনে। বাসুদেব ঘোষ রস জানে

পদ ১৩

গোরারূপ দেখিবারে মনে করি সাধ।
গৌর পীরিতিখানি বড় পরমাদ।
কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি
অনুক্ষণ পরে মনে গোরা গুণ মণি।
গোরা গোরা করি মোর কি হইল অন্তরে
কিবা মন্ত্র কৈল গোরা নয়ানের শরে॥
নিঝোরে ঝরয়ে আঁখি প্রবোধ না মানে।
বড় পরমাদ প্রেম বাসু ঘোষ গানে॥

পদ ১৪

আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি॥
কিক্ষণে দেখিনু গোরা পাশরিতে নারি॥
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাঁদ বদন।
কুলে দিলু তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ।
তেজিলু সকল সুখ ভোজন বিলাস॥
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন।
বাসু কহে গোরা বিন না রহে জীবন॥

পদ ১৫

চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে।
অপরূপ রূপ গোরা নদীয়া নগরে॥
ঢল ঢল কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ॥
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরঙ্গ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি।
কহে বাসু দিব গিয়া যৌবন নিছনি॥

পদ ১৭

মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে—
বল সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক—
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ ত্যজিব॥
সব সুখ তেয়াগিনু কুলে জলাঞ্জলি দিনু
গোরা বিনু আর নাহি চায়।
ঝোরে ঝরয়ে আঁখি শুনগো মরম সখি।
বাসু ঘোষ কি কহিব তায়॥

পদ ১৮

গোরারূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি দিশি শয়নে স্বপনে॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কিক্ষণে দেখিলাম গোরা কিনা মোর হৈল
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল।
চিত্ত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণী মোহন॥

পদ ১৯

সজনিলো গোরারূপ জনু কাঁচা সোনা।
দেখিতে নারীর মন ধরতে টিঁকেনা॥
বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা।
ও রূপে মন দিলে সই কুলমান থাকে না॥
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশরা।
যেদিকে চাই দেখিতে পাই শুধুই সেই গোরা।
চিন চিন লাগে কিন্তু চিনতে না যায় পারা
বাসু কহে নাগরি ঐ গোপীর মনোচোরা॥

পদ ২০

নিরমল গৌর তনু— কষিল কাঞ্চন জনু
হেরইতে পড়ি গেলু ভোর।
ভাঙ্গ ভুজঙ্গমে— দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি যব হাম পেখলুঁ গোরা।
আকুল দিগ বিদিগ না পাইয়ে
মদন লালসে মন ভোরা॥
অরুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে
বরিষে কুসুম শর সাথে।
জীবইতে জীবনে— থেহ নাহি পাওব—
জনু পড়ু গঙ্গা অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ যদি জানসি
মঝু লাগি করহ উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে শুন শুন হে সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

পদ ২৩

আজু মুই কি দেখিলু গোরা নটরায়।
অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায়॥
কেমনে গড়ল বিধি কত রস দিয়া!
চল চল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া।
কত শত চাঁদ জিনি বদন কমল।
রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল॥
বাসুদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর।
সুরধুনী তীরে গোরাচাঁদ উজোর॥

পদ ২৪

আজু মুই কি দেখলুঁ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এ তিন ভুবনে নাই এমন নাগর।
শিলা গলি গলি বহে, মৃগপাখী কাঁদে
নগরের নাগরী সব বুক নাহি বাঁধে॥

কুলবতী সব রূপ দেখিয়া মোহিত" সুর সিদ্ধ মুনিগণের মন উচাটন,
গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত, বাসুদেব কহে গোরা মদন মোহন॥

পদ ১১৩

শয়ন মন্দিরে হাম শুতিয়া আছিলা। গোরা গোরা করি কি হৈল অন্তরে।
নিশির স্বপনে আজি গৌরাঙ্গ দেখিলা॥ বসন ভিজিল মোর নয়নের লোরে॥
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে দিবস রজনী। অলসে অবশ গা ধরণে না যায়।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥ গোরাভাব মনে করি বাসুঘোষ গায়॥

বাসুঘোষ রচিত উপরোল্লিখিত সব কয়েকটী পদ নাগরী ভাবের পদ হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন মোহন রূপ বর্ণনাই যে ঐ গুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে টুকু রসের অতিশয্য মনে হয় নাগরীতে ব্রজগোপীর ভাব আরোপই তাহার মূল কারণ।

নাগরীভাবের পদের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সে ভাবের ইঙ্গিত আছে—
যেমন—শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস—পদ ৮

সোনার বরণ তনু এই ছিল কালাকানু
নহিলে কি মন চুরি করে

অথবা পদ ৮

পূরবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত
পবে ভেল কালা তনু গোরা॥

অথবা পদ ১৯

অষ্টাঙ্গ : : ইঙ্গিতে

বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা
ও রূপে মন দিলে সই কুলমান থাকে না।—ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সময়কালীন অনুষ্ঠান—মস্তকমুণ্ডন ইত্যাদি বাসুদেব ঘোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই। ঐ সময়ে কাটোয়ায় মহাপ্রভুর যে অনুচরগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেওয়া আছে। উক্ত তালিকার মধ্যে বাসুদেব ঘোষের নাম নাই। তবে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য নদীয়া ত্যাগের পর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ম্মন্তুদ শোক তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বিবরণ প্রত্যক্ষ-দর্শীদিগের নিকট হইতে শুনিয়া তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য বাসুদেব ঘোষের নিমাই সন্যাসের পদগুলি সত্যই অপূর্ব এবং নিরতিশয় মূল্যবান। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বর্ণনা করিতে গিয়া বাসুদেব ঘোষ যে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন সে কান্না পাঠকমাত্রেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে। কল্পনার শোকবিলাপ এমন মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে না এবং যে যত্ন এবং আবেগ সহকারে নিমাই সন্ন্যাসের প্রত্যেকটী খুঁটীনাটী বিবরণ বাসুদেব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

সন্ন্যাস লইবার সময় কোথায় বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন কে তাঁহার চাঁচর কেশে ক্ষুর দিল কোন্ কোন্ শিষ্য কেমন করিয়া বিলাপ করিলেন, মহাপ্রভু কি কথা বলিয়া কাহাকে সান্ত্বনা দিলেন, কেশব ভারতীর সহিত গৌরাঙ্গ দেবের কি কথোপকথন হইল, বাসুদেব কিছুই বর্ণনা করিতে বাকী রাখেন নাই। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে এই পদগুলি শ্রীচৈতন্যের জীবনীর সন্ন্যাস-অধ্যায় অপূর্ব্ব আলোকপাত করিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব শচীমাতার বেদনা বর্ণনা। পুত্রহারা মাতার মর্ম্মন্তুদ বিলাপ স্বকর্ণে শ্রবণ না করিলে বাসুদেব কি এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাবে সে বিলাপের বর্ণনা করিতে পারিতেন? শচীমাতা গোরাকে স্বপ্নে দেখিয়া মালিনী সইয়ের নিকট বিলাপ করিতেছেন—বাসুদেব ঘোষ একটী পদে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ঘটনা হিসাবে সত্য হউক বা না হউক শচীর মর্ম্ম বেদনা ভাষায় প্রকাশের দিক দিয়া বাসুদেবের এই পদের মূল্য যে অত্যন্ত অধিক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে বাসুঘোষের নিমাই সন্ন্যাসের পদগুলির কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস।

পদ ১০

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধনী তীরে তরু ছায়া যে সুন্দর ॥
তারতলে বসিয়াছে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতীছাড়ে নিজ পতি জপ ছাড়ে যতি।
কাঁখে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া রয়।
চলিতে না পারে যেই নড়ি হাতে ধায় ॥
কেহ বলে হেম নাগর কোন্ দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল ॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া
কেহ বলে মা বাপরে এসেছে বধিয়া ॥
কেহ বলে ধন্যমাতা ধৈরাছিল গর্ভে।
দেবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে।
কেহ বলে কোন্ নারী পেয়েছিল পতি।
ত্রিলোকে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী ॥
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে।
সন্ন্যাসী না হও বাছা না মুড়াও কেশে।
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা,
সাধ কৃষ্ণ পদে বেচিব মোর মাথা।
হেন কালে কেশব ভারতী মহারতী।
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি ॥
কৃষ্ণ দাস কয় গোসাঞী দেও ভক্তি বর।
বাসু ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ুক বজর ॥

পদ ১১

প্রভু কহে নিজগুণে দেওত সন্ন্যাস।
হৈও না সন্ন্যাসী নিমাই না মুড়াও কেশ।
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে।
সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরে যাও ঘরে ॥
পঞ্চাশের উর্দ্ধে হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবেত সন্ন্যাস দিতে শাস্ত্রে অনুমতি ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী
তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি।
পঞ্চাশ হইতে যদি হয়ত মরণ।
তবে আর সাধুসঙ্গ হইবে কখন ॥
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞী
সন্ন্যাস দিবরে তোরে শুনরে নিমাই।
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ উল্লাস।
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ ॥
নাপিত বলয়ে প্রভো করি নিবেদন।
এরূপ মনুষ্য নাহিএ তিন ভুবন ॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোব কার পায়।
যে বোল সে বোল প্রভো কাঁপে মোর কায় ॥
কার পায় হাত দিয়া কামাইব নিতি।
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি ॥
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়।
না করিও নিজবৃত্তি ঠাকুর কহয় ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঙাইবা সুখে।
অন্তকালেতে গতি হবে বিষ্ণু লোকে ॥
কাঞ্চন নগরের লোক সদয় হৃদয়।
বাসু ঘোষ জোড়হাতে ভারতীরে কয়।

**পদ ১২**

মধুশীল বলে গোসাঞী না ভাঁড়াও মোরে।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু জানিনু অন্তরে॥
পুরাব তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়।
পালিব তোমার আজ্ঞা নাহিক সংশয়॥
বলিতেছ কৃষ্ণের প্রসাদে রব সুখে।
মরণের পরে গতি হবে বিষ্ণু লোকে॥
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই কৃষ্ণ তুমি।
তব পদ বিষ্ণু লোক কি বা জানি আমি।
মুড়াবে চাঁচর কেশ হাত দিব মাথে।
কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে॥
মধুর বচনে প্রভু দিলা শিরে পদ।
বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥

**পদ ১৪**

মুড়াইয়া চাঁচর চুলে স্নান করি গঙ্গা জলে
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন শুনিয়া ভকতগণ
উচ্চস্বরে করেন রোদন॥
অরুণ দুইখানি ফালি ভারতী দিলে আনি
আর দিল একটী কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি পরিলেন গৌরহরি
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর
নিজ কর দিয়া'মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥
এই বলি গৌররায় ঊর্দ্ধ মুখ করি ধায়
দিক বিদিক নাহি মানে।
ভক্ত জনার কাছে লোটাঞা লোটাঞা কাঁদে
বাসুদেব হাঁ কান্দ কান্দনে॥

**পদ ১৫**

প্রভুর মুণ্ডন দেখি কান্দে যত পশু পাখী
আর কান্দে নত শ্রীনিবাসী।
বৎস নাহি দুগ্ধ খায় তৃণ দন্তে গাভী ধায়
নেহারে গৌরাঙ্গ মুখ আসি॥
আছে লোক দাঁড়াইয়া গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়া
কারো মুখে নাহি সরে বাণী।
দুনয়নে জল সরে গৌরাঙ্গের মুখ হেরে
বৃক্ষবৎ হৈল সব প্রাণী॥
ডোর কৌপীন,পরি মস্তকে মুণ্ডন ভুরি
মায়া ছাড়ি হৈল উদাসীন।
বৈসে ডগমগি হৈয়া করেতে দণ্ড লৈয়া
প্রভু কহে আমি দীন হীন॥
তোমরা বৈষ্ণববর এই আশীর্ব্বাদ কর
দুই হাত দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে গেলে পাই ব্রজ নাথে॥
এত বলি গোরা রায় প্রেমে ঊর্দ্ধ মুখে ধায়
কোথা বৃন্দাবন বলি কাঁদে।
ভ্রমে প্রভু রাঢ় দেশে নিত্যানন্দ ধাম পাশে
বাসু ঘোষ উচ্চৈস্বরে কাঁদে॥

**পদ ১৮**

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইয়েরে দিলা॥
পহুঁ কহে গুরু মোর পুরাহ মন সাধ।
কৃষ্ণ মতি হউক এই দেও আশীর্ব্বাদ॥
ভারতী কাঁদিয়া বোলে মোর গুরু তুমি
আশীর্ব্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি।
ভুবন ভুলাও তুমি সব নাটের গুরু।
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু॥
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল।
বাসু কহে দেখিলাম চরণ কমল॥

পদ ২০

সুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল
করুণা করিয়া কান্দে কেশবেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল ॥
শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল।
মোর মুণ্ডে বজ্জর পাড়িয়া ॥
গৌরাঙ্গ জাগায় মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলুথালু কেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধুর মুখের কথা ॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাক শচী নিমাই বলিয়া ॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে কাঁদে উচ্চৈস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে ধায় দশজন পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা ॥
সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চন নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রী গৌরহরি
পাছে জানি মস্তক মুড়ায় ॥

পদ ২১

পড়িয়া ধরণী তলে শোকে শচী কাঁদি বলে
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন বিধি হরি নিল।
পরাণ পুত্তলী গোরা চাঁদে।
অঙ্গের অঙ্গদ বালা গোরাচাঁদের কণ্ঠ মালা
খাটপাট সোনার ভূলিচা
সে সব রহিল পড়ি গৌর মোর গেল ছাড়ি
আমি প্রাণ ধরি আছি মিছা ॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল নদীয়া আঁধার ভেল
চটফটি করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব গৌরাঙ্গ যথায় পাব
কাঁদিব তার গলায় ধরিয়া—
যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব বিনামূল্যে বিকাইব
হৈব তার দাসের অনুদাসী।
বাসুদেব ঘোষ ভণে কাঁদ শচী কি কারণে
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী ॥

পদ্য ২২

সকল মহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইলেন গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥
শচী কহে শুন মোর নিমাই গুণ মণি
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন তন্ত্র
কি হইল কিছুই না জানি।
গৃহ মাঝে গিয়াছিনু ভালমন্দ না জানিনু
কিবা করি গেলেরে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা গেল
রহিব কাহার মুখে চাহিয়া।
বাসুদেব ঘোষের ভাষা শচীর এমন দশা
মড়া হেন রহিল পড়িয়া—
শিরে করাঘাত মারি ঈশানে দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া।

পদ ২৪

হরি হরি কি না হৈল নদীয়া নগরে
কেশব ভারতী আসি কুলিশ পড়িল গো
রসবতী পরাণের ঘরে ॥
প্রিয় সহচরীগণে যে সাধ করিল মনে
সো সব স্বপন সম ভেল
গিরিপুরী ভারতী আসিয়া করিল মতি
আঁচলের রতন কাড়ি নেল ॥

নবীন বয়স বেশ কিবা সে চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছয়ে মিশাঞা।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

সুরধুনী তীরে তরু কদম্ব খণ্ডেতে উরু
প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া
নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হৈল
বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া ॥

পদ ২৬

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জীবে পরাণে।
কহিতে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে ॥

সকল মোহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝাঞা কি রে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগিল তাজিল তার লেহ ॥
কি কব দুখের কথা কহিতে মরমে ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবা নিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণি
বাসুঘোষ পড়ে মুরছিয়া ॥

পদ ২৭

নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে ॥
কাঁদিছে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর।
বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর ॥
বাসুদেব নরহরি কাঁদে উচ্চ রায়।
শ্রীরঘু নন্দন কাঁদি ধুলায় লোটায়।
কাঁদিছেন হরিদাস দু আঁখি মুদিয়া
কাঁদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া ॥
সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়
সোঙরি সে সব বাসুর হিয়া ফাটিযায়।

পদ ৪১

হাদে। গো মালিনী সই চল দেখি যাই
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই ॥
সে চাঁচর কেশহীন কেমনে দেখিব
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব ॥
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া
শান্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া ॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ॥

পদ ৪৩

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধৈরাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥
এ মত হৈল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।

নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস ॥
করেজোড়ি অনুরাগে দাঁড়াল মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুইহাতে তুলি বুকে চুম্ব দিলা চাঁদমুখে
কাঁদে শচী গলাটি ধরিয়া ॥

ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
এ দুখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়।
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ডধরি
ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হৈলা বৈরাগী।
গৌরাঙ্গের বৈরাগে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥

পদ ৪৪

শুনিয়া মায়ের বাণী কহে প্রভু গুণমণি
শুন মাতা আমার বচন।
জন্ম জন্ম মাতা তুমি তোমার বালক আমি
এই সব বিধির লিখন।
ধ্রুবের জননী ছিল পুত্রকে বৈরাগ্য দিল
ভজে তেঁই দেব চক্রপাণি
রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে বনে বনে ফিরে লোকে
ঝুরে সদা কৌশল্যা জননী॥
তবে শেষে দ্বাপরে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে
ঘরে নন্দরাণী নন্দ পিতা।
সকলপরে এই হয়ে এ কথা অন্যথা নহে
মিথ্যা শোক কর শচী মাতা॥
বিধাতা নির্ব্বন্ধ যাহা কেবা খণ্ডাইবে তাহা
এত জানি স্থির কর মন।
ভজ কৃষ্ণ কর সার আর নাহি সংসার
পাইয়া পরম পদ ধন
রোদন করিলে তুমি ডাকিলে আসিব আমি
এই দেহ তোমার পালিত
আশীর্ব্বাদ কর মোরে যাই নীলাচল পুরে
তুমি চিতে কর সন্নিহিত॥
প্রভু স্তুতিবাণী কহে শচী নির্ব্বচনে রহে
পড়ে জল নয়ন বহিয়া।
বাসু কহে গৌর হরি এই নিবেদন করি
পুনরপি চলহ নদীয়া॥

পদ ৪৫

নানান প্রকারে প্রভু মায়েরে সান্ত্বায়
অদ্বৈত ঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়।
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক।
সুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইয়া শোক॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি।
অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি॥
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত
নিতাই ধরিয়া কাঁদে নিমাই পণ্ডিত॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে পাছে পাছে
আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে পড়ে পাছে॥
চৌদিকে ভকতগণ বোলে হরি হরি।
শান্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপ পুরী।
প্রভুসঙ্গে কোটিচন্দ্র দেখিয়ে আভাস।
এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ।
হেনরূপ প্রেমাবেশ দেখি শচী মায়।
বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হিয়ায়॥
বুঝায় শচীর মন অবধুত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায়॥
এইরূপ দশদিন অদ্বৈতের ঘরে।
ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে।
বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥

পদ ৪৭

শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে ভকত প্রবোধ করে
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে
দুটী হাত জোড় করি বেদয়ে গৌরহরি
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে ॥
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস পরিমু অরুণবাস
শচী বিষ্ণু প্রিয়ারে ছাড়িয়া ।
মনে মোর এই আশ করি নীলাচল বাস
তোমা সবার অনুমতি লৈয়া ॥
নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে
তাহাতে পাইবা তত্ত্ব মোর ।
এত বলি গৌর হরি নমো নারায়ণ স্মরি
অদ্বৈতে ধরিয়া দিল কোর ॥
শচীরে প্রবোধ দিয়া তার পদধুলি লইয়া
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল ।
বাসুদেব ঘোষ লবে গোরা রায় নীলাচলে
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥
অদ্বৈত বিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল ॥
কহেন অদ্বৈতাচার্য্য কেন এত ভ্রম ।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম ॥
নীলাচলে যাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা ।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা ॥
কিরূপেতে হরি নাম হইবে প্রচার ।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার ॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর ।
তব সঙ্গে সদা আমি এ বিশ্বাস কর ॥
প্রভুবাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ
জয় গৌর হরির জয় কহে বাসু ঘোষ ॥

৪র্থ উচ্ছ্বাস—

পদ ১ম

আমার নিমাই গেলরে কেমন করে প্রাণ ।
তুলসীর মালা হাতে যায় নিমাই ভারতীর সাথে,
যারে দেখে তারে নিমাই বিলায় হরিনাম ॥
কান্দে বধু বিষ্ণুপ্রিয়া ধুলায় অঙ্গ আছাড়িয়া
কেমনে দঢ়াবে হিয়া না হেরে বয়ান ।
বাসুদেব ঘোষের বাণী শুন শচী ঠাকুরাণী
জীব নিস্তারিতে সন্ন্যাসী হৈলেন ভগবান্ ॥

পদ ২য়

হেদেরে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই ।
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই ।
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে ।
স্নেহভরে চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥
মুই বৃদ্ধ মাতা তোর মোরে ফেলাইলা ।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলা গলায় গাঁথিয়া ॥
তোর লাগি কাঁদে সব নদীয়ার লোক ।
ঘরেরে চলরে বাছা দূরে থাকু শোক ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ ।
তাসবারে লৈয়া বাছা করহ কীর্ত্তন ॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস ।
এ সব ছাড়িয়া কেন করিলা সন্ন্যাস ॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া ।
পুনঃ যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণে ডাকিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় শুন মোর বাণী ।
পুনরায় নৈস্থা চল গৌর গুণমণি ॥

পদ ১১

আজিকার স্বপনের কথা শুনো লো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে ।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহ পানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে ॥
ঘরেতে শুইয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম ।
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া ।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুনঃ কাঁদে গলাটি ধরিয়া ॥

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে।
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আসিলাম নৈত্থাপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইলাঁ মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি।
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈলঃ।
পুনঃ না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
কি করিব কহগো উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥

পদ ১৭

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি কহিলে পাথারে ভাসাঞা গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস
বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥
পূরুবে নন্দের বালা যবে মধুপুর গেলা।
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজ তত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদমুখ না দেখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে মুখ বিলাস
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার কারণ নিব
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥

পদ ২১

হেদেরে পরাণ নিলজিয়া
এখন না গেলি তনু তেজিয়া
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে
মিছা প্রেম আশ আশে রবে।
সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এজনমের সুখ ফুরাইল
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণী॥

৫ম উচ্ছাস

পদ ২য়

অচৈতন্য শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম ঘরে
গোপীনাম পাশে বসি পদ সেবা করে
সার্ব্বভৌম প্রভুমুখ আছে নিরখিয়া।
ইনি কোন বস্তু কিছু না পায় ভাবিয়া
নরসিংহ রূপ প্রভুর দেখে একবার।
বটুক বামন রূপ দেখে পুনর্ব্বার॥
পুন দেখে মৎস্য কুর্ম্ম বরাহ অবতার
পুন ভৃগুরাম হস্তে ভীষণ কুঠার।
দুর্ব্বাদল শ্যামরূপ দেখয় কখন।
কখন মুরলীধর নীরদবরণ॥
এ সব দেখিয়া তার সন্দেহ ঘুচিল।
ষড়ভুজ রূপে প্রভু উঠি দাঁড়াইল॥
শচীর দুলাল যেই সেই ননী চোর।
অন্তরেতে কালা কানু বাহিরেতে গৌর।
ভূমি পড়ি দণ্ডবৎ করে সার্ব্বভৌম।
বাসু ঘোষ বলে আর কেন মিছা ভ্রম॥

পদ ২৩

শুনিয়া ভকত দুখ বিদারিয়া যায় বুক
চলে গোরা সহচর সাথে।
ত্বরিতে গমন যার নিমিষে যোজন পায়
ভকত মিলন নদীয়াতে॥
গদাধর পড়িয়াছে নরহরি তার কাছে
আর কার মুখে নাহি বাণী॥
দেখিয়া ভকত দশা কহে গদাধর ভাষা
ধরণী লোটাঞা ত্যাসী মুনি॥
হায় কি করিলাম কাজ সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ
মোর বড় হৃদয় পাষাণ।
নাহি যায় নীলাচলে থাকিব ভকত মেলে
ইহা বলি হরল গেয়ান॥
সঙ্গে সহচর ছিল ধাই গৌরাঙ্গ নিল
চলিলেন গদাধর কোরে।
পরশ পাইয়া দুহুঁ কথা কহে লহু লহু
ভাসিলেন আনন্দ পাথারে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ দেখি শীতল হইল আঁখি
পরশেতে হিয়া জুড়াইল।
আর না ছাড়িয়া দিব হিয়বর মাঝারে থোব
বাসু ঘোষের আনন্দ বাড়িল॥

পদ ২৪

সকল ভকত মেলি আনন্দে আইলা চলি
শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুইয়া আছে কেহত নাহিক কাছে
নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহা বড় অদ্ভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বসিয়া ফেরি
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ॥
দেখিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল মন।
বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায় কিছুই না বোঝা যায়
কি ভাব উঠিল আছ মনে॥
কেহ লহু লহু করে মুখানি পাখালী নীরে
কেহ করে বেশ সম্বরণ।
কিছু না জানয়ে মোরা ভাবের মুরতি গোরা
বাসু ঘোষ মলিন বদন॥

বাসুদেব ঘোষ রচিত নিমাই সন্ন্যাসের পদ চৈতন্য-জীবনীকারের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। বাসু ঘোষের পদ হইতে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ সংক্রান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু সুরধুনী নদীর তীরে কাঞ্চননগরের বৃক্ষতলে নাপিত কর্ত্তৃক মস্তক মুণ্ডন করাইয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নদীয়া ত্যাগ করেন এবং শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে কয়েকদিন বাস করেন। সেইখানে শচীমাতা এবং অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহাকে দেখিতে আসেন। অদ্বৈতের গৃহে মাতাকে প্রবোধ দিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করেন।

নীলাচলে পাণ্ডাগণের প্রহারে অচৈতন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে সার্ব্বভৌম বুকে করিয়া গৃহে লইয়া যান। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবতার রূপে দর্শন করেন। নীলাচল হইতে শিষ্যগণ এবং মাতার সহিত সাক্ষাত করিবাবার জন্য পুনর্ব্বার নদীয়ায় আসেন। বাসুদেব ঘোষ এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

# গোবিন্দ ঘোষ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে গোবিন্দনামধারী পাঁচজন বৈষ্ণবের উল্লেখ পাওয়া যায়—১। গোবিন্দ কবিরাজ, ২। গোবিন্দ গোসাঞি, ৩। গোবিন্দানন্দ ৪। গোবিন্দ দত্ত ৫। গোবিন্দ ঘোষ। ইহাদিগের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা এবং গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক পদ রচয়িতা। ইনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি দশম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনায় গোবিন্দঘোষের নাম পাওয়া যায়।

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিনভাই। যাঁ সবার কীর্ত্তনে ও নাচে

গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য একাদশে আছে—

গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ,

তিনভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—ত্রয়োদশ খণ্ডে আছে—

গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল এক সম্প্রদায়।

হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাঁহা গায়॥

মাধব, বাসুদেব আর দুই সহোদর।

নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপরোল্লিখিত উল্লেখ সকল হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ তিন ভ্রাতা ছিলেন। এবং গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্য লীলার প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তা ছিলেন।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে গোবিন্দ ঘোষ ভণিতায় ৬টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের অনুমান গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার পদ রচনায় কোথাও দাস উপাধি ব্যবহার করেন নাই। তাহার কারণ তিনি দিয়াছেন—

পদকর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষের ছয়টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি এই পদগুলিতে তাহার নামের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ উপাধি উল্লেখ করায়ই তাহার এই পদগুলি চিনিতে অসুবিধা ঘটে নাই। তিনি যদি ঘোষের পরিবর্ত্তে দাস উপাধি দিয়া পদ রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পদ গোবিন্দ দাস ভণিতার পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, উহা তখন চিনিয়া বাহির করা সহজ নহে। তবে কথা এই যে মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের গোবিন্দ দাস ভণিতাযুক্ত প্রায় সকল পদেই ভাষা ও ভাবের এমন একটা নিজস্ব ছাপ আছে যে উহার সহিত অন্যের পদ মিশিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় তাহার অনুমানের আর একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে গোবিন্দ ঘোষের অপর দুই ভ্রাতাও তাঁহাদের পদরচনায় সর্ব্বদা ঘোষ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

জগবন্ধু বাবুর মতে গোবিন্দ ঘোষের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ড ৮ম অধ্যায় অনুসারে গোবিন্দানন্দ। এই অনুমানের যুক্তি স্বরূপ তিনি বাসুদেবানন্দ ভণিতা যুক্ত নিমাই সন্ন্যাসের একটী পদের উল্লেখ করিয়াছেন—

সন্ন্যাসী হইয়া গেল পুন যদি বাহুরিল

*   *   *

*   *   *

বাসুদেবানন্দে কয় মো সম পামর নাই

তবু হিয়া বিদরে আমার ইত্যাদি

গৌরপদ তরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছাস পদ ২৩

এই অনুমানের আর একটি যুক্তি স্বরূপ তিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে মাধব ঘোষকে বৃন্দাবন দাস গায়ক মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয় বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

জগবন্ধু বাবুর অনুমান অনুসারে উপরোক্ত তিন ভ্রাতার নাম যথাক্রমে বাসুদেবানন্দ, মাধবানন্দ গোবিন্দানন্দ। কিন্তু এই ভ্রাতার মধ্যে গোবিন্দ এবং মাধব কেহই গোবিন্দানন্দ ও মাধবানন্দ ভণিতায় পদ লেখেন নাই এবং নিমাই সন্ন্যাসের ঐ একটী পদ ব্যতীত কোথাও বাসুদেবানন্দ ভণিতা পাওয়া যায় না। বাসুদেব ঘোষের নাম যদি বাসুদেবানন্দ হইত, তবে তাঁহার ১৩৭টী পদের মধ্যে আর কোনও পদে তিনি ঐ নাম ব্যবহার করিলেন না ইহার যুক্তি সঙ্গত কি কারণ থাকিতে পারে, বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে কেবল মাত্র মাধব ঘোষকেই মাধবানন্দ লিখিয়াছেন, এমন নহে, মুকুন্দ দত্তকে মুকুন্দানন্দ এবং রাঘব পণ্ডিতকে রাঘবানন্দও লিখিয়াছেন।

মহাপ্রভুর গোবিন্দ নামধারী ছয় জন শিষ্যের মধ্যে গোবিন্দ দত্ত এবং গোবিন্দানন্দের নামের একত্র উল্লেখ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে যেখানে আছে চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দ বিহ্বল—ঠিক তাহার পরেই আছে, চলিলা গোবিন্দদত্ত মহাহর্ষ মনে, কাজেই এই গোবিন্দানন্দই যে গোবিন্দ ঘোষ তাহা মনে করিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই।

গোবিন্দ ঘোষ যে সর্ব্বত্রই গোবিন্দ ঘোষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহার কতকগুলি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে আছে প্রতাপরুদ্র ভক্তদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলে গোপীনাথ আচার্য্য সকলের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ, তিনভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ।

রথযাত্রার দিনে মহাপ্রভু তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া সাতটী কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করেন। সে সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে,—

গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল এক সম্প্রদায়—হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাঁহা গায়।

মাধব, বাসুদেব আর দুই সহোদর—নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর।

মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দকে নাম প্রচারের জন্য গৌড়দেশে পাঠাইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ গিয়াছিলেন, গোবিন্দ ঘোষ যান নাই।

চৈতন্যচরিতামৃতের আদিকাণ্ডের দশম অধ্যায়ে আছে—

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।

তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা॥

শ্রীরামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।

প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥

বৈষ্ণবাচার-দর্পণ গ্রন্থে গোবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে—

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বলি যাহার খেয়াতি।

দেবকী নন্দন—তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দো সাবধানে।
যার নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥

সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে দ্বিজ হরিদাস লিখিয়াছেন।

বন্দো বাসুঘোষ সদাই সন্তোষ, গোবিন্দ যাঁহার ভাই।
যাঁহার অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে নাচে গৌরাঙ্গ নিতাই॥

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী গ্রন্থে—গোবিন্দ ঘোষের পরিচয় সম্বন্ধে মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

কাটোয়ার পাঁচ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অজয় নদীর তীরে কুলাই গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় বংশে গোবিন্দ ঘোষের জন্ম হয়। ইহার পিতা বল্লভ ঘোষ পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দির সন্নিকট বসোড়া গ্রামে বাস করিতেন। পরে তিনি কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন এবং তথা হইতে তিনভ্রাতা গোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব নবদ্বীপে আসিয়া বসতি করেন। তিন ভ্রাতাই পরম গৌরাঙ্গ ভক্ত, সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতকার ছিলেন এবং গৌরাঙ্গ গঠিত সংকীর্তন দলের মূল গায়ক ছিলেন।

গোবিন্দ ঘোষের পদগুলি সকলই গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় রচিত। গোবিন্দ ঘোষের পদাবলীতে মহাপ্রভুর জীবনের যে কয়েকটী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, গোবিন্দঘোষ সে সে সকল নিজে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে গোবিন্দ ঘোষের নামাঙ্কিত ৭টী এবং শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে ৬টী পদ ধৃত হইয়াছে। এই সকল পদের মধ্যে পদকল্পতরু ১০২৯ সংখ্যক পদ গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত হয় নাই এবং গৌরপদতরঙ্গিনীর ৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস এর ২য় সংখ্যক পদ ও ৪র্থ তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাসের ৯ম সংখ্যক পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী এবং শ্রীশ্রীপদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত গোবিন্দঘোষ নামাঙ্কিত ৮টী পদ নিম্নে উদ্ধৃত এবং সমালোচিত হইল।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—২য় তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস—

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ১৫৯৭ —

পদ ৩২

গোরা গেলা পূর্ব্ব দেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলাপয়ে কত পরকার।
কাঁদে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুনঃ সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ
এখন পরাণ যদি রহে॥
শচীর করুণা শুনি কাঁদয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করে তায়।
নদীয়া নাগরীগণ কাঁদে তারা অনুক্ষণ
বসন ভূষণ নাহি ভায়॥
সুরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে
কতদিনে হবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ॥

উপরোল্লিখিত পদটী গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদের পদ।

৫

গোবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে গল্প আছে পূর্ব্বদিনে ভিক্ষালব্ধ মুখশুদ্ধি পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গমন করিবার সময় গোবিন্দ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। ইহাতে গোবিন্দ ঘোষ অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না এই পদটিতে তাহাই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৩য় তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ১৭ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২১৪৬

কময়াকষিল মুখোশোভা। হেরইতে জগমনলোভা॥ ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে। গুন গুন শব্দ রসালে॥
বিনিহাসি গোরা মুখ হাস। পরিধান পীত পটবাস॥ গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে। গোরা না দেখিলে বিষলাগে॥
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়া। নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া॥

উপরোল্লিখিত পদটী শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা।

কিন্তু শেষ পঙ্ক্তিতে গোবিন্দ ঘোষ গৌরাঙ্গের সহিত বিচ্ছেদে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

স্নান করি শ্রীগৌরাঙ্গ বসিলেন দিব্যাসনে
ডাইনে বামে নিতাই গদাই।
অদ্বৈত সম্মুখে বসি মিষ্টান্ন পায়স করে
শ্রীবাস যোগায় ধাইধাই॥
আহা মরি মরি কিবা অভিষেকানন্দ।
নিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিল গোরা
আনন্দে নেহারে ভক্তবৃন্দ॥
ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন
অদ্বৈত তাম্বুল দিল মুখে।
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে॥
সচন্দন তুলসী পত্র গোরার চরণে দিয়া
আচার্য্য কৃষ্ণায় নমঃ বলে।
কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরি ধ্বনি ঘন ঘন
কহিতে লাগিল কুতূহলে॥

বলা বাহুল্য উপরোল্লিখিত পদটী শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক বর্ণনা। পদটীর বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যে যে খুঁটিনাটি বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে উহা প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা। ইহার সহিত বাসু ঘোষের একটী পদ তুলনা করা যাইতে পারে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস।

পদ ১১

গোরা অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ॥
ধাওয়াধাই করি আসি নাচি কুতূহলে।
দুবাহু তুলিয়া জয় গোরাচাঁদ বলে॥
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে নাচে তারাগণ।
ব্রহ্মা নাচে বায়ু নাচে সহস্রলোচন॥
অরুণ বরুণ নাচে সব সুরগণ।
পাতালে বাসুকী নাচে নাচে নাগগণ॥
স্বর্গ নাচে মর্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল।
পরম আনন্দে নাচে দশ দিক পাল॥
আনন্দে ভকতগণ করে হুহুঙ্কার।
এ বাসু ঘোষের মনে আনন্দ অপার॥

উপরোল্লিখিত পদটীতেও বাসু ঘোষ গৌরাঙ্গদেবের অভিষেক বর্ণনাই করিয়াছেন কিন্তু বর্ণনার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার রূপটাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে।

"চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে নাচে তারাগণ
ব্রহ্মা নাচে, বাসু নাচে সহস্রলোচন"। ইত্যাদি

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক একটী অবাস্তব এবং অতিপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, গোবিন্দ ঘোষের অভিষেক বর্ণনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গোবিন্দ ঘোষের পদে অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করিতেন, এ ভাবের ইঙ্গিত আছে।

কেননা—

সচন্দন তুলসী পত্র গোরার চরণে দিয়া
আচার্য্য কৃষ্ণায় নমঃ বলে।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেকের যে সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা গোবিন্দ ঘোষ দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা হিসাবে পদের মূল্য অত্যন্ত বেশী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

গোবিন্দ ঘোষের পদ হইতে জানা যায়—শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেকের সময় কোন্ কোন্ ভক্ত শিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে যে শিষ্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কে প্রধান ছিলেন।

অভিষেকের সময় কি কি হইয়াছিল এবং গোবিন্দ ঘোষ উপস্থিত থাকিয়া অভিষেক দর্শন করিয়াছিলেন ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস।
শ্রীশ্রীপদকল্পতরু পদ সংখ্যা ১৬০৬

পদ ১

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শুনিনু আচম্বিত
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।
ইহাত না জানি মোরা সকালে মিলিনু গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝোরে নয়ন ঝুরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হইয়াছে মুখ শশী॥
দেখিয়া তখন প্রাণ সদা করে আনচান
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হৈল তবে মুই নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর॥
আমি ত বিবশ হঞা তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এইত কহিনু আমি যে কহিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
গদাধরের বদন হেরিয়া।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুই যাইব মরিয়া॥

এই পদটীতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের সম্বন্ধে গোবিন্দ ঘোষের ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই ধরণের আর একটী পদ—

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

প্রাণের মুকুন্দ হে তোমরা কি সুধাও আমায়।
সে দুঃখ মরমে পাই করিবার নাহি ঠাঁই
ইহা কহি কাঁদে গোরারায়॥
দেখিয়া জীবের দুখ ছাড়িনু গোলকের সুখ
লভিলাম মনুষ্যজনম।
পাইলাম কষ্ট যত তোমরা পাইলা তত
হইল সব পণ্ড পরিশ্রম॥
পণ্ডিত পড়ুয়া যারা আমারে না মানে তারা
মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি হই বুদ্ধি হারা কিরূপে তরিবে তারা
দূর হবে নরকের ভয়॥
অনেক চিন্তার পর দঢ়াইনু এ অন্তর
আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস।
মস্তক মুণ্ডন করি এ ডোর কৌপীন পরি
অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস॥
তবে ত পাষণ্ডী সব শুনি হরি হরি রব
নামে প্রেমে হইবে পাগল।
সবে যাবে নিত্যধাম পূর্ণ হবে মনস্কাম
অবতার হইবে সফল॥
প্রভু সবে হেন কৈল মুকুন্দ মূর্চ্ছিত হৈল
কতক্ষণে সম্বিত পাইলা।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় এ তব উচিত নয়
সাঙ্গ করা নদীয়ার লীলা॥

এই পদটী শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না।

পদটীর বিষয়বস্তু শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের সম্বন্ধে। তবে ইহার মধ্যে গৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ অবতার ভাবের উল্লেখ আছে।

দেখিয়া জীবের দুখ ছাড়িনু গোলকের সুখ
লভিলাম মনুষ্য জনম।

পদটীর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প বর্ণনায় তাঁহার চরিত্রের আসল রূপটী উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পতিত পাবন শ্রীচৈতন্য যে মানুষের দুঃখে অভিভূত হইয়া হরি হরিনামের মহিমায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পতিতের উদ্ধার সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই ভাবটী এই পদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্যে চৈতন্য সন্ন্যাসে নদীয়ার ভক্তগণের মর্ম্মন্তুদ বেদনাও রূপ পাইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস—

পদ ৩

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু পদ সংখ্যা—১৬২২

হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরা চাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজকোরে।
কে যাচিয়া দেবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া॥

এই পদটীতে চৈতন্যের সন্নাস গ্রহণে ভক্তদিগের কাতরতা যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ যে নদীয়াবাসীর প্রাণের অধিক প্রিয় ছিলেন এবং দীনদুঃখী পাপীতাপী সকলের উদ্ধারকর্ত্তা এবং সকলের শান্তি ও আশ্রয়স্থল ছিলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ১৫ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২১২৮

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে যে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতোরাল।
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর হরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল॥
রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ॥
রাধাভাবে বিভোরা চরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশখা বলি পহুঁ জান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হরল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল লবলেশে
ধিক রহু এ ছার জীবন॥

এই পদটীতে গোরার অবতাররূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে গোবিন্দ ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতাররূপে চিত্রিত না করিয়া তাঁহার নিজের মুখ দিয়াই যেন অতীত স্মৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণই যেন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—পদ সংখ্যা ১০২৯।

গোরাচাঁদ কিবা তোমার বদন মণ্ডল।
কনক কমল কিয়ে শরদ পূর্ণিমা শশী
নিশিদিশি করে ঝলমল॥
তোমার চরণ খানি জনু হরিতাল যিনি
কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়া।
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবান সোণা
মনমথ মন মোহনিয়া॥
খগপতি জিনি নাসা অমিয়া মধুর ভাষা
তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণ নয়ানবাণ ভুরু ধনু সন্ধান
কটাক্ষে হানয়ে নারী মনে॥
আজানু লম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ
অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেম রম্ভা জিনি উরু
চরণে নুপুর বঙ্করাজে॥
জিনি ময়মত্ত হাতী হংসরাজ জিনি গতি
দেখিয়ে এ হেন রূপ রাশি।
কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি॥

এই পদটী শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হয় নাই, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা। এই রূপবর্ণনার মধ্যে একটু বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপেরও ইঙ্গিত মিলে।

"আজানু লম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ
অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরম্ভা জিনি উরু
চরণে নূপুর বঙ্করাজে॥"

ইত্যাদি শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের রূপের বর্ণনা হইলেও চরণে নূপুর বঙ্করাজে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়, ঐ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই॥

# মাধব ঘোষ

বৈষ্ণব সাহিত্যে মাধা, মাধব ঘোষ ও মাধো নামধারী তিনজন পদকর্ত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মাধব ঘোষ বাসুদেব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা ছিলেন।

মাধব ঘোষ সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে আছে :—

"সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাঁহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে :—

"শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়া গণে
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥"

বৈষ্ণব বন্দনায় আছে :—

"বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতি স্থান।
প্রভু যাঁর করিলা অভঙ্গ স্বর দান॥"

কেবলমাত্র মাধব নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কিছু মাধবঘোষের রচিত কিনা বলা অত্যন্ত কঠিন। মাধবঘোষ নামাঙ্কিত ৪টী পদ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী এবং ৭টী পদ শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে।

এই সকল পদের মধ্যে শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীর ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাসের ৩২, ৩৩ এবং ৩৪ সংখ্যক পদ ও শ্রীশ্রী পদকল্পতরুর ২২৭৬, ২২৭৭ এবং ২২৭৮ পদ এক।

এবং শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীর ৩য় তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাসের ১২৩ সংখ্যক পদ ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ২২৮৯ সংখ্যক পদ এক। এই চারিটী পদ শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে ধৃত আরও তিনটী পদ—পদ সংখ্যা ৬৬০, ১৫৩ এবং ১৯২৮—শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে পাওয়া যায় না এবং এই তিনটী পদ ব্রজলীলা বিষয়ক, গৌরলীলা বিষয়ক নহে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস।

পদ ৩২ পদকল্পতরু ২২৭৬

তছু দুখে দুখী এক প্রিয় সখী
গৌর বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়া
যেমনি বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে সুরধুনী তীরে
যেখানে বসিতা পহুঁ।
তথায় যাইয়া গদ গদ হৈয়া
কি কহয়ে লহু লহু॥

সে সব প্রলাপ বচন শুনিতে
পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল পুরে যৈছন গৌড়ে
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কাঁদিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া ব্যেয়াকুল
শুনিতে মরম ব্যেথা॥

পদটীতে গৌরাঙ্গবিচ্ছেদ-কাতর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখে অভিভূত কোনও প্রিয় সখীর মনোবেদনা ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদকাতরা রাধিকার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যেমন রাধিকার প্রিয় সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই বেদনার সংবাদ বিবৃত করিতে ছুটিয়া যাইতেন, এইখানে সেইরূপ কোনও সখী গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে অতিশয় কাতর বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার সংবাদ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে বিবৃত করিতেছেন। এইরূপ ঘটনা সত্যই ঘটিয়াছিল কিনা বলা শক্ত। মনে হয় ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণবিরহের অধ্যায় রাধিকার দশার অনুরূপ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা বর্ণনার মানসে কবি এই পদটী রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার কারণ দুইটী। প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ অবতার ভাবের ইঙ্গিত, দ্বিতীয়ত বিরহিণী শ্রীরাধিকার মর্ম্মযন্ত্রণা প্রিয়বিচ্ছেদে মর্ম্মাহত যে কোনও রমণীর হৃদয়বেদনার শেষ কথা।

পদ ৩৩ পদকল্পতরু ২২১৭

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন
তূল ধরি নাসার উপরে।
তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণী।
নদীয়া নিবাসী যত তারা ভেল মুরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা দেহ তার প্রাণ ছাড়া
তার প্রতি নাহি তোর দয়া
নদীয়ার সঙ্গীগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলে তার মায়া॥
যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ বেহে রসিকবর চলহে নদীয়া পুর
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥

পদ ৩৪ পদকল্পতরু ২২১৮

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া।
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত॥
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মুরছিত॥
হেন নদীয়াপুর সে সব মজিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে মাধবঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেকে বিলম্ব আমি আগে যাই মরি॥

উপরোল্লিখিত পদ দুইটীতে মাধবঘোষ শ্রীমতীর বিরহোন্মাদের অনুকরণে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহদশা বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটী অতিশয় করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতরতার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মাধবঘোষ আপন হৃদয়বেদনাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

"কহয়ে মাধবঘোষ শুন গৌরহরি
তিলেক বিলম্ব আমি আগে যাই মরি।"

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৬৬০

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন
দুহুঁ দুহুঁা বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি॥
মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোয়।
তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আয়ব
অব দরশন নাহি মোর॥
কাতরে নয়নে নেহারিতে দুহুঁ দুহুঁা
উথলল প্রেম তরঙ্গ।
মুরুছল রাই মুরুছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥
ললিতা সুমুখি সুমুখি করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর।
সহচরি কানু কানু করি ফুকরত
চরকত লোচন লোর॥
কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ অবহু নাহি সকুমল
উদভট মুগধ চরীত।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু পদ ১৫৩৯

গিরিষ সময় গৃহ মাহ।
যশোমতি হরিষ বাড়াহ॥
কহি সব গোকুল লোকে।
নিজ সুতে করু অভিষেক॥
গিরিষ তপন ভয় লাগি।
বসাই কুসুম পরাগি॥
সুশীতল বারি মধুর।
কলস কলস ভরি পূর॥
মলয়জ কপুর মিশাই।
হিমকর শীকর লাই॥
রতন বেদি নিরমাণ।
তাহি আনাওল কান॥
বাসিত তৈল লাগাই।
দাস দাসিগণে আই॥
শিরপর ঢালব বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারি॥

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু পদ ১৯২৮

শকতী খীন অতি উঠই না পারই
কাতয়ে সখীমুখ চাই।
পরশি ললাট করহি মুখ ঝাঁপল
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই॥
মাধব করুণাকি লব তোহে নাই।
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই॥
রাই উপেখি ধরণী পর লুঠই
কত কত সারঙ্গ নয়নী।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত
জিবইতে সংশয় জানি॥
এতদিনে নবমী দশা পরি পূরল
শ্বাস বহই উধ মন্দ।
মাধব ঘোষ কালিদহে পৈঠব
বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত॥

উপরোল্লিখিত তিনটা পদই মাধব ঘোষ নামাঙ্কিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে এই তিনটীর একটী পদও ধৃত হয় নাই। তাহার কারণ এইগুলির কোনওটাই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক পদ নহে, সবগুলিই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বিষয়ক। এইগুলির মধ্যে ৬৬০ সংখ্যক পদে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন এবং মিলনের পরে বিচ্ছেদের ক্লেশ বর্ণিত হইয়াছে, ১৫৩৯ সংখ্যক পদে যশোমতি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। ১৯২৮ সংখ্যক পদ শ্রীরাধিকার বিরহোন্মাদ।

## রামানন্দ বসু

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে রামানন্দ ভণিতায় বারোটী, রামানন্দ বসু ভণিতায় চারিটী এবং রামানন্দ দাস ভণিতায় দুইটী পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের পারিষদ হিসাবে রামানন্দ নামধারী দুইজন বৈষ্ণব প্রসিদ্ধি লাভ করেন,—রামানন্দ রায় এবং রামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু এবং রামানন্দ রায় ভণিতার পদগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া লইলে বাকি রামানন্দ ভণিতার ১২টী এবং রামানন্দ দাস ভণিতার দুইটী পদের মধ্যে কোন্‌গুলি কোন্ রামানন্দের রচনা তাহা লইয়া সংশয় জন্মে। এই বিষয়ে পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখ-যোগ্য। পদকল্পতরুতে রামানন্দ ভণিতার এগারোটী ও রামানন্দ বসু ভণিতার সাতটী পদ ধৃত হইয়াছে। সতীশবাবুর মতে রামানন্দ যদিও রামানন্দ বসু ও রামানন্দ রায় উভয়েই হইতে পারেন, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে রামানন্দ, রামানন্দ দাস এবং দীনহীন রামানন্দ ভণিতার পদগুলি তিনি ( সতীশবাবু ) রামানন্দ বসুর রচনা বলিয়া মনে করেন।

প্রথমতঃ রামানন্দ রায় ভণিতার পদগুলির মধ্যে একটী মাত্র পদ (সংখ্যা ৫৭৯) "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল"—ইত্যাদি ব্রজবুলিতে রচিত, বাকি সমস্তই সংস্কৃত। এবং এই সকল সংস্কৃত পদ ও ৫৭৯ সংখ্যক পদেও রামানন্দ রায় ভণিতায় রায় উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও দাস বা দীনহীন রামানন্দ নাম ব্যবহার করেন নাই।

কেবলমাত্র রামানন্দ বা রামানন্দ দাস বা দীনহীন রামানন্দ ভণিতায় যে পদগুলি পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সংস্কৃত পদ নাই, প্রায় সবই বাঙ্গালা পদ, কিছু ব্রজবুলিতে রচিত। কাজেই বলা যাইতে পারে রামানন্দ রায় ভণিতায় যে কয়টী পদ পাওয়া গিয়াছে তাহার সবগুলিই যখন সংস্কৃতে এবং কেবল মাত্র একটী পদ ব্রজবুলিতে রচিত, সেখানে রামানন্দ ভণিতার বাঙ্গালা পদ ও ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি রামানন্দ রায়ের রচিত বলিয়া মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই।

দ্বিতীয়তঃ আলোচনা করিলে স্পষ্ট হইবে যে রামানন্দ ও রামানন্দ দাস ভণিতার পদগুলির রচনার সহিত রামানন্দ বসু ভণিতায় রচিত পদগুলির রচনার সাদৃশ্য আছে।

তৃতীয়তঃ রামানন্দ ভণিতার ৩০৫৭ সংখ্যক পদে আছে :—

"হরি হরি ঐছে ভাগ্য কি হোয়ব আমার।
সহচর সঙ্গে রঙ্গে পহুঁ গৌরব
হেরব নদীয়া বিহার।"

উপরোক্ত পংক্তি কয়েকটী হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে যে পদ-রচয়িতা রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া বিহারের প্রত্যাশী। রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের নীলাচল সহচর ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক মত। তিনি চৈতন্যদেবের নদীয়া বিহার প্রত্যক্ষ করেন নাই।

উপরোক্ত তিনটী যুক্তিসঙ্গত কারণের জন্য রামানন্দ ভণিতার রামানন্দ দাস ভণিতার এবং দীনহীন রামানন্দ ভণিতার পদগুলি সবই রামানন্দ বসুর রচিত বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইল। রামানন্দ বসুর জন্ম-মৃত্যুর কাল জানা যায় নাই তবে চৈতন্যচরিতামৃতের শাখা বর্ণনায় আছে :—

কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবে শ্রীচৈতন্য ভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন ॥

বর্দ্ধমান জেলার মেমারী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কুলীন গ্রামের শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা প্রসিদ্ধ মালাধর বসু ওরফে গুণরাজ খান্ এর পুত্র সত্যরাজ খানের ঔরসে রামানন্দ বসুর জন্ম হয়।

রামানন্দ বসু চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে খুব ছোট ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তাহার কারণ রামানন্দ বসুর পিতামহ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ মহাপ্রভুর অন্যতম প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস ব্যতীত মালাধর বসুর পূর্বে আর কেহ বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই গ্রন্থে ভাগবতের দশম, একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

কুলীনগ্রাম নিবাসী মহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥

আর এক জায়গায় আছে প্রভু বলিতেছেন:—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহে এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥

রামনন্দ বসুর পদগুলি কবিত্বগুণে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবার যোগ্য।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ১৭ পদকল্পতরু ২০৮২

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথনি।
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেয় পাক উর্দ্ধবাহু করি।
পতিত জনারে পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায়।

এই পদটীতে রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর কীর্ত্তননৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন। কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তন সম্প্রদায় ছিল, এবং এই সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনীয়াদিগের মধ্যে রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খান অন্যতম ছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তন ও কীর্ত্তননৃত্য রামানন্দ বসু বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁহার বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে এই পদটী দুইবার ধৃত হইয়াছে; একবার ৪র্থ তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস ১৭ সংখ্যায়, আর একবার ৪র্থ তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস ৭৪ সংখ্যায়।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৫ম উচ্ছ্বাস

পদ ২০ পদকল্পতরু পদ ১৯২৪

আরে মোর গৌর কিশোর।
সহচর কন্ধে পহুঁ ভুজযুগো আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তক্ষক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোওয়ে হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥

এই পদে রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর ভাবাবেশ বর্ণনা করিয়াছেন। কীর্ত্তম করিতে করিতে মহাপ্রভুর এমন ভাবাবেশ প্রায়ই ঘটিত। রামানন্দ বসুর এই পদটী হইতে সেই ভাবাবেশের যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়।

পদ ৪৯ পদকল্পতরু ২২৪৮

দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা।
লাখে লাখে গোপী নিমিষে ভুলাইয়া
কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা॥
পীতবসন ছাড়ি, ডোর কৌপীন পরি, বাকুয়া করিল দণ্ড॥
কালিন্দীর তীরে সুখ-পরিহরি সিন্ধুতীরে পরচণ্ড॥
রাম অবতার ধনুক ধরিয়া গোকুলে পূরিলা বাঁশী॥
এবে জীব লাগি করুণা করিয়া দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী
ধরি নবদণ্ড লইয়া করঙ্গ, সিন্ধু তীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয়, সন্ন্যাসীর বেশ নয়, পাষণ্ড দমন বীর বানা॥

ইহাতে রামানন্দ বসু যে শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং জীবের উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাম-অবতার ইত্যাদির ন্যায় শ্রীচৈতন্য-অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তত্ত্ব স্বীকার করিতেন, এই পদটীতে সেই বিশ্বাসের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ১ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ৩৭ ( এই পদটী পদকল্পতরুতে নাই )

কীর্ত্তন রসময় আগম অগোচর
কেবল আনন্দ কন্দ
অখিল লোক গতি ভকত প্রাণ পতি
জয়গৌর নিত্যানন্দ'চন্দ॥
হের পতিতগণ করুণাবলোকন
জগ ভরি করল অপার।
ভবভয় ভঞ্জন দুরিত নিবারণ
ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার॥
হরি সংকীর্ত্তনে মজিল জগজন
সুর নর নাগ পশু পাখী
সকল বেদ সার প্রেম সুধাধার
দেয়ল কাহু না উপেখি
ত্রিভুবন মঙ্গল নাম প্রেমবলে
দূর গেল কলি আঁধিয়ার।
শমন ভবন পথ সবে এক রোধল
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার॥

এই পদটীতে রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের অবতার ভাবের ইঙ্গিতও দিয়াছেন, কীর্ত্তনরত মূর্ত্তিখানিও চিত্রিত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৩য় তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ৪১ পদকল্পতরু ২১৬৩

দেখত বেকত গৌর অদ্ভুত উজোর সুরধুনী তীর।
জম্বুনদ তনু, বসন জিনিয়া ভানু, সুন্দর সুঘড় সুধীর॥
ব্রজলীলাগুণ সোঙরি সাঙরি ঘন, রহইনা পারই থির।
পুলকে পূরল তনু, ফুটল কদম্বজনু, ঝর ঝর নয়নক নীর॥
অবিরত ভকত, গানরসে উনমত কম্বুকণ্ঠ ঘন দোল।
পুলকে পূরল জীব, শুনি পুন নাচত সঘনে বোলয়ে হরিবোল॥
দেবদেব অধিদেব জনবল্লভ পতিত পাবন অবতার।
কলিযুগ কাল ব্যাল ভয়ে কাতর রামানন্দে কর পার॥

এই পদটীতে অবতার ভাবের ইঙ্গিতের সহিত রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
এই পদটী শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে দুইবার ধৃত হইয়াছে; ৩য় তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস সংখ্যা ৪১ এবং সংখ্যা ৭৭

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৪র্থ তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ৪ পদকল্পতরু ২০৬০

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম পয়োধি অবধি নাহি পাওত
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া॥
সোঙরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘনঘন
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজমন মরম ভরম নাহি রাখত
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশিয়া॥
মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গরজন
চঞ্চল পদনখ শশিয়া
কটিতটে অরুণ বরণ বর অম্বর
খেণে খেণে উড়ত পড়ত খসি খসিয়া॥
পুলকাঞ্চিত সব গৌর কলেবর
কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাসিয়া।
ধরণী উপরে খেনে লুঠত উঠত বৈঠত
দীন রামানন্দ ভয়নাশিয়া॥

এই পদটিতে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন-নৃত্য বর্ণনায় সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবাবেশের বর্ণনাও করিয়াছেন:

সোঙরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘনঘন
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজমন মরম ভরম নহি
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশিয়া॥

পদ ২৫ (পদটী পদকল্পতরুতে নাই)

আরে মোর নাচত গৌর কিশোর।
হিরণ কিরণ জিনি ও তনু সুন্দর
দশ দিশ করণ উজোর॥
শারদ চাঁদ জিনি ঝলমল বদনহি
রোচন তিলক সুভাল।
কুঞ্চিক চারত চিকুর তহি লোলত
কমলে কিয়ে অলিজাল॥
নাসা তিলফুল বিম্ব অধর তল
চূয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
করুণ অরুণ সর সিজ জিনি লোচন
ধারা বহে অবিরাম॥
গাঁথিয়া আপন গুণ পরকাশি কীর্ত্তন
গাওত সহচর বৃন্দে।
খোল করতাল যতন করি সিরজিল
পাষণ্ড দলন অনুবন্ধে॥
অবনীতে অদভুত প্রভু শচীনন্দন
পতিত পাবন অবতার।
দীনহীন মূঢ়মতি রামানন্দ দাস অতি
পহুঁ মোরে কর ভব পার॥

এই পদটীতে রামানন্দ বসু দাস-ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। পদটীর মধ্যে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-নৃত্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহার রূপচ্ছটাও বর্ণিত হইয়াছে।

পদ ৪২ পদকল্পতরু ২২৫৭

ভাল ভালরে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলিকলমস হরে
পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া॥
করতল মৃদঙ্গ রায় সভে উচ্চস্বরে গায়
মুরারি মুকুন্দ দাস সঙ্গে।
পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায়
প্রেমসিন্ধু উছলে তরঙ্গে॥
পুছে পহুঁ গৌরহরি কহ কহ নরহরি
বামে গদাধর পানে চায়।
প্রিয় গদাধর ধন্য প্রাণ যার শ্রীচৈতন্য
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায়॥
স্বরূপ রূপ কাছে আসি কহে দেহ মোহন বাঁশী
ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বচন অমিয়া রাশি ক্ষণে লহু লহু হাসি
হরি বলে দুবাহু তুলিয়া॥
জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মৃদঙ্গ ধ্বনি
অদ্বৈতের বাঢ়ল আনন্দ।
কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি
হেরি হরষিত রামানন্দ॥

এই পদটীতে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন-নৃত্য বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-অবতার ভাবও বর্ণিত হইয়াছে:

"স্বরূপরূপ কাছে আসি কহে দেহ মোহন বাঁশী
ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া।"

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস
পদ ১৮ পদকল্পতরু ২৬৫১

সুরধুনীতীরে আজু গৌর কিশোর
ঝুলন রঙ্গ রসে পহুঁ ভেল ভোর ॥
বিবিধ কুসুম সভে রচই হিল্লোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর ॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ ॥
মুকুন্দ মাধববাসু হরিদাস মেলি।
গাওত পুরুব রভসরস কেলি ॥
নদীয়া নগরে কহ ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ ॥

এই পদটীতে শ্রীচৈতন্যদেবের ঝুলনলীলা বর্ণিত হইয়াছে :

তবে মুকুন্দ মাধববাসু হরিদাস মেলি
গাওত পুরুব রভসরস কেলি ॥

এই পংক্তিটীতে প্রত্যক্ষদর্শিতার স্পষ্ট ছাপ থাকা সত্ত্বেও ইহাতে মহাপ্রভুর অবতার-ভাবেরও ইঙ্গিত আছে।

পদ ৪০ পদকল্পতরু ১৪১৭

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়।
সুরধুনী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈঞা
সহচর মেলিয়া খেলায় ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবুডুবু করে না বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী ॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরি বোল
দুকূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥
জগজন চিতোচোর গৌর সুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এ যেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুই এক ॥

এই পদটীতে শ্রীচৈতন্যের নাবিকরূপ বর্ণিত হইয়াছে; বর্ণনাটীতে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস লীলার রূপটাই প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে—

"প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবুডুবু করে না বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী ॥"

অথবা

"ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥"

ইত্যাদিতে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-অবতার ভাবের প্রচার করা হইয়াছে

পদ ৪৫ পদকল্পতরু ১২৭৭

ত্রাং দৃমিকি ত্রিমি, মাদল বাজত কতহ তাল সুতালুয়া।
অখিল ভুবমক নাচ মাচত, শ্রীবাস আদি সবে গানুয়া॥
জানু লম্বিত, বাহুযুগল, কলিত কলধৌত ধানুয়া।
অরুণ অমবরে, ভুবম ডগমগি যৈছে পাতর ভানুয়া॥
ক্ষণহি কম্পিত ক্ষণহি পুলকিত ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উচ করি, বলই হরি হরি, পূরুব প্রেম পালনা॥
চাঁদ অবধূত, ঠাকুর অদ্বৈত, সঙ্গে সহচর মিলিয়া।
কহে রামানন্দ কুলিশ সরসয়ে, দারু দরবিত কেলিয়া॥

এই পদটীতে শ্রীচৈতন্যের সহচরবৃন্দের সহিত কীর্ত্তন ও নৃত্যের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং যে ভাবে ইহাতে কীর্ত্তনকালীন ভাবাবেশের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহাকে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার প্রমাণ হিসাবে নিঃসন্দেহে স্বীকার করা চলে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস

পদ ২৬ পদকল্পতরু ১৭১১

পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিনু কতদিন ধরিব জীবম॥
অবহু বসন্ত বলহু সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পীরিতি করল পহুঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ পরে কাউকি ভোর॥
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥

এই পদটীতে রামানন্দ বসু শ্রীরাধিকার বিরহ বিলাপের অনুরূপ করিয়া গৌরাঙ্গ বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে উক্ত ভক্ত রামানন্দের নিজের হৃদয়বেদনা ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ পঞ্চম উচ্ছ্বাস

পদ ১৩ ( এই পদ পদকল্পতরুতে নাই )

ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর
প্রাণের হরিদাস ছিল সেই লীলা সম্বরিল
কার সঙ্গে করিব বিহার॥
অদ্বৈত শ্রীশ্রীনিবাস পুরী দামোদর দাস
তারা গেল সুখ ছাড়িয়া।
কেবা পাবে রসরঙ্গ ভ্রমিব কাহার সঙ্গ।
গেল বুকে পাষাণ চাপাঞা॥

বিশ্বরূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ নাই
সেই গেল বৈরাগ্য করিয়া।
কৃষ্ণদাস রস খান না শুনিব তার গান।
সেহ গেল বুকে শেল দিয়া॥
নিতাই কর গৃহ বাস যাহ হে পণ্ডিত পাশ
তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে।
তোমারে যতন করি দিবে দুই কন্যা বরি
নিজরূপ তাহাকে দেখাবে॥

পতিত অধম মুখ ইহারে না দিবে দুখ
করুণা করিবা সবা পানে।
আপনা বলিয়া বলো জীবে দেখি দয়া করো।
করুণা ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥
সেহ মোর নিজ ধাম যশ রাখ বলরাম
করুণা করিয়া প্রভু কাঁদে।
নিতাই চাঁদের করে ধরি প্রভু বোলে হরি হরি
রামানন্দ বুক নাহি বাঁধে॥

এই পদটী যদিও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই, তবুও প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা হিসাবে ইহার মূল্য নিরতিশয় অধিক। এই পদটীর মধ্যে রামানন্দ বসু ভক্তশিষ্য হরিদাসের মৃত্যুতে শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রের একটী বিশেষ দিক এই পদটীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু যে পরমকরুণাময় ছিলেন এবং শিষ্যদিগকে তিনি যে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, এই পদটী হইতে তাহাই জানা যায়। মহাপ্রভুর চরিত্রমাধুর্য্য যে তাহার ভক্তগণকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিত এই পদটী পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

মহাপ্রভুই যে নিত্যানন্দকে দুই কন্যা বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন তাহার এই পদটী হইতে তাহা জানা যায়।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস।
পদ ২৩ পদকল্পতরু ৩০৫৭

হরি হরি ঐছে ভাগ্য কি হোয়ব আমার।
সহচর সঙ্গে সঙ্গে পহুঁ গৌরক হেরব নদীয়া বিহার॥
সুরধুনী তীরে নটরসে পহুঁ মোর, কীর্ত্তন করিব বিলাস।
সো কিরে হাম, নয়ান ভরি হেরব, পূরব চির অভিলাষ॥

শ্রীবাস ভবনে সব, নিজগণ সঙ্গহি, বৈঠব আপন ঠামে।
ডাহিনে নিত্যানন্দ, ছত্র ধরি মস্তকে পণ্ডিত গদাধর বামে॥
তব কোই মোহে, লেই তাহা যাওব হেরব সো মুখচন্দ।
পুলকহি সকল অঙ্গ .পরিপূরব, পাওব প্রেম আনন্দ॥
জননী সম্বোধনে, যবে ঘরে আয়ব করবহুঁ ভোজন পান।
রামানন্দ আনন্দে তবহুঁ নেহারব, সফল করব দুনয়ান॥

এই পদটীতে রামানন্দ বসু গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে তাঁহার গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, আরও প্রকাশ করিয়াছেন পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ালীলা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা।

একটী কারণে এই পদটীতে অধিক মূল্য আরোপ করিতে হয়।

এই পদটীর সাহায্যে জানা যায় যে রামানন্দ ভণিতার পদগুলি সবগুলি বাঙ্গালা না হইলেও এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি ব্রজবুলিতে রচিত হইলেও রামানন্দ ভণিতার সব পদই রামানন্দ বসুর রচনা। রামানন্দ রায়ের নহে।

এই পদটীতে রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়াবিহার পুনরায় দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর নীলাচলের সহচর ছিলেন, নদীয়া বিহার তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই।

নদীয়া বিহারের সময়ে প্রিয় সহচরগণের সহিত কীর্ত্তনরত শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় পার্শ্বচর ছিলেন রামানন্দ বসু। শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া ত্যাগে মর্ম্মাহত হওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা দর্শন করিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করাও তাঁহারই পক্ষে সম্ভব।

পদকল্পতরু পদসংখ্যা ২৩৩১

অরুণ বসনে বিদিত ভুবনে
শিরে নটপটি পাগিয়া।
চৌদিগে হেরি হেরি বোলয়ে হরি হরি
নাচত কতহু ভঙ্গিয়া॥
নিতাই সুন্দর নাচে।
অরুণ নয়ানে ও চাঁদ বদনে
কত বা মাধুরি আছে॥

চলন সুন্দর মত্ত করিবর
নূপুর ঝনন করিয়া।
ভাবে অবশ নাহি দিগ পাশ
গৌর বলি হুঙ্কারিয়া॥
যতেক ভকত ধরণী লুঠত
ও চাঁদ বদন হেরিয়া।
বসু রামানন্দে কাঁদে নিরানন্দে
নিতাই চরণ ধরিয়া॥

এই পদটী শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হয় নাই। ইহাতে রামানন্দ বসু প্রভু নিত্যানন্দের বন্দনা গান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত ৪টী পদ—সংখ্যা ১৪৫, ৬৫২, ৬৫৯ ও ৭৮৬ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হয় নাই। এই চারিটী পদ রামানন্দের ভণিতায় থাকিলেও এই গুলি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক পদ নহে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলারস বিষয়ক পদ। এবং এই গুলিই বাঙ্গালায় রচিত।

পদ ১৪৫

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাঙন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিল মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই॥

চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেই নহে মতি
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী
কত রঙ্গ ভঙ্গিয়া চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥

এই পদটীর মধ্যে শ্রীরাধিকার স্বপ্ন বিবৃত হইয়াছে—যেন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্যাম অঙ্গধারী অন্য কোনও পুরুষ রাধিকার মুখচুম্বন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দর্শনের কাহিনীর মধ্যে শ্রীচৈতন্যের জন্মতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রেম উপলব্ধি করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের রূপ গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন।

পদ ৬৫২

মলয়জমিলিত যমুনাজল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ কদম্বতরু কুসুমিত
কোকিলা ভ্রমরা করু গান ॥
তার তলে ত্রিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে বসতি রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই ॥
দুহুঁ তনু এক মন নিবিড় আলিঙ্গনে
দুহুঁজন একই পরাণ।
বসু রামানন্দ ভণে তুলনা না হয় মনে
রূপের নিছনি পাঁচ বাণ ॥

এই পদটীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজল গেল সিথার সিন্দুর।
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম লোচন ॥
তোমার পীত বসন আমাকে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী ॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় সুধাইলে গোকুলে ॥
বসু রামানন্দে ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি ॥

এই পদটীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিমল এবং কুঞ্জ বিহার বর্ণিত হইয়াছে।

পদ ৭৮৬

মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥
জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে ॥
চরণে চরণ লুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে ॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি ॥

উপরোল্লিখিত পদটী শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের পদ।

নরহরি সরকার ঠাকুর এবং বাসুদেব ঘোষ রচিত নাগরীভাবের পদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি নদীয়া নাগরীর অনুরাগের পদ এমন অনেক আছে।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলায় যাঁহারা সহায় ছিলেন, শিবানন্দ সেন তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে:—

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সব লয় যার সঙ্গ ॥
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে যান পথে পালন করিয়া ॥

অন্যত্র—

কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য, শিবানন্দ সেন মিলিয়া সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করে দিয়া বাসস্থান॥

অর্থাৎ মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে শিবানন্দ রথযাত্রার মাসদ্বয় পূর্ব্বে প্রতিবর্ষে বঙ্গদেশের বহুযাত্রী সহ নীলাচলে যাইয়া "যুগল ব্রহ্ম" দর্শন করিতেন। এই সকল যাত্রীদের পাথেয় ও আহারীয় সমস্ত ব্যয় শিবানন্দ স্বয়ং বহন করিতেন।

শিবানন্দের জন্মস্থান বা বাসস্থান বা জন্মমৃত্যুর তারিখ কিছুই সঠিক ভাবে জানা যায় না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর বৈষ্ণবজগতে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা বা বংশের পরিচয় বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই।

শিবানন্দ সেন পদকর্ত্তা হিসাবে খুব প্রসিদ্ধ না হইলেও তাঁহার মত অন্তরঙ্গ চৈতন্যভক্ত সংখ্যায় অতি অল্পই জন্মিয়াছে। বৈষ্ণববন্দনায় লিখিত আছে:

প্রেমময় তনু বন্দো সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গৌরপদ দ্বন্দ্ব॥

শিবানন্দ ও শিবাই ভণিতার যে সকল পদ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে শিবানন্দ সেন ও শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী উভয়ের পদই আছে। শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তী গদাধরের শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক হইলেও অত্যন্ত বয়:কনিষ্ঠ। সুতরাং শিবানন্দ ও শিবাই ভণিতার পদগুলির মধ্যে যেগুলি গদাধর বন্দনার পদ ও কৃষ্ণের ব্রজলীলারস বিষয়ক পদ, সেগুলি শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা এবং গৌরলীলা বিষয়ক পদগুলি শিবানন্দ সেনের রচনা বলিয়া গৃহীত হইল। আমরা নিম্নে শিবানন্দ ও শিবাই ভণিতার পদগুলি উদ্ধৃত করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিতেছি।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস
পদ ৩ পদকল্পতরু ২৩৫৫

জয় জয় পণ্ডিত গোঁসাই।
যার কৃপাবলে সে চৈতন্য গুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পীরিতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্যাতি॥
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরামজানকী যেন এক কলেবর॥
যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র।
তেন গৌরগদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহুঁ যার অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে॥

এই পদটী শিবানন্দ ভণিতায় গদাধর বন্দনা এবং এটী শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তীর রচনা।

এই পদটীর পরেই শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস ৫ সংখ্যক পদটী হুবহু এই পদটীর ন্যায় গদাধর বন্দনা এবং এটীও শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তীর রচনা। এই পদটী পদকল্পতরুতে ধৃত হয় নাই। নিম্নে পদটী উদ্ধৃত হইল।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৫

জয় জয় শীল গদাধর পণ্ডিত
মণ্ডিত ভাবভূষণ অনুপাম।
শ্রীচৈতন্ম অভিন্ন শকতি গুণনাম
ধন্ম সুদুর্গম মধুরস ধাম॥
কিয়ে বিধি জগজন দুরগতি জানি।
শ্রী বৃন্দাবন মধুর ভজন ধন
সম্পদ সার মিলায়ল আনি॥
গরগর গৌর প্রেমভরে ঝরঝর
অকরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি।
ক্ষণেকে স্তবধ শবদ ক্ষণে গদগদ
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি॥
নব অনুরাগী লাগি রহু অন্তর
উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরঙ্গ।
দাস শিবাই আওই ক্ষীণ দীনজন
না পাওল সতত অসত পথরঙ্গ॥

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ১৪ পদকল্পতরু পদ ২১২৭

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধারাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুর ভাবনা বুঝিয়া॥

পদটী গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ বর্ণনা এবং এইটী শিবানন্দ সেনের রচনা। শিবানন্দ সেন কীর্ত্তনরত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পার্শ্বচর ছিলেন কাজেই এইরূপ বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শনীর যথাযথ বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ১ম তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ৩৯

পূর্ব্বে সেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
সে মুখ ভাবিয়া এবে দীন।
যে করে মুরলী বায় দণ্ড কমণ্ডলু তায়
কটিতটে এ ডোর কৌপীন॥
অধরে মুরলী পুরি ব্রজবধূর মন চুরি
করি সুখ বাড়য়ে তাহার।
নয়ন কটাক্ষ বাণে মরমে পশিয়া হানে
সে নয়নে বহে অশ্রুধার॥
যমুনার বনে বনে গোধন রাখাল সনে
নটবেশে বিজয়ী বাথানে।
নাকি জানি সেহ এবে কি জানি কাহার ভাবে
বিলাসয়ে সংকীর্ত্তন স্থানে॥
ভাবিতে সে সব সুখ দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ
বিরহ অনলে জরি জরি।
এ শিবানন্দের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
না দরবে সে সুখ সোঙরি॥

এই পদটী পদকল্পতরুতে নাই, গৌরপদতরঙ্গিনীতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এটী শিবানন্দ সেনের রচনা বলিয়া মনে হয় কেননা পদটীতে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণাবতার ভাবের উল্লেখ আছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ১ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ২৫

অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফালগুণ পূর্ণিমা তিথি মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করল বাদর।
উচা নীচা যত ছিল প্রেমে জলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যত্ন হরিনাম মহা মন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত তারা হৈল ভাগবত
বাড়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালি॥
জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈনু মায়াভোলে
প্রভু মোরে দেহ পদছায়া॥

পদটী পদকল্পতরুতে নাই। ইহাতে শিবানন্দ ভণিতা আছে। গৌরপদতরঙ্গিনীতে ইহা শিবানন্দ সেনের রচনা বলিয়া ধৃত হইয়াছে। ইহাতে শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যের সকল জীবের প্রতি অপরিসীম করুণার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ

পদ ৩১

হোলি খেলত গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে।
খেণে খেণে মুরছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে পহু করল বিথার
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥
শিবানন্দ কহে পহুঁর শুনি রসবাণী।
যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁহা রসখনি॥

এই পদটীও শিবানন্দ সেনের রচনা বলিয়া মনে হয়, কেননা ইহার মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃতজ্ঞতাভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

এই পদটীতে শ্রীগৌরাঙ্গের নানাবিধ লীলার মধ্যে দোললীলার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুকরণে শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যহারে নানারূপ লীলার অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহার অধিকাংশ প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত শিষ্যের পদে তাহার উল্লেখ আছে। এই পদটীতে গদাধরের কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। গদাধরের রাধাভাব এবং বৃন্দাবন লীলার মধুর রস প্রকাশের অনুষ্ঠানে গদাধর যে শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন তাহাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার।" ইত্যাদিতে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণাবতার ভাব সূচিত হইতেছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৫২

দয়াময় গৌরহরি নৈদালীলা সাঙ্গ করি
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥
আদেশ করিলা যাহা নিচয় পালিব তাহা
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত লাগিবে বিষের মত
তোমা বিনা কি মতে গোঙাব॥
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব সম্বৎসর কাটাইব
যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥
হও প্রভু কৃপাবান কর অনুমতি দান
নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর অহে প্রভু বিশ্বম্ভর
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥

এই পদটী শিবানন্দ সেনের রচনা।

এই পদটীতে শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যের নদীয়া ত্যাগে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। শিবানন্দ সেনের পদগুলিতে রচনা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া সাহিত্যিক মূল্য অধিক আরোপ করা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা হিসাবে এবং শ্রীচৈতন্যের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশের দিক দিয়া তাঁহার পদগুলি অতিশয় মূল্যবান। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে শিবানন্দ সেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

গৌরপদতরঙ্গিনীতে শিবানন্দ সেনের রচনা অনুমান করিয়া যে ৭টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাসের ৫ সংখ্যক পদটী ভিন্ন আর সবই শিবানন্দ ভণিতায় আছে, এই পদটীতে শিবাই দাস ভণিতা দেওয়া আছে। ইহা ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাসের ৩য় সংখ্যক পদের ন্যায় হুবহু একই ভাবের গদাধর বন্দনা। এই দুইটী পদ শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তীর রচনা।

পদকল্পতরুতে শিবানন্দ ও শিবাইদাস ভণিতার মোট ৯টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গুলির মধ্যে পদকল্পতরুর পদ সংখ্যা ২১২৭, ২৩৫৪ ও ২৩৫৫ এবং যথাক্রমে গৌরপদতরঙ্গিনীর ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস পদ ১৪, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস, পদ ৫, ও ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস পদ ৩, ১। পদকল্পতরুর ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৫, ১১৭৮ ও ১২৩১ সংখ্যক পদগুলির ভণিতা সবই শিবাইদাস এবং এইগুলি সবই কৃষ্ণলীলার পদ। এইগুলি শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তীর রচনা। নিম্নে পদগুলি উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইল।

পদকল্পতরু পদ ১১৩২, ৩৩ ও ৩৫

১১৩২

জয় জয়ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ সনন্দ নন্দন নন্দ
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপসব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচে রে নাচে রে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥

খেনে নাচে খেনে গায় সূতিকা গৃহেতে ধায়
গিরয়ে বালকমুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুঢ়িয়া রে॥
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশীষ করয়ে শিশু বেঢ়িয়া রে।
নর্ত্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে॥
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥

পদ ১১৩৩

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লড়ি কাধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥

পদ ১১৩৫

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিয়া যশোদা পুত্র নন্দ গৃহে আসি॥
সভে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখয়ে সুখে এক দিঠে চাইয়া।
এ দাস শিবাই বলে অপরূপ হেরি।
দেখিয়া বালক ঠাঁয় যাঙ বলিহারি॥

উপরোল্লিখিত তিনটী পদই শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব বর্ণনা।

পদ ১১৭৮

নন্দরাণি গো মনে না ভাবিহ কিছু ভয়।
বেলি অবসানকালে গোপাল আনিয়া দিব
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥
সোপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমরা জীবন হৈতে অধিক জানিয়েগো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেণু বাজাইব শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে।
গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাই ঘরে॥
শুনিয়া বলাইর কথা মরমে পাইয়া বেথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেম জলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥

পদটী গোষ্ঠলীলার পদ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার স্নেহ, তিলেক বিচ্ছেদও সে স্নেহে সহ্য হয় না এবং সখাগণের জীবনের জীবন নীলমণি-বাৎসল্য ও সখ্যরসের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে পদটীর মধ্যে।

১২৩১

নানা খেলা খেল্যা শ্রমযুক্ত হৈয়া
বসিলা তরুর মূলে।
মলয়ে পবন বহয়ে সঘন
শীতল যমুনা কূলে।
ছরমে ঘরমে আলসে বলাই
শুইলা সুবল কোরে।
কানাই দেখিয়া আকুল হৈয়া
পাদ সম্বাহন করে॥

নবীন পল্লব লইয়া শ্রীদাম
সঘনে করয়ে বায়
বসন ভিজাঞা যতনে আনিয়া
মোছায় বলাইর গায়।
শ্রম দূরে গেল শীতল হইল
বলরামের শ্রীঅঙ্গ।
সব সখাগণ হরষিত মন
শিবাই দেখয়ে রঙ্গ॥

এই পদটীতে শ্রীকৃষ্ণের নিজের এবং সখাগণের বলাইর প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

## পরমানন্দ গুপ্ত

পরমানন্দ দাস ভণিতার পদগুলিকে অনেকেই কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেনের রচনা বলিয়া মনে করেন। কর্ণপূর সংস্কৃতে কাব্য নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালায়ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তাহার কোনও বাঙ্গালা রচনা থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা কবি কর্ণপূর ভণিতায় পাওয়া যাইত। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম অনুচর পরমানন্দ গুপ্ত যে পদকর্ত্তা ছিলেন তাহা কবি কর্ণপূরই উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় এবং পরমানন্দ গুপ্ত যে গৌরপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ জয়ানন্দের এই উক্তি: "সংক্ষেপে করিলেন তেঁহ পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত।"

সুতরাং পরমানন্দ ভণিতার পদগুলি পরমানন্দ গুপ্তের রচনা বলিয়া ধৃত হইল।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে পরমানন্দ ভণিতার ১০টী এবং শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে পরমানন্দ ভণিতার ১২টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে গৌরপদতরঙ্গিনীতে পদকল্পতরুর পদ সংখ্যা ৬৭২, ১৬৯৭, ২১১৯, ২১২০, ২২৪২, ২৫২৮ এবং ২৯৭৪ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাকী পদকল্পতরুর পদ এবং সংখ্যা ১৮৩, ১৫৮৫, ২৮৫০, ২৮৭১, ২৯০৬, গৌরপদতরঙ্গিনীতে পাওয়া যায় নাই।

গৌরপদতরঙ্গিনী ৩য় তরঙ্গ প্রথম উচ্ছাস
পদ ৭৮ পদকল্পতরু, সংখ্যা ৬৭২

পরশমণির সঙ্গে কি দিব তুলনা।
পরশ ছোয়াইলে হয় নাকি সোনা॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে
নাচিয়া গাইয়া যে রতন হইল কতজনা॥

শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই,
গোরা মোর পরাণ পুতলি॥

গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাঁদে চাঁদ কলঙ্কীরে
এমন হইতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে,
দূরে গেল মনের আঁধার ॥
এ গুণে সুরভি সুরতরু সমনহে রে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিঞা দেওল প্রেমধন ॥
গোরাচাঁদের তুলনা কেবল গোরার সহ,
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে
গৌরাঙ্গের দয়া হবে কবে।

এই পদটীর মধ্যে পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রূপবর্ণনার মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীর গভীর রূপাকর্ষণের পরিচয় আছে। সর্ব্বশেষ দুইটী পংক্তি,—

"পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে
গৌরাঙ্গের দয়া হবে কবে"

হইতে বুঝা যায় পরমানন্দ মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিবার জন্য অধীর হইয়াছিলেন, এবং এই পদটী মহাপ্রভুর কৃপালাভের আকুল আগ্রহের অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছিল।

গৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস

পদ ৭ পদকল্পতরু, সংখ্যা ১৬৯৩

কি করিলে গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া ॥
কীর্ত্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয় বুক ॥
না জীব মুরারি মুকুন্দ শ্রীনিবাস।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবনে নৈরাশ।
নদীয়ার লোক সব কাতর হৈয়া।
ছটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া ॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি
এবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি ॥

এই বেদনা যে পরমানন্দের প্রাণে বড় বেশী বাজিয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত পংক্তি দুইটী হইতে বুঝা যায়।

কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
এবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি ॥

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৬, পদকল্পতরু, পদ ২১১৯

গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধনীতীরে নদীয়া নগরে গৌরাঙ্গবিহরে নিরবধি ॥
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে।
চলিতে না পারে গোরা হরিবোল বলিয়া কান্দে ॥
প্রেমে ছল ছল নয়ান যুগল কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল সব কলেবর ধরণী ধরিতে নারে ॥
সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরন্তর হরি হরি বোল বলে।
সখার কান্ধে ভুজ যুগ দিয়া হেলিতে দুলিতে চলে
ভুবন ভরিয়া প্রেম উভারিল পতিত পাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের মনেতে না লয় আন ॥

এই পদটীতে পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তিভাবাবেশ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং এই পদটীর মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ সুস্পষ্ট।

পদ ৭ পদকল্পতরু ২১২০

গোরা তনু ধূলায় লোটায়
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি
পীতবসন বংশী চায়॥
ধরি নটবর বেশ সমুখে বাঁধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ুরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম করি সঘনে বোলয়ে হরি
চাহে গোরা কদম্বের শাখা।
শুনি বৃন্দাবন গুণ রসে উনমত মন
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
তা বুঝিয়া রোষ বোধ প্রিয় সব পারিষদ
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায়।
কেহো বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিলে না ধরে ধরণী।
নিজ মন আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে
কেবা দোহে ধরিবে পরাণি॥

এই পদটীতেও পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশই বর্ণনা করিয়াছেন, তবে এই ভাবাবেশের বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-অবতার ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস

পদ ৪ পদকল্পতরু পদ ২৫২৮

শচীর নন্দন গোরাচাঁদ। সকল ভুবন মনো ফাঁদ।
নব অনুরাগে ভেল ভোর। অনুক্ষণ কঞ্জ নয়নে বহে লোর।
পুলকে পূরিত গদ বোল। ক্ষণে চিত স্থির ক্ষণে উতরোল
ঐছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ। পরমানন্দ কহে প্রেম তরঙ্গ।

এই পদটীতে পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ভাবাবেশেরও বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোল্লিখিত ৭টী পদ ভিন্ন গৌরপদতরঙ্গিনীতে পরমানন্দ ভণিতার আরও তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলি পদকল্পতরুতে নাই।

প্রথম তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস পদ ৬, ৫ম তরঙ্গ ৫ম উচ্ছ্বাস পদ ৫, এবং ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস পদ ২৪।

১ম তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস পদ ৬

জয় কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥
রূপ সনাতন মোর প্রাণ সনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
বৃন্দাবন যমুনা পুলিন বংশীবট॥

রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
ব্রজভূমে বাস কর যমুনা নিকট॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে।
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাট রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে।
শচীর নন্দন গোরা কীর্তনে লম্পট রে
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেগোবিন্দ।
শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ॥

এই পদটীতে পরমানন্দ সেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের বন্দনা গান করিয়াছেন। ইহাতে রূপসনাতনের অনুগ্রহ ভিক্ষাই বর্ত্তমানের ব্যাপার। চৈতন্যের জয়গান রাধাকৃষ্ণের স্তবোচ্চারণের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

পদ ৫, ৫ম তরঙ্গ, ৫ম উচ্ছ্বাস

শ্রীশচী নন্দন নদীয়া অবতারি।
উজ্জ্বল বরণ গৌররূপ মাধুরী॥
আগে নাম জগতে পরচারি।
সকরুণ ঐছে পতিত জন তারি॥
সংকীর্ত্তন রস নৃত্য বিহারী।
অবিরল পুলক ভকত হিতকারী॥
হাসত নাচত গাওত ত্রিভুবন ভরি।
ত্রিজগত জন বোলত বলিহারি॥
বামে গদাধর রাজত রঙ্গী।
চৌদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী॥
অবিরত নয়নে বহুত প্রেমধারা।
মোহত ভাগত কলি আঁধিয়ারা॥
করই আলিঙ্গন নাহি বিচার।
নিরুপম গুণগণ ভাব অপার॥
নীলাচলে বসত শচীনন্দন।
দরশন করু নিতি দেব যদুনন্দন॥
অঙ্গে বিলেপিত সুগন্ধি চন্দন।
রূপক সবহি করত অভিনন্দন॥
করুণাময় পহুঁ প্রেমহি যাবত।
পরমানন্দক ভয় দুরাহ ভাগত॥

এই পদটী পরমানন্দ কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গ-বন্দনা এবং ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ অতিশয় সুস্পষ্ট

৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস

পদ ২৪

নাচিতে না জানি তবু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে না জানি তবু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই॥
বসুধা জাহ্নবী সহ নিতাই চাঁদের ডাকি
নাম সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর
ইহা সবার নামে যেন মাতি॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সবার সহকারে দীন প্রায় সদা ফিরে
যেন হয় তা সবার নাথ॥
মহাসন্তান কিবা মহান্তের জন সেবা
ইহা সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্গাম কভু ভয়ে প্রাণ কাঁপে প্রভু
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীবাসপদ সেবা উক্ত সে সম্পদ
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্ত গ্রাস শেষে কিবা গৌর ব্রজবাসে
পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়॥

এই পদটীতে পরমানন্দ অতি দীনভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এবং তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত শিষ্যদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

**পরিশিষ্ট প্রথম**

**পদ ১৪ পদকল্পতরু ২১৭৪**

হরে হরে গোবিন্দ হরে।
কালিয় মর্দ্দন কংসনিসূদন দেবকী নন্দন রামহরে ॥
মৎস্য কচ্ছপ বর শূকর নরহরি বামনভৃগুসুত রক্ষকুলারে।
শ্রীবলদেব বৌদ্ধ কল্কি নারায়ণ দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে ॥
কেশব মাধব যাদব যদুপরি দৈত্যদলন দুঃখভঞ্জন শৌরে।
গোলোক ইন্দু গোকুলচন্দ্র গদাধর গরুড়ধ্বজ গজলোচন মুরারে ॥
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভুপরমব্রহ্ম পরমেষ্ঠী অঘারে।
দুঃখিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীসুত দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে ॥

এটী পরমানন্দ কর্ত্তৃক রচিত গোবিন্দ-বন্দনা। গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত পদকল্পতরুর ৬৭২, ১৬৯৩, ২১১৯, ২১২০, ২২০২ এবং ২৫২৮ সংখ্যক পদ ভিন্ন আরও পাঁচটী পদ পরমানন্দ ভণিতায় পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা, যথাক্রমে ২৮৩, ১৫৮৫, ২৮৫৮, ২৮৭১ এবং ২৯০৬ এই পদগুলির সবই ব্রজলীলারস বিষয়ক। এবং এইগুলির সবই ব্রজবুলিতে রচিত।

**পদকল্পতরু—সংখ্যা ১৮৩**

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইপাশ।
পন্থ ঘটিত দুখ লোচন ছল ছল
কহতহি গদগদ ভাষ ॥
সুন্দরি দূরে কর কানু আশোয়াস
ঐছে নিঠুর সঞে লেহ নহে সমুচিত
না পুরব তুয়া অভিলাষ ॥

তোহারি নিদান হাম কতয়ে শুনায়লুঁ
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায় কতয়ে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী ॥
ঐছন বচন রাই তব দোতি মুখে
শুনইতে মুরছি ত ভেল।
ইহ পরমানন্দ দাসক হৃদ মাহা
কো জান রোপল শেল ॥

এই পদটী দূতী সংবাদের পদ। নব অনুরাগিণী রাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সখীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করায় ভর্ৎসিতা ও অপমানিতা দূতী কানুর উপর বিরাগবশতঃ রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেছে।

**পদ ১৫৮৫**

আজু ধনি নব অভিষেক গোবিন্দাক।
পরমানন্দ প্রেমসুখ কন্দাকি ॥
ঝলকত কীল নলিনি মুখ শোহা।
হেরইতে অখিল ভুবন মন মোহা ॥
গোরস দধিঘৃত হলদীক নীরে।
গাগরি ভরি ভরি ডারই শিরে ॥

বাজত ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ।
জয় দেই সুর নারীগণ রঙ্গ ॥
বলি বলি আওহি চরণারবিন্দ।
পরমানন্দকে পহু শ্রীগোবিন্দ ॥

এই পদটীতে শ্রীগোবিন্দের অভিষেক বর্ণনা করা হইয়াছে।

পদ ২৮৫৮

আরতি যুগল কিশোরকি কীজে।
তনুমন ধনহু নিছায়রি দীজে।
পহিরণ নীল পীতাম্বর শাড়ী।
•কুঞ্জবিহারিনি কুঞ্জবিহারী॥
রবি শশী কোটি বদন অছু শোভা।
যো নিরখিতে মন ভেল অতি লোভা॥

রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি
ডগমগ দুহুঁ তনু ঝলকত জ্যোতি।
নন্দনন্দন বৃষভানু কিশোরি।
পরমানন্দ পহু যাঙ বলিহারি॥

এই পদটীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন এবং সখিগণ কর্ত্তৃক যুগলের আরতি বন্দনা বর্ণনা করা হইয়াছে।

পদ ২৮৭১

আরতি জয় বৃষভানু কুমারি
ঝলকত মুখ শোভা উজিয়ারি॥
কপূরক বাতী রতনকে থারি।
করে সই ললিতা প্রাণ পিয়ারি॥
বদন কমল সঞে করু নিছয়ারি।
সহচরিগণ করু জয় জয় কারি॥

মঙ্গল গাওত দেই করতারি।
বরিখে কুসুম সব নবিন কুমারি॥
চরণ কমল মুখ চান্দ নেহারি।
পরমানন্দ জিবন বলিহারি॥

এই পদটীতে শ্রীরাধিকার রূপ এবং সখিগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার আরতি বন্দনা বর্ণিত হইয়াছে।

পদ ২৯০৬

দুহুঁ অতি কাতর কুঞ্জসে নিকসল
সব সহচরিগণ মেলি।
দুহুঁ জন নয়নে প্রেমজল ঝর ঝর
ঐছনে গৃহে চলি গেলি॥
কিয়ে রাধামাধব লীলা।
সোঙরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর
গলি গলি যাওত শীলা॥

বিমনহি নিজ নিজ মন্দিরে দুহুজন
শুতল পালঙ্ক শয়ান।
সখিগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল
ঐছন ভেল বিহান॥
গুরু জন জাগল সুর উদয় কৈল
সবহুঁ ভেল পরকাশ।
শ্রীরূপ মঞ্জরি চরণ হৃদয়ে ধরি
কহে পরমানন্দ দাস॥

এই পদটীতে পরমানন্দ দাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন এবং তৎপরে বিচ্ছেদ-কাতরতা বর্ণনা করিয়াছেন।

## মুরারি গুপ্ত

বৈষ্ণব সাহিত্যে ছয় জন মুরারির নাম পাওয়া যায় :

১। মুরারি পণ্ডিত
২। মুরারি চৈতন্য দাস
৩। মুরারি মাহাতি
৪। ব্রাহ্মণ মুরারি
৫। মুরারি দাস
৬। মুরারি গুপ্ত

ইহাদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন চৈতন্য লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং পদকর্তা।

মুরারি গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য এবং শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন, চৈতন্য ভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত ॥
ভবরোগ নাশ বৈদ্য মুরারী নাম যাঁর
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥

ইনি যে শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, তাহার উল্লেখ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন !
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥

মুরারি গুপ্তের জীবনবৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল বর্ণনা হইতে যাহা সংগ্রহ করা যায় তাহার সংক্ষিপ্তসার এই, নবদ্বীপে মুরারি প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসীরা মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত এক পাড়ায় বাস করিতেন। তাঁহারা গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেন এবং গদাধর ও মুকুন্দ দত্ত তাঁহাদের সতীর্থ ছিলেন।

মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে বড় এবং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। তিনি রাম-উপাসক ছিলেন। এবং তিনিই প্রসিদ্ধ মুরারি গুপ্তের কড়চার রচয়িতা। জগবন্ধুবাবু লিখিয়াছেন—

প্রভুর শৈশবাবধি সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া মুরারি তাঁহার অনেক লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তরে প্রভুর অনেক শৈশবলীলা মুরারি গুপ্ত প্রকাশ করেন। সেইগুলি মুরারি গুপ্তের সূত্ররূপে সরল সংস্কৃত কবিতায় গ্রথিত করিয়া ১৪৩৫ শকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম ; বৈষ্ণব-সমাজে ইহা মুরারি গুপ্তের কড়চা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সূত্রগ্রন্থ হইতে পরবর্ত্তী প্রভুর লীলা লেখকগণ তাঁহার নবদ্বীপ লীলা-কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন।

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে :—

আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত—
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত—
প্রভুর মধ্যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া—
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥

মুরারী গুপ্তের শ্রীচৈতন্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সম্বন্ধে গল্প আছে যে মহাপ্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া মুরারি গুপ্ত আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া নিজে গিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন।

আবার—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি
মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।

লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ অনেকটা মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া রচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থের সূত্রখণ্ডে লিখিয়াছেন :—

মুরারি গুপ্ত বেজ্যা বৈসে নবদ্বীপে
নিরন্তর থাকে গোরা চান্দের সমীপে॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌর পদারবিন্দে ভকত প্রবীণ॥
জন হৈতে বালক চরিত্র যে যে কৈলা।
আদ্যোপান্ত যত যত প্রেম প্রচারিলা॥
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাঢ়িল পীরিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কঁহো গৌরাঙ্গ চরিত॥

সতীশবাবুর মতানুসারে শ্রীমহাপ্রভুর মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার সময়ে মুরারি গুপ্ত তাঁহার সহচর ছিলেন না, সেই জন্যই তিনি শুধু তাঁহার কড়চায় শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলারই বর্ণনা করিয়াছেন।

সতীশবাবুর মতে মুরারি গুপ্তের কড়চায় উল্লিখিত চৈতন্যের জীবন-সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং এই হিসাবে তাঁহার রচিত গৌরপদাবলীরও মূল্য যথেষ্ট।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে মুরারি গুপ্ত ভণিতায় দুইটী এবং কেবলমাত্র মুবারি ভণিতায় তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে মুরারি, মুরারি দাস ও মুরারি গুপ্ত ভাণতায় নয়টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পদকল্পতরুর পাঁচটী পদই গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এই পাঁচটী পদ ভিন্ন গৌরপদতরঙ্গিনীতে আরও চারিটী পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই নয়টী পদের মধ্যে দাসু মুরারি বা মুরারি দাস ভণিতার পদ থাকিলেও এইগুলির সবই যে মুরারি গুপ্তের রচনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

তাহার কারণ, এই নয়টী পদের অধিকাংশ পদই-শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা বিষয়ক পদ। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ছয় জন মুরারির মধ্যে মুরারি দাস রাজা অচ্যুতের দ্বিতীয় পুত্র। ইহার অগ্রজের নাম রসিকানন্দ। রসিকানন্দ ১৫১২শকে জন্মগ্রহণ করেন, মুরারি দাস তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। রসিকানন্দ ও মুরারি শ্যামানন্দ পুরীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং খেতরীর মহোৎসবে ইহারা দুই ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন। নরোত্তমবিলাসে আছে—শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি ; ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ আছে। সুতরাং বলা বাহুল্য শ্রীচৈতন্যের নদীয়া লীলার পদ চৈতন্যের অনেক পরবর্ত্তী উৎকলবাসী উক্ত মুরারি দাসের রচনা হইতে পারে না।

উপরোল্লিখিত পাঁচটী পদ ভিন্ন আরও চারিটি পদ গৌরপদতরঙ্গিনীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌরপদতরঙ্গিনী—২য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ৪৭

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবন মোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘ নখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লোলে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলি মাখা সর্বগায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি॥
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌর হরি॥

পদ ৪৮

শচীর দুলাল মনোরঙ্গে।
খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে॥
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে।
নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে॥
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি।
ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি॥
গোরা যবে বলে হরি হরি।
শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি॥
ঘন ঘন হরিবোল শুনি।
কাঁপে কলি পরমাদ গণি॥
মুরারি আনন্দে ভরপূর
পাপের রাজত্ব হৈল চুর॥

উপরোল্লিখিত পদ দুইটীতে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন সেই নিমিত্ত তাঁহার শৈশবলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

গৌরপদতরঙ্গিনী—৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ৪৮

সখি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদ ছায়া
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হইয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম পীরিতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি মরি তার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥
মুরারি গুপত কয় পীরিতি সহজ নয়।
বিশেষ গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা॥

এই পদটী নাগরী ভাবের পদের অন্তর্গত হইলেও বিশুদ্ধ ভক্তি রসাশ্রিত পদ এবং ইহার মুরারি ভণিতার পদগুলি আলোচনা করিলে বিষয়টা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

গৌরপদতরঙ্গিনী—৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ৪৭ পদকল্পতরু ৭৫১

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোরে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনুটী ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হয়
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

এই পদটীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদিগের আকর্ষণের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া নাগরী ভাবের পদের মূলতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে।

গৌরপদতরঙ্গিনী—৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৮ পদকল্পতরু ২১২১

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে॥

এই পদটীতে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ বর্ণিত হইয়াছে। পদটীতে প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ সুস্পষ্ট।

গৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৪০ পদকল্পতরু ২২৩১

প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়ানগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়।
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস।
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই॥
মা কাঁদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাঞা দিলা তোমা লইবারে॥
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচীমাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥
শচী কাঁদে নিতাই কাঁদে নদীয়ানিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদে না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে॥

এই পদটীতে মুরারি গুপ্ত অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় নিমাই-এর সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন এমন মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা সম্ভব নহে।

গৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৪৬ পদকল্পতরু ২২৩৫

ধর ধর ধররে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অমুজ বলিয়া বারেক করুণা কর॥
আচার্য্য গোঁসাই দেখিও নিমাই আমার আঁখির তারা
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্ত্তনে পরাণে হইব হারা
শুনহ শ্রীবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস, ভূমিতলে গড়ি যায়
সোনার বরণ, ননীর পুতলি, ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন, হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি দেখহ মায়ের দশা॥

এই পদটীতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহের অঙ্গনে মহাপ্রভুর শিষ্যদলসহ কীর্ত্তন-নৃত্য বর্ণিত হইয়াছে। এবং মহাপ্রভুর ভাবাবেশে শচীমাতার উদ্বেগ যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

নিমাই-এর সন্ন্যাসের উল্লেখ পদটীতে পাওয়া যায় সুতরাং ইহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয়, পরিচিত ভক্তমণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন গৌরাঙ্গ যাহাতে দেহে আঘাত না পান সেজন্য শচীমাতার উৎকণ্ঠা প্রকাশ।

গৌরপদতরঙ্গিনী—১ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৭১ পদকল্পতরু ২৩৩৪

একদিন মনে আনন্দ বাড়ল নিতাই গৌর রায়
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে
বাজারে চলিয়া যায়॥
পথে হৈল দেখা রূপ নাহি লেখা
দিঠি ফেলাইল গোরা গায়।
এহেন সময়ে যতেক নাগরী
জল ভরিবারে যায়॥
কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে
নাটুয়া আইয়াছে পারা।
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে
মরুক মরুক জল ভরা॥
বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবী সুকান্দা
ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে ভরিল নয়ানে
কহয়ে দাসু মুরারি॥

এই পদটী আসলে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার পদ, তবে ইহার মধ্যে নাগরী ভাবের ইঙ্গিতও আছে। এই পদটি কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। ইহার সুর অপেক্ষাকৃত লঘু। মুরারি গুপ্তের স্বভাবসিদ্ধ ভাব-নিবিড়তা এখানে নাই। গৌর নিতাই-এর বাজারে নৃত্য ও তাহা দেখিবার জন্য নাগরীদের ভিড় ঠিক খাঁটি বৈষ্ণব ভাবের অন্তর্গত বলিয়া ঠেকে না।

## বংশীবদন দাস

বংশীবদন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গৌর-লীলা পদ-রচয়িতা। ইঁহার সম্বন্ধে বংশীবিলাস পবংশীশিক্ষা [ বেণীমাধব দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত ] গ্রন্থে যে বিবরণ আছে এবং ইঁহার সম্বন্ধে পদকর্ত্তা প্রেমদাস যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই—বংশীবদন ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায় নামক মহাতেজা কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র। এবং ইঁহার জন্ম ১৪১৫-১৪২৭।২৮ শকের মধ্যে হইয়াছিল। ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্বে পাটুলী নামক স্থানে বাস করিতেন কিন্তু

পরে তিনি কুলিয়া পাহাড় গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বংশীবদন সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপ গিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবকরূপে প্রভুর গৃহে বাস করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের এক দারুময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজে সেই বিগ্রহের সেবার্চ্চনার ভার গ্রহণ করেন। প্রভু নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচন্দ্রশেখর পণ্ডিতের কন্যা পার্ব্বতী দেবীকে বংশীবদন বিবাহ করেন এবং তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে, নিত্যানন্দদাস ও চৈতন্যদাস। ১৪৭০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে বংশীবদন দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে ৭ ও ৫ বৎসর।

বংশীবদনের রচিত গৌরলীলার পদগুলি ভাব ও ভাষার দিক দিয়া অতিশয় মধুর এবং প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা হিসাবে ইহাদের মূল্য নিরতিশয় অধিক। গৌরপদতরঙ্গিনীতে বংশীবদনের ৬টী ও শ্রীপদকল্পতরুতে বংশীবদন ভণিতার ২৫টী ও বংশীদাস ভণিতার ১৭টী পদ ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুর পদ সংখ্যা—২৬, ১৮৫৫, ২৫৬৪ এবং ২৮৫১ এই চারিটী মাত্র পদ গৌরলীলা বিষয়ক, আর সবই ব্রজলীলা বিষয়ক। এই চারিটী পদ গৌরপদ-তরঙ্গিনীতেও ধৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে বংশীবদনের এই চারিটী পদ ও গৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত আরও দুইটী গৌরলীলা বিষয়ক পদের আলোচনা করিতেছি।

গৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস

পদ ৯ পদকল্পতরু ১৮৫৫

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে সকল ভকত লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া ফুকরি সদায় নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়
শাশুড়ী বধুর রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়॥

এই পদটী বংশীবদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ। গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ-কাতরতা এই পদটীতে অতিশয় মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৪র্থ তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ৩০ পদকল্পতরু, পদ ২৬

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাইধন দেই মালাচন্দন
করি প্রিয় বৈষ্ণব সন্তোষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজে তা তা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বোল ঘনে ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি রাখিবে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব॥

এই পদটীতে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনোৎসবের বর্ণনা করা হইয়াছে। পদটী যে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পদটীর মধ্যে শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্ট কীর্ত্তন-সঙ্গীদিগের উল্লেখ আছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৪র্থ তরঙ্গ, ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ১৯ পদকল্পতরু, পদ ২৮৫১

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শাঙ্গলী বলি করয়ে ফুকার।
পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেমজলে ভাসে।
পূরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥

এই পদটীতে বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ বর্ণনায় তাঁহার কৃষ্ণাবতার ভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বংশীবদনও তাহা বিশ্বাস করিতেন।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ২৭ পদকল্পতরু, পদ ২৫৬৪

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদবয়ানে।
ধবলী শাঙ্গলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শব্দ করি বদন বাজায়॥
নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে আগোয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি পাখা নটবর বেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন॥

পদ ৩০

শ্রীনন্দ নন্দন শচীর দুলাল, চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিণী কোঙর নিত্যানন্দরায় ভাইয়ার অগ্রেতে ধায়॥
শ্রীদাম সাঙ্গাইত অভিরাম স্বামী গাভীবৎস লৈয়া চলে।
সুবল পণ্ডিত গৌরীদাস আসি তুরিত মিলিল দলে॥
নবদ্বীপ আজি গোকুল হৈল, যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে লইল পাঁচনি ধরিয়া রাখাল বেশ॥
আক আক রবে ছাইল গগন সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে॥

এই দুইটি পদে বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের গোষ্ঠযাত্রার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুরূপ নানাবিধ লীলাভিনয় করিতেন তাহার বর্ণনা অনেক প্রত্যক্ষদর্শী কবির রচনায় পাওয়া যায়। বংশীবদনের এই দুইটী পদেও তাই প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ রহিয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—১ম তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ৮

জয়রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ
সীতানাথ দেহ পদছায়॥
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর অগতি পতিত অতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণে, ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া পায়॥
সদা মনোরথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি।
কহে বংশীদাস, পূর সব আশ, কি আর কহিব আমি॥

এই পদটীতে বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্গের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের বন্দনা গান করিয়াছেন।

এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠীর পদ আলোচনা করিলে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যের নদীয়া-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কাজেই ইহারা সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা পর্য্যন্ত নদীয়াবিহার কালীন ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাভঙ্গী সহজ, সরল ও আবেগপূর্ণ। ইহাদের পদের ভাষা ও ভাব আড়ম্বর-বর্জ্জিত। কোথাও সুচিন্তিত দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা বা অযথা শব্দ বিন্যাস বা উপমা বাহুল্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। ইহাদের পদ রচনায় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা সকলেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া উপাসনা করিতেন, এবং তাঁহার ভুবনমোহন রূপ, হরিনাম কীর্ত্তন ও ভাবাবেশে আকৃষ্ট হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ইহাদের পদে কল্পনার আতিশয্য নাই, প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার খুঁটিনাটী বিবরণ আছে, শ্রীগৌরাঙ্গের অনুপম দেহকান্তির প্রতি গভীর আকর্ষণের সুগভীর উচ্ছ্বাস আছে, তাঁহার নানারূপ ভাবাবেশের বিশদ অথচ যথাযথ বর্ণনা আছে এবং তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির প্রকাশ ও তাঁহার সহিত বিচ্ছেদে ভক্ত শিষ্যগণের অসহনীয় হৃদয়বেদনার উল্লেখ আছে।

এই সকল কবি মুখ্যত গৌরাঙ্গলীলার কবি। ব্রজলীলার পদ ইহারা রচনা করিয়াছেন বটে, তবে তাহা সংখ্যায় অল্প এবং ব্রজলীলার পদ রচনার মধ্যেও ইহারা সেই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহার অনুরূপ ঘটনা শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ব্রজলীলার পদ রচনার মধ্যে এই সকল কবি কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার ও তাঁহার সখীদিগের লীলাবিহার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনায় পুতনা রাক্ষসী, অঘাসুর, বকাসুর-বধের যে সকল বৃত্তান্ত আছে বা গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ, বিশ্বরূপদর্শন, যমলার্জ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে, এই সকল কবি ব্রজলীলার পদ রচনায়ও এই সকল ঘটনাকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল পদকর্ত্তা ব্রজলীলার যে যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল ঘটনা চৈতন্যলীলার পরিপোষক হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। ব্রজলীলার পদ এই পদকর্ত্তাদিগের রচনাকে দুইভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ইহারা শ্রীচৈতন্যের নদীয়ালীলার পদ এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মনে হয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নদীয়ায় চৈতন্য-অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্ম স্মরণের ফলে ব্রজলীলার নানা ঘটনা তাঁহার মনুষ্য জীবনে অনুষ্ঠিত করিতেছেন। আবার কতকগুলি পদে চৈতন্যলীলা এমনভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বুঝা যায় যে এই বর্ণনায় ব্রজলীলা আরোপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এই ভাব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ব্রজলীলার অনুকরণে চৈতন্যলীলার কতকগুলি পদ রচিত হইয়াছে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা স্পষ্ট হইবে।

## নরহরি সরকার

নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর নাম-সাদৃশ্যের জন্য তাঁহাদের রচিত পদগুলি মিশিয়া যাওয়ায় ঠিক কতগুলি ব্রজলীলার পদ সরকার ঠাকুরের রচনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, তবে ক্ষণদা গীত-চিন্তামণিতে 'রাইক বিপত্তি শুনি, বিদগধ শিরোমণি...' ইত্যাদি যে ব্রজলীলারস বিষয়ক পদটী পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতা নরহরি সরকার এবং পদামৃতসমুদ্রে নরহরি ভণিতায় 'কিনা হৈল সই, মোরে কানুর পীরিতি...' ইত্যাদি ব্রজলীলারস বিষয়ক পদের রচয়িতা ও নরহরি সরকার। পদামৃতসমুদ্রের এই পদটী চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু পদামৃত সমুদ্রে ইহা নরহরির ভণিতায় থাকার দরুণ ইহাকে নরহরি সরকার ঠাকুরের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই পদটীর অন্তর্নিহিত ভাব বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই ভাবই নরহরি সরকারের কৃষ্ণ-উপাসনার মূল অবলম্বন। নরহরি সরকার

রাধাভাবের সাধক এবং গৌর গদাধর উপাসনার প্রবর্ত্তক। এই পদটীর মধ্যে নরহরি সরকারের উপাসনা পদ্ধতির মূল রহিয়াছে। আমরা নিম্নে পদটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

কিনা হৈল সই, মোরে কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ, কান্দে নিতি॥
খাইতে সোয়াত নাই নিদ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কাহ্নু লাগি ঝুরে॥
যে না জানে এনারস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কাহ্নু প্রেম শেল॥
নবীন পাউখ মীন মরণ না জানে।
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে॥
আগমে পীরিতি মোর নিগমেতো সার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িলুঁ পাথার।

পদামৃতসমুদ্র অথ স্বাধীনভর্তৃকা ১৩

ক্ষণদা গীত চিন্তামণির পদটীও নিম্নে উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইল :—

রাইক বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদগদভাষা।
নিজ মন্দির ত্যজি চলু নব নাগর
পুনঃ পুনঃ পরশই নাসা॥
বিছুরল চরণ রণিত মণি মঞ্জীর
বিছুরল মুরলীক রন্ধ্রে।
বিছুরল বেশ বসন ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখিপুচ্ছ চন্দ্রে॥
মলয়জ পরিমলে দশদিশ আমোদিত
যামিনী বহে অতিপুঞ্জে।
লালস দরশ পরশে দুঁহু আকুল
চিরদিন মিলন কুঞ্জে॥
দুঁহু মুখ হেরই অথির ভেল দুহুঁ তনু
পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ।
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধর বিধুবর ঝাঁপ।

উপরোক্ত পদের মধ্যে শ্রীরাধিকার বিরহ এবং সেই বিরহজনিত ক্লেশের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেগ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই ভাব সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের পরিপোষকরূপে গৃহীত হইতে পারে। ভক্তের সহিত ভগবানের গভীর অনুরাগের সম্পর্ক এবং ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না ভক্তের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া আসেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের রূপকের সাহায্যে এই ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করাই শ্রীচৈতন্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

## বাসুদেব ঘোষ

বাসুদেব ঘোষের ৯৫টী পদ শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটীমাত্র পদ ব্রজলীলা বিষয়ক। সেই পদটী এই :—

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ১৩৩৯

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃতঘোল মথুরায় বেচিবারে॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীরে মাথে,
চলিলা মথুরার দিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে॥
পথে যাইতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ।
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চলা হরিণী যেন দীগ নেহারে॥

হের কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িতে যেন নব জলধরে॥
তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্রধনু।
বড়াই বলে চিহ্নু না নন্দের বেটা কানু
মথুরায় বিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বস্যাছে কানাই॥
বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী॥

ঠিক এই পদটীর অনুকরণে বাসুদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্যের দানলীলার পদ পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু পদ ১৩৬৮

গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সেভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ জান॥

এই ধরণের পদ ভিন্ন আমরা বাসুঘোষের এমন কতকগুলি পদ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি যাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সর্ব্বস্ব (শ্রীরাধিকার অনুরাগ বা গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ, বা সখাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার) এই সকল পদের অন্তর্নিহিত ভাবের মূল।

শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ৩৩

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ঘুরায় পাচনি॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গেতে মুকুন্দ।
গৌরীদাস আদি সবে পাইল আনন্দ।
বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে।

পদ ৩৮

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে
সুরধুনী তীরে গেল সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদগণ সব হরি হরি বোলে।
পূরুব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধরের সুখ হেরি মনে মনে হাসে।
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে॥

পদ ৪২

সোঙরি পূরুবলীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুঁক দিল গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলি নাচাঞা করে সুললিত ছাঁদ॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনীতীরে তরুলতা পুলকিত॥
ভুবন মোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি চলিতে পারে

পদ ৪৬

বৃন্দাবনের লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥

খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাসরস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥

বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার গোষ্ঠলীলা, নৌকালীলা, বংশীবাদন এবং রাসলীলা উপরোল্লিখিত চারিটী পদের পরিপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমরা বাসুদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের এবং নাগরী ভাবের দুইটী পদ উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিরহ এবং গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ কি ভাবে এই সকল পদের পরিপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ১৯

সজনি লো গোরারূপ জনু কাঁচা সোনা।
দেখিলে নারীর মন ঘরেতে টিঁকেনা॥
বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা।
ও রূপে মন দিলে সই কুলমান থাকে না॥
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশরা।
যে দিকে চাই দেখিতে পাই শুধুই সেই গোরা॥
চিনে চিন লাগে কিন্তু চিনতে না যায় পারা।
বাসু কহে নাগরী ঐ গোপীর মনচোরা॥

৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ২৪

হরি হরি গোরা কেন কাঁদে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ
হেরই গোরামুখ চাঁদে॥
অরুণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল ঢুম
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিম ফল
গময়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন নিশ্বাসই পুনঃ পুনঃ
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুইহাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ধরণী পড় মুরছিয়া॥
তহিঁ প্রিয় গদাধর ধরিয়া করল কোর
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে জগজনমন তোষে
বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

## গোবিন্দ ঘোষ

গোবিন্দ ঘোষের নামাঙ্কিত যে ৬টী পদ শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটীও ব্রজলীলা বিষয়ক নহে, তবে এইগুলির মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের একটী পদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা যাহার মূল অবলম্বন বলা যায়। নিম্নে পদটী প্রদত্ত হইল :—

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ১৫ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পদ ২১২৮

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে যে রঙ্গ করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর হরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল॥
রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সখাসখীগণ
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ শ্রীরাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ॥

রাধাভাবে বিভোর বরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি পহুঁ যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥

কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হরল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল লবলেশে
ধিক্ রহুঁ এ ছার জীবন॥

## মাধব ঘোষ

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে মাধব ঘোষ ভণিতায় যে ৭টী পদ দেওয়া আছে তাহার মধ্যে ৩টী পদ ব্রজলীলা বিষয়ক

পদ ৬৬০

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন
দুহুঁ দুহুঁ বদন নেহারি
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি।
মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোয়।
তোহারি প্রেম সঞে—পুন চলি আয়ব
অব দরশন নাহি মোয়॥
কাতর নয়নে নেহারিতে দুহু দুহুঁ
উথলল প্রেমতরঙ্গ।
মুরছল রাই মুরুছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সঙ্গ

ললিতা সুমুখি সুমুখি করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর
সহচরি কানু কানু করি ফুকরত
ঢরকত লোচন লোর॥
কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ অবহুঁ নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরীত॥

পদ ১৫৩৯

গিরিষ সময় গৃহ মাহ।
যশোমতি হরিষ বাড়াহ
কহি সব গোকুল লোকে।
নিজ সুতে করু অভিষেকে॥
গিরিষ তপন ভয় লাগি।
বাসই কুসুম পরাগি॥
সুশীতল বারি মধুর।
কলস কলস ভরি পুর॥

মলয়জ কপূর মিশাই।
হিমকর শীকর সাই॥
রতন বেদী নিরমাণ।
তাহি আনাওল কান॥
বাসিত তৈল লাগাই।
দাস দাসীগণে আই॥
শির পরে ঢালত বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারী॥

পদ ১৯২৮

শকতি খীন অতি উঠই না পারই
কাতরে সখীমুখ চাই।
পরশি ললাট করহি মুখ ঝাঁপল
তুয়ামুখ হৃদি অবগাই॥

মাধব করুণাকি লব তোহে মাই।
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই॥

রাই উপেখি ধরণী পরে লুঠই
কত কত সারঙ্গ নয়নী।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত
জিবইতে সংশয় জানি॥

এতদিনে নবমী দশা পরি পূরল
শ্বাস বহই উধ মন্দ।
মাধব ঘোষ কালিদহে পৈঠব
বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত॥

উপরোল্লিখিত ব্রজলীলার পদটী অনুকরণে মাধব ঘোষ শ্রীচৈতন্যের বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। নিম্নে সেই পদটী উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস
পদ ৩২ পদকল্পতরু, পদ ২২৭৭

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন
তুল ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়া নিবাসী যত তারা ভেল মুরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি।

শচী বৃদ্ধা আধমরা দেহ তার প্রাণ ছাড়া
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়া সঙ্গীগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া॥
যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিক বর চলহে নদীয়াপুর
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥

## রামানন্দ বসু

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে রামানন্দ বসুর যে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে চারিটী পদ ব্রজলীলা বিষয়ক।

পদ ১৪৫

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাঙন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই॥

চমকি উঠিল জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহ নহে মতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥

পদ ৬৫২

মলয়জ মিলিত যমুনা জল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ কদম্বতরু কুসুমিত
কোকিলা ভ্রমরা করু গান॥
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে রসবতি রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥
দুহুঁ তনু এক মন নিবিড় আলিঙ্গনে
দুহুঁ জন একই পরাণ॥
বসু রামানন্দ ভণে তুলনা না হয় মনে
রূপের নিছনি পাঁচ বাণ।

পদ ৬৫৯

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল।
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজর গেল সিঁথির সিন্দুর॥
যতনে পরাহ মোর নিজ আভরণ।
সঙ্গে লইয়া চল মোরে বঙ্কিম লোচন॥
তোমার পীতবসন আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয়ো সুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পীরিতি
ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি।

পদ ৭৮৬

মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কিশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানি।
অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি॥

উপরোল্লিখিত ব্রজলীলার পদ কয়টী রামানন্দ বসুর অন্যান্য চৈতন্যলীলার পদের প্রত্যক্ষ অবলম্বন স্বরূপ গৃহীত হয় নাই বটে তবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অন্যান্য ঘটনা যে তিনি তাঁহার চৈতন্যলীলার পদের পরিপোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ১৮ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পদ সংখ্যা ২৬১৫

সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর।
ঝুলন রঙ্গ রসে পহুঁ ভেল ভোর॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচই হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম তরঙ্গ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি।
গাওত পূরুব রভসরস কেলি॥
নদীয়া নগরে কহ ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ॥

পদ ৪০ পদকল্পতরু ১৪১৭

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈয়া
সহচর মিলিয়া খেলায়॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পূরুব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল
দুকূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবনমোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥
জগজন চিত চোর গৌর সুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এহেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুই এক॥

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত দুইটী পদের প্রথমটীর অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা এবং দ্বিতীয়টীর অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণের নৌকালীলা।

## শিবানন্দ সেন

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে শিবানন্দ ও শিবাইদাস ভণিতার মোট ৯টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে শিবাইদাস ভণিতার পদগুলির মধ্যে শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তীর রচনাও আছে। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত শিবাইদাস ভণিতার ৫টী পদ সংখ্যা—১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৫, ১১৭৮ ও ১২৩১ ব্রজলীলা বিষয়ক। এই পদগুলি শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্ত্তীর রচনা। পদগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পদ ১১৩২

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ সনন্দ নন্দন নন্দ
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে॥
নাচেরে নাচেরে নন্দ সঙ্গে লইয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে।
ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে গায় সূতিকা গৃহেতে ধায়
গিরয়ে বালক মুখ হেরিয়া রে॥
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে।
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে॥
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশীষ করয়ে শিশু বেঢ়িয়া রে।
নর্ত্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥

পদ ১১৩৩

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধিদুগ্ধঘৃতঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥

পদ ১১৩৫

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিয়া যশোদাপুত্র নন্দ গৃহে আসি ॥
সভে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু গুণে এ হেন বালক মিলে তোহে ॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখয়ে মুখে একদিঠে চাইয়া ॥
এ দাস শিবাই বলে অপরূপ হেরি।
দেখিয়া বালক ঠাম যাঙ বলিহারি ॥

পদ ১১৭৮

নন্দরাণি গো, মনে না ভাবিহ কিছু ভয়।
বেলি অবসানকালে গোপাল আনিয়া দিব
তোর আগে কহিনু নিশ্চয় ॥
সঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ো গো
জীবনের জীবন নীলমণি ॥
সকালে আনিব ধেনু বাজাইব শিঙ্গাবেণু
গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে।
গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাই ঘরে ॥
শুনিয়া বলাইর কথা মরমে পাইয়া বেথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেমজলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে ॥

পদ ১২৩১

নানা খেলা খেল্যা শ্রমযুত হৈয়া
বসিলা তরুর মূলে।
মলয় পবন বহয়ে সঘন
শীতল যমুনা কূলে ॥
ছরমে ঘরমে আলসে বলাই
শুইলা সুবল কোরে।
কানাই দেখিয়া আকুল হৈয়া
পদ সম্বাহন করে ॥
নবীন পল্লব লইয়া শ্রীদাম
সঘনে করয়ে বায়।
বসন ভিজাঞা যতনে আনিয়া
মোছায় বলাইর গায় ॥
শ্রম দূরে গেল শীতল হইল
বলরামের শ্রীঅঙ্গ ॥
সব সখাগণ হরষিত মন
শিবাই দেখয়ে রঙ্গ ॥

বলা বাহুল্য, শিবানন্দ ভণিতার এই পাঁচটী ব্রজলীলা বিষয়ক পদের মধ্যে প্রথম ৩টী শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব বর্ণনা এবং পরের দুইটী গোষ্ঠলীলার পদ। এই পদগুলি চৈতন্যলীলার পদের প্রত্যক্ষ অবলম্বনরূপে গৃহীত হয় নাই বটে, তবে ব্রজলীলার অন্য ঘটনা শিবানন্দ ভণিতার পদে চৈতন্যলীলার পরিপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছিল, এবং এই পদগুলি শিবানন্দ সেনের রচনা হওয়াই সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত পদটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস

পদ ৬১

হোলি খেলত গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর ॥
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে।
খেণে খেণে মুরছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর ॥

নিকুঞ্জ মন্দিরে পহুঁ কয়ল বিহার
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার ॥
কাহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল ॥
শিবানন্দ কহে পহুঁর শুনি রসবাণী।
যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁরা রসখনি ॥

এই পদটী শ্রীকৃষ্ণের হোলি-উৎসব।

## পরমানন্দ সেন—কবি কর্ণপুর

পরমানন্দ সেন রচিত পদগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত পদ সংখ্যা ১৮৩, ১৫৮৫, ২৮৫৮, ২৮৭১, ২৯০৬ পদগুলি ব্রজলীলা বিষয়ক।

পদ ১৮৩

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পঙ্ক ঘটিত মুখ লোচন ছলছল
কহতহিঁ গদগদ ভাষ ॥
সুন্দরি দূর কর কানু আশোয়াস
ঐছে নিঠুর সঙ্গে হেত নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ ॥
তোঁহারি নিদান হাম কত যে শুনায়লুঁ
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায় কতয়ে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী ॥
ঐছন বচন রাই তব দোতি মুখে
শুনইতে মুরছিত ভেল।
ইহ পরমানন্দ দাসক হৃদি মাহা
কো জানি রোপল শেল ॥

পদ ১৫৮৫

আজু বনি নব অভিষেক গোবিন্দ কি
পরমানন্দ প্রেমসুখ কন্দকি ॥
মলকত নীল নলিনী মুখ শোহা
হেরইতে অখিল ভুবন মন মোহা ॥
গোরস দধিঘৃত হলদিক নীরে
গাগরি ভরি ভরি ঢারই শিরে ॥
বাজত ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ
জয় দেই সুর নারীগণ রঙ্গ ॥
বলি বলি যা তহি চরণারবিন্দ।
পরমানন্দকে পহুঁ শ্রীগোবিন্দ।

পদ ২৮৫৮

আরতি যুগল কিশোর কি কীজে।
তনুমন ধনহু নিছায়রি দীজে ॥
পহিরণ নীল পীতাম্বর শাড়ী।
কুঞ্জবিহারিণী কুঞ্জবিহারী ॥
রবি শশী কোটী বদন অছু শোভা।
যে নিরখিতে মন ভেল অতি লোভা ॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ডগমগ দুহুঁ তনু ঝলকত জ্যোতি।
নন্দনন্দন বৃষভানু কিশোরী।
পরমানন্দ পহুঁ যাঙ বলিহারি ॥

পদ ২৮৭১

আরতি জয় বৃষভানু কুমারি।
ঝলকত মুখশোভা উজিয়ারি॥
কপূরক বাতী রতনকে থারি।
করে সই ললিতা প্রাণ পিয়ারী॥
বদন কমল সঞে করু নিছয়ারি।
সহচরিগণ করু জয় জয় কারি॥
মঙ্গল গাওত দেই করতারি।
বরিখে কুসুম সব নবীন কুমারী॥
চরণকমল সুখ চান্দ নেহারি।
পরমানন্দ জীবন বলিহারি॥

পদ ২৯০৬

দুহুঁ অতি কাতর কুঞ্জসে নিকসল
যত সহচরিগণ মেলি
দুহুঁজন নয়নে প্রেমজল ঝর ঝর
ঐছনে গৃহে চলি গেলি।
কিয়ে রাধামাধব লীলা
সোঙরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর
গলিগলি যাওত শিলা॥
বিমনহি নিজ নিজ মন্দিরে দুঁহুজন
শুতল পালঙ্ক শয়াম।
সখিগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল
ঐছন ভেল বিহান।
গুরুজন জাগল সুর উদয় কৈল
সবহুঁ ভেল পরকাশ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী চরণ হৃদয়ে ধরি
কহে পরমানন্দ দাস॥

উপরোল্লিখিত পাঁচটী ব্রজলীলা বিষয়ক পদের একটীও পরমানন্দ দাস তাঁহার চৈতন্যলীলার পদের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, তবে তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পদে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ইঙ্গিত অতিশয় স্পষ্ট। নিম্নে পদটী উদ্ধৃত হইল:—

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৪র্থ তরঙ্গ, ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৭ পদকল্পতরু ২১২০

গোরা তনু ধুলায় লোটায়।
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি
পীতবসন বংশী চায়।
ধরি নটবর বেশ সমুখে বাঁধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম করি সঘনে বোলয়ে হরি
চাহে গোরা কদম্বের শাখা।
শুনি বৃন্দাবনগুণ রসে উমমত মন
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
তা বুঝিয়া রোষ বোধ প্রিয় সব পারিষদ
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায়।
কেহো বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিলে না ধরে ধরণী।
নিজ মন আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে
কেবা দোহে ধরিবে পরাণি॥

## মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত ব্রজলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেন নাই। তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন এবং শৈশবাবধি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার পদেও শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণাবতার

ভাবের ইঙ্গিতের অভাব নাই। নিম্নে সেই সকল পদ উদ্ধৃত হইল যাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণাবতার ভাব ফুটিয়াছে, এবং বৃন্দাবন লীলাকেই যে সকল মূল পদের মূল অবলম্বন বলা যায়।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস

পদ ৮ পদকল্পতরু ২১২১

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি।
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে।

এই পদটীতে শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বর্ণনার মধ্যে স্পষ্টভাবে তাঁহার কৃষ্ণাবতার রূপটী প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ৪৮

সখি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদ ছায়া
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হইয়া রহিতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম পীরিতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক।
মুরারি গুপ্ত কয় পীরিতি সহজ নয়
বিশেষ গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা॥

বলা বাহুল্য, এই পদটী নাগরী ভাবের পদের অন্তর্গত এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীর অনুরাগ এই পদের অন্তর্গত ভাবের মূল হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। মুরারি গুপ্ত রচিত আর একটী পদে এই গোপী ভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। পদটী এই :—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোরে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনুটী ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কয় পীরিতি এমতি হয়
তার গুণ তিনলোকে গায়॥

## বংশীবদন দাস

শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে বংশীবদন দাস ও বংশীদাস ভণিতায় যথাক্রমে ২৫টী ও ১৭টী, মোট ৪২টী পদ ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে পদ সংখ্যা ২৬, ১৮৫৫, ২৫৬৪ এবং ১৮৫১ গৌরলীলা বিষয়ক বাকী আর সবই ব্রজলীলার পদ। ব্রজলীলার পদের মধ্যে শ্রীরাধিকার মান, দানলীলা, নৌকালীলা, বাল্যলীলা সম্বন্ধে পদ আছে, গোষ্ঠলীলা সম্বন্ধে পদ নাই। অথচ গৌরলীলার পদের মধ্যে দুইটী পদে এবং শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত অতিরিক্ত আরও একটী পদেও শ্রীগৌরচন্দ্র গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করিতেছেন এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই পদগুলির পরিপোষকরূপে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা গৃহীত হইয়াছে। আমরা নিম্নে এই তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী--৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস
পদকল্পতরু পদ ২৮৫১

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শ্যামলী বলি করয়ে ফুকার।
পূরব পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেমজলে ভাসে
পূরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস
পদ ২৭ পদকল্পতরু, পদ ২৫৬৪

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়
নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান।
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম।
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ।
শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর বেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন
বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন॥

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী— ৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস
পদ ৩০

শ্রীনন্দ নন্দন শচীর দুলাল, চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিণী কোঙর নিত্যানন্দ রায় ভাই-এর অগ্রেতে ধায়।
শ্রীদাম সাঙ্গাইত অভিরামস্বামী গাভীবৎস লইয়া চলে
সুবল পণ্ডিত গৌরীদাস আসি তুরতি মিলিল দলে॥
পরিকর সবে লইল পাঁচনি ধরিয়া রাখাল বেশ
আবা আবা রবে ছাইল গগন সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে॥

এ-পর্য্যন্ত আমরা বিশদ আলোচনার সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী এই কবিগোষ্ঠী প্রধানতঃ গৌরলীলার পদ রচয়িতা হইলেও ইঁহাদের পদের ভাব ও বিষয়বস্তু সমস্তেরই মূলে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা। ইঁহারা কিছু কিছু ব্রজলীলার পদও রচনা করিয়াছেন আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃন্দাবনলীলার ঘটনাবলী গৌরলীলার পদের পরিপোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পদগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অনুরাগের বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীচৈতন্যের রূপাকর্ষণ যে ভাবে ইঁহাদের নাগরী ভাবের পদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা গোপ-রমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের রূপাকর্ষণ বর্ণনার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই সকল কবি ব্রজলীলার ঘটনাবলী তাঁহাদের রচিত গৌরলীলার পদের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের রচনায় ব্রজবুলি বিশেষ ব্যবহার করেন নাই। অধিকাংশই সহজ সরল বাঙ্গালা ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে ইঁহাদের বাঙ্গালায় ও ব্রজবুলিতে রচিত পদের আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

**নরহরি সরকার—**

ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতে নরহরি ভণিতায় ব্রজলীলা বিষয়ক যে পদটী ("রাইক বিপত্তি শুনি" ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছে, সেটী বাঙ্গালাঘেঁষা অতি সহজ ব্রজবুলিতে রচিত। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে নরহরি ভণিতায় যে পদগুলি ব্রজবুলিতে লেখা, তাহার মধ্যে নরহরি সরকারের পদ আছে কিনা জানা যায় না। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ-এর সূচীপত্রে যে ১০০টী পদ নরহরি সরকারের অকৃত্রিম রচনা বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটীও ব্রজবুলিতে রচিত নহে। এইগুলির সবগুলিই বাঙ্গালা পদ।

**বাসুদেব ঘোষ—**

বাসুদেব ঘোষের ১৩৭টী পদ গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে দুইটী পদ—৪র্থ তরঙ্গ ৫ম উচ্ছ্বাস পদ ১২, আজু রজনী হাম ......ইত্যাদি এবং ৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস পদ ১৪, কি কহবরে সখী রজনীক বাত... ইত্যাদি ব্রজবুলিতে রচিত। আর সবই বাঙ্গালা। এই পদ দুইটী যথাক্রমে পদকল্পতরুর ৩৬৫ এবং ৭২৪ সংখ্যক পদ। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে বাসুদেব ঘোষের মোট ৯৫টী পদ ধৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ৬টী পদ, সংখ্যা ২৮, ২৪৯, ৩৪১ ৩৬৫, ৪৫১ ও ৭২৪ ব্রজবুলিতে রচিত।

**গোবিন্দ ঘোষ—**

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে গোবিন্দ ঘোষের মোট ৮টী পদ ধৃত হইয়াছে। এইগুলির একটীও ব্রজবুলিতে রচিত নহে।

**মাধব ঘোষ—**

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত মাধব ঘোষের ৭টী পদের মধ্যে পদকল্পতরুতে ধৃত ৩টী ব্রজলীলা বিষয়ক পদ ব্রজবুলিতে রচিত। বাকী ৪টী—গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ বাঙ্গালায় রচিত।

**শিবানন্দ সেন—**

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে শিবানন্দ ভণিতায় মোট ১২টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র একটী পদ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস, পদ ৬১, হোলি খেলত গৌর কিশোর...ইত্যাদি ব্রজবুলিতে আর সবই বাঙ্গালা। এটী শিবানন্দ সেনের রচনা।

**পরমানন্দ গুপ্ত—**

পরমানন্দ গুপ্ত রচিত ১৫টী পদ শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে যে পাঁচটী পদ কেবলমাত্র পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে অথচ গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত হয় নাই, সেইগুলিই ব্রজবুলিতে রচিত। আর দশটীর মধ্যে একটী অর্দ্ধেক সংস্কৃততে রচিত গোবিন্দ-বন্দনা বাকী ৯টী খাঁটী বাঙ্গালা পদ।

**রামানন্দ বসু—**

রামানন্দ বসুর রচিত মোট ১৯টী পদ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ব্রজবুলিতে রচিত পদের সংখ্যা পাঁচ।

**মুরারি গুপ্ত—**

মুরারি গুপ্ত রচিত ৯টী পদ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে একটী পদও ব্রজবুলিতে রচিত নহে।

**বংশীবদন—**

শ্রীশ্রী।দকল্পতরুতে এবং শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত বংশীবদন দাস রচিত মোট ৪১টী পদের মধ্যে ৯টী পদ ব্রজবুলিতে রচিত বাকী আর সব বাঙ্গালা।

## উপসংহার

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, এ পর্য্যন্ত যে নয়জন কবির পদ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং ইহাদিগের রচিত পদাবলীর অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক সাহিত্যে চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে ইহাদের উল্লেখ এই তথ্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই তথ্য প্রতিষ্ঠার সার্থকতা চৈতন্য-জীবনীর উপর বিশেষ আলোকপাত করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনের নদীয়াবিহার কালীন ঘটনাবলীর অনেক ঘটনারই খুঁটীনাটী বিবরণ এই কবিগোষ্ঠীর পদে পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া গৃহীত হইলে চৈতন্য-জীবনীতে তাঁহার নদীয়াবিহার কালীন ঘটনাবলীর মধ্যে যে যে ফাঁক আছে তাহা এই সকল বিবরণের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে—এবং সেইকারণে চৈতন্যজীবনী রচনার উপাদান হিসাবে এই সকল পদ অমূল্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

আমরা নিম্নে নানা চৈতন্যজীবনীর বিষয়বস্তুর সহিত এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠীর প্রদত্ত বিবরণের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই কবিগোষ্ঠীর পদাবলীর সাহায্যে চৈতন্যজীবনী সম্বন্ধীয় কি কি নূতন তথ্য অবগত হইতে পারা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুরারি গুপ্ত-রচিত কড়চায় সন্নিবিষ্ট বিবরণসমূহ সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালায় রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে অবস্থানকালীন গার্হস্থ্যলীলার বর্ণনা মুরারি গুপ্তের কড়চার উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত।

লোচনদাস নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল কিছুটা নরহরি সরকারের পদ হইতে গৃহীত বিবরণের সাহায্যে রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যদেবের নদীয়ালীলার বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মূল্য তাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রামানন্দ রায় এবং মহাপ্রভুর কথোপকথনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্যই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

মুরারি গুপ্তের কড়চার মধ্যে মহাপ্রভুর জন্মলীলা-বাল্যলীলার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সহিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের ও লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের বিবরণের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। সুতরাং এই সকল বিবরণের সহিত শ্রীচৈতন্যের নদীয়ালীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠী কর্ত্তৃক বর্ণিত বিবরণের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই এই

সকল কবির পদের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। মুরারি গুপ্তের কড়চায় মহাপ্রভুর জন্মলীলা ও বাল্যলীলা বর্ণনায় এত অধিক অলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে, এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় মুরারি গুপ্তের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং অবতার এই তত্ত্ব প্রচার করা। মুরারি গুপ্তের বর্ণনায় মহাপ্রভুর বালক মূর্ত্তিটী মনুষ্যবালকের মূর্ত্তি অপেক্ষা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বালক মূর্ত্তির দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়াই অধিক প্রতিভাত হয়।

বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর জন্মলীলা ও বাল্যলীলার বর্ণনায় মুরারি গুপ্তের হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার বর্ণনা সম্বন্ধেও উপরোক্ত মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এইখানে একটী কথা বলা যাইতে পারে। লোচনদাস নরহরি সরকারের শিষ্য হইয়াও চৈতন্য-জীবনী রচনায় মুরারি গুপ্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ জীবন-চরিত রচনায় একটী বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের লীলা-সম্বন্ধীয় পদাবলীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শন-হেতু তাঁহার জীবনের নানা ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না; কিন্তু চৈতন্য-জীবনী রচনার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য – তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা প্রচার ও তাঁহার দেবত্বের মহিমা ও অবতার-ভাবের প্রতিষ্ঠা। এই কারণে লোচন দাস তাঁহার "ধামালী—" পদে নরহরি সরকারের সাহিত্য-শিষ্য হইয়াও "চৈতন্য মঙ্গল" রচনায় মুরারি গুপ্তের পদাঙ্ক অনুসারী।

বাসু ঘোষ প্রভৃতির চৈতন্যের জন্মলীলা ও বাল্যলীলার পদ আলোচনা করিলেই দেখা যায়, ইঁহাদের পদের মধ্যে একটী সুগৌর-কান্তি অসাধারণ লাবণ্য-মণ্ডিত মনুষ্য শিশু ও বালকের রূপ পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলায় যাহা বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে চৈতন্যদেবের অশুচিস্থানে উপবেশন, শচীর তাড়না, চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক শচীকে আঘাত করণ, তারপর চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক সহসা দুইটী বৃন্ত সমেত নারিকেল ফল আনয়ন. শচীর স্বপ্নে দেবগণ কর্ত্তৃক চৈতন্যকে পূজা দর্শন, ও চৈতন্যের শূন্য পায়ে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ, এই সকল বর্ণনাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাস উভয়েই এই সকল ঘটনাবলীই চৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে একমাত্র বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

বাসু ঘোষের পদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণাবতার ভাবের ইঙ্গিত থাকিলেও শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক মহিমা প্রচার করাই ইঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, মানুষ হিসাবে চিত্রিত করাও ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে বিষয়টী স্পষ্ট হইবে।

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের জন্ম বর্ণনা করিতেছেন :—

ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশীথে ফাল্গুনে শুভে মনঃ সু দেব সাধুনাং প্রসন্নেষুচ শীতলে,
কালে সর্ব্বগুণোৎকর্ষে শুদ্ধ গন্ধবহান্বিতে, স্বর্ণদ্যা শুদ্ধ সলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ॥

অর্থাৎ তৎপরে ফাল্গুনী রাকা পূর্ণিমার শুভ ও সর্ব্বগুণোৎকর্ষ সময়ে বিশুদ্ধ পবন প্রবাহিত হইতে থাকিলে, দেবতা ও মনুষ্যের মন প্রসন্ন হইলে, সুরধুনীর শুদ্ধ জলও সুশীতল হইলে স্বয়ং হরি প্রাদুর্ভূত হইলেন।

শ্রীচৈতন্যের জন্মোপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে মুরারি গুপ্ত বিশেষ কিছু বর্ণনা করেন নাই। কেবলমাত্র বলিয়াছেন :—

বাৎস্যশ্চকার—পুত্রস্য জাতকর্ম্মমহোৎসবং
তাম্বুলং চন্দনং মাল্যং গন্ধং প্রাদাৎ দ্বিজাতয়ে—
ক্রমশোত্থান কর্ম্মাদি মঙ্গলানি চকার স।

বাৎস্য জগন্নাথ পুত্রের জন্মোৎসব কার্য্য সুসম্পাদন করিলেন; তাম্বুল, গন্ধমাল্য ও চন্দনাদি তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বালকের উত্থান পর্ব্বাদি সব নিষ্পাদন করিলেন।

আমরা নিম্নে বাসুদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্যের শিশু-লীলার কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, এইগুলির মধ্যে কত খুঁটিনাটী বিবরণ দিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী—১ম তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস

পদ ১ম

মিশ্র পুরন্দর কিছু মনে বিচারিয়া.
পুরোহিত দ্বিজবরে আনিলা ডাকিয়া ॥
ধনরত্ন অলঙ্কার দ্বিজবরে দিল।
স্বস্তি বচন বলি দান তুলি নিল ॥
অর্ঘ্য আশীষ দ্বিজ ধরি নিজ হাতে।
সন্তোষে তুলিয়া দিল গোরাচাঁদের মাথে ॥
শচী ঠাকুরাণী তবে কহিতে লাগিল
সাতপুত্রের এই পুত্র বিধি মোর দিল ॥
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিজবর।
বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুই কর ॥

পদ ২য়

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীর বালা ॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর ॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে ॥
সোনার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছলি আপনা ॥

পদ ৩য়

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মিলি দেয় ঘন করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥
সুরঙ্গ চতুলা মাথে, গলায় সোনার কাঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাঞাছে ধড়া গাছটি আঁটি ॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবন মোহন বেশ ভুক কামধেনু—
রতন কাঞ্চন নানা আভরণ
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উৎপল চরণ যুগল তুলিতে নূপুর বাজে ॥
শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে ধর ধর কর কোলে
গোরা মোর পরাণের পরাণি ॥

পদ ৪র্থ

কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া ॥
রাতুল কমল পদে ধায় দ্বিজমণিয়া
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সুধ্বনিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশুরস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥

পদ ৫ম

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনলোভা ॥

পদ ৬ষ্ঠ

মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুঁড়ি গুঁড়ি
টানি লৈয়া যায় হাত চলে ক্ষণে জোরে।
পদ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধূলি ঝাড়ি
আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে॥
বাসু কহে এ ছাবাল ধূলায় লোটাবা
স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা॥

পদ ৭ম

পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয়॥
চাঁদ দে মা বলি শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয়॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল॥
রাধা কৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল।
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ
বাসু কহে পটে পহুঁ হের নিজ মুখ॥

আর একটী ঘটনা শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস। মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ মোটামুটিভাবে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—তিনি বৈদ্য মুরারি গুপ্তকে উপদেশ দিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান করিয়া যাত্রা করিলেন এবং সুরধুনী উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন। পথে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পে আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে কেশব ভারতীর আলয়ে গমন করিলেন, সেইস্থানে মাঘ মাসের শেষদিনে শুভ সংক্রান্তিতে রবি সংক্রামণ ক্ষণে কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন, হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু ও অরুণ বস্ত্র দান করিলেন। কেশব ভারতীর গৃহ হইতে মহাপ্রভু রাঢ়দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং তাহার পরে অদ্বৈতের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সেই সংবাদ শচীর সমীপে লইয়া গেলে শচীমাতা পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈতের গৃহে আগমন করিলেন। সেই স্থানে শচীমাতার স্বহস্তে রন্ধন ভোজন করিয়া অবস্থিতি করিবার পর মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইলেন।

মুরারি গুপ্ত ইহার পরের ঘটনাবলী সবই তাঁহার কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস এবং লোচনদাস তাঁহাদের চৈতন্য-ভাগবতে ও চৈতন্য-মঙ্গলে নিমাই-সন্ন্যাসের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়াও বর্ণনার সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের কারুণ্য ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এইভাবে গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের আসল রূপটী ফুটাইয়া তুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম হইয়াছেন বাসুদেব ঘোষ।

বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের রাত্রি হইতে অদ্বৈতের গৃহ হইতে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন বিশদভাবে এমন প্রাণ দিয়া নিমাই-এর গৃহত্যাগ, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ, সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পে নদীয়াবাসীর আক্ষেপ, মহাপ্রভুর মস্তকমুণ্ডনে আবালবৃদ্ধবণিতার শোক, নাপিতের দুঃসহ মনঃক্লেশ কেহই বর্ণনা করিতে পারেন নাই। একমাত্র বাসুদেব ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাসের পদ পাঠ করিলে বুঝা যায় শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াবাসী মাত্রেরই প্রাণের অধিক ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ ও চরিত্রমাধুর্য্য সমগ্র নদীয়ার অধিবাসীবৃন্দকে মুগ্ধ এবং অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুতঃ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্য প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে কতগুলি কারণে চৈতন্য-চরিত গ্রন্থাবলী অপেক্ষা এই নয়জন প্রত্যক্ষদর্শী কবির রচিত পদ অধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দেহলাবণ্যের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে কোনও চরিত-গ্রন্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নাই, প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠীর পদের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতিটী অবয়বের খুঁটীনাটী বর্ণনা আছে। এমন ভাবে এই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে এই বর্ণনা অবলম্বন করিয়া সহজেই শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত করা যায়।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, আকর্ণবিস্তৃত বিশাল নেত্রযুগল, উন্নত গ্রীবা, আজানুলম্বিত বাহু, অপরূপ কৃষ্ণবর্ণ চাঁচর চিকুর, ক্ষীণ কটী, সর্ব্বোপরি অবিরল অশ্রুজল মোচন এবং পরিধানে অরুণ বর্ণের বহির্বাস—এই সমস্ত বর্ণনাই এই কবিগোষ্ঠীর পদে আছে, কোনও চরিত-গ্রন্থকার এত আগ্রহ করিয়া এই ভাবে মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনা করেন নাই। যাঁহারা সে শ্রী অঙ্গের লাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই রূপমাধুর্য্য বর্ণনা করিবার যে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই কবিগোষ্ঠীর পদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, মহাপ্রভুর ভাবাবেশের এবং ভাবাবেশকালীন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বর্ণনাও চৈতন্য-চরিত গ্রন্থে নিবিষ্ট হয় নাই। প্রত্যক্ষদর্শী এই নয়জন কবির পদে, বিশেষ নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের পদে, এই ভাবাবেশের যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়।

মহাপ্রভুর ভাবাবেশের খুঁটীনাটী বর্ণনার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃষ্ণভক্তির বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে তাঁহার ভাবাবেশের যথাযথ পরিচয় পাওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, মহাপ্রভু যে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার নানা অনুষ্ঠান তাঁহার সখা ও পারিষদগণের সহিত স্বয়ং অনুষ্ঠিত করিতেন, ইহার উল্লেখও চৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলীতে নাই।

বস্তুতপক্ষে এই সকল অনুষ্ঠানই শ্রীচৈতন্যের নদীয়ালীলার প্রাণ। শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ নানা অনুষ্ঠান যে শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই কবিগোষ্ঠীর পদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথ নির্দ্দেশ লাভ করা যায়। এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও পারিষদগণের নাম ও তাঁহার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ব্যাপারে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়।

মহাপ্রভুর নানারূপ লীলা-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার ভক্তশিষ্য গদাধরের একটী বিশেষ স্থান ছিল, সে খবর আমরা এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠীর পদের মারফত পাই। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির মাধুর্য্য ও প্রগাঢ়তা তাঁহার নদীয়ায় বিহারকালীন লীলায়ই সর্ব্বাপেক্ষা ফুটিয়াছে বেশী, এবং তাহা প্রকাশিত হইয়াছে একমাত্র এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠীর পদে। সুতরাং মহাপ্রভুর চরিত্র-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার পক্ষে এই কবিগোষ্ঠীর রচিত পদাবলী অমূল্য সম্পদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নামধারী একজন অসাধারণ মনুষ্য ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া আপন চরিত্রের অলৌকিক প্রতিভাবলে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানুষ নাম সার্থক করিয়াছিলেন,—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যদি এই সকল কবির পদ যত্ন সহকারে পাঠ করা যায়।

নানা অলৌকিক ঘটনার বিবরণের আধিক্যে অতিরঞ্জনের জালে জড়িত হইয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মনুষ্য-জন্মের যে পুণ্যস্মৃতি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, সে অন্ধকার অপনোদনের উপায়স্বরূপ এই কবিগোষ্ঠীর পদাবলী আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন।

# নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলী

[ ১ ]

গৌর লীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ ॥

গৌর গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন।
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥

[ ২ ]

ব্রজভূম করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ
এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর বর্ণ করি ভাবান্তর
পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল ॥
নাহি শিখিপুচ্ছ চূড়া নাই সেই পীতধড়া
করে নাই সে মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান বধিলে গোপীর প্রাণ
সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি ॥

নাহি সে বাঁকা নয়ন এবে হেরি সুলোচন
নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই
যদি দিলে দরশন একরূপে ভুলে না মন
তুমি সেই ব্রজের কানাই।
কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাস
সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের সেই কথা বলিতে মরমে ব্যথা
যে হইল উভয় মিলনে ॥ *

[ ৩ ]

রসে তনু ঢর ঢর গৌর কিশোরবর
এবে নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে ব্যথা
ভক্ত বিনা নাহি জানে অন্য ॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুমান শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ:তনু তার সাথী ॥

অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গতনু
অদ্ভুত গৌরাঙ্গ লীলা।
রাই সঙ্গে খেল ইতে কুঞ্জবন বিলাসিতে
অনুরাগে গৌর তনু হৈলা ॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ ॥

[ ৪ ]

গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে
রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানাত কে,

মধুর বৃন্দা বিপিন, মাধুরি প্রবেশ চাতুরি সার,
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি শকতি হইত কার

* মহাপ্রভু ও অভিরাম গোপালের মিলন।

গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়া মম।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখি যে একজন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে
নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে ॥ †

[ ৫ ]

বেলা অবসানকালে ননদিনী সনে জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া এনু ॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর, চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে সাঁতারে না পাই থা ॥
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল বিষম কুসুম শরে।
রমনী কেমনে ধৈরজ ধরিবে মদন কাঁপায় ডরে ॥
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ মাধুরী যাহার অন্তরে জাগে।
কুল শীল তার, সকলি মজিল গোরাচাঁদের অনুরাগে ॥

[ ৬ ]

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর, গৌর গলার হারা ॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে সেরূপ চাঁদেরে নয়নে নয়নে থোব।
সই লো কহ না গোরের কথা।
গোরার সে নাম, অমিয়ার ধাম, পীরিতি মুরতি দাতা
গৌর শব্দ গৌর সম্পদ সদা যার হিয়ায় জাগে।
কহে নরহরি, তাহার চরণে সতত শরণ মাগে ॥

[ ৭ ]

মো মেনে মনু গোরাচাঁদেরে দেখিয়া।
অপরূপ কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া,
ক্ষণে শীঘ্রগতি চলে যারে মালসাট
ক্ষণে থির হৈয়া চলে সুরধুনি পাট ॥
অরুণ নয়ানে চাহে অনিবার
হানিল নয়ান বাণ হিয়ার মাঝার ॥
আজানুলম্বিত ভুজ দোলে দুই দিগে।
যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে ॥
ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে ক্ষণে উতরোল
না বুঝিয়া নরহরি হইল বিহ্বল।

[ ৮ ]

মরম কহিব সজনি কায় মরম কহিব কায়
উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে হেরি এ গৌরাঙ্গ রায়।
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল, সকলি গৌরাঙ্গময়
এ দুটী নয়ানে কত বা হেরিব লাখ আঁখি যদি হয় ॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ কি হৈল আমারে সখি ॥
গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ হেরি এ সদা।
নরহরি কহে গৌরাঙ্গচরণ হিয়ায় রহল বাঁধা ॥

[ ৯ ]

মজিনুঁ গৌর পীরিতে সজনি মজিনুঁ গৌর পীরিতে
হেরি গৌররূপ জগতে অনুপ মিশিয়া রৈয়াছে জগতে।
অতসী কুসুম কিবা চাঁপা শোণ হরিল গৌরাঙ্গ রূপ।
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ তিলফুল নাসাকূপ।
অপরাজিতার কলিতে আমার হরিল গৌরাঙ্গ ভরু।
হরে কুন্দকলি দশনে আবলী কদলী তরুতে উরু।
সনাল অম্বুজ, হরিল সে ভুজ বক্ষস্থল পদ্মিনী
কহে নরহরি মোর গৌরহরি, সকল ভুবনে জানি ॥

† এই পদটী সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। বাসুদেব ঘোষের ভণিতায়ও এই পদটী পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে এই পদটী নরহরি ভণিতায় আছে। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতেও এই পদটী নরহরি ভণিতায় ধৃত হইয়াছে।

[ ১০ ]

কে আছে এমন মমের বেদন কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি, তেই সে তোমারে কই
বেলি অবসানে ননদিনী সনে গেনু জল ভরিবার,
দেখিতে গৌরাঙ্গে, কলসি ভাঙ্গিল, সরম হইল সার।
সঙ্গে ননদিনী কাল ভুজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি সম্বরিতে নারি, বয়ান শুকায়ে গেল ॥

গৌর কলেবর করে ঝলমল, শারদচাঁদের আলো।
সুরধুনী তীরে দাঁড়াইয়া আছে, দুকূল করিয়া আলো।
বুক পরিসর তাহার উপর চন্দন ফুলের মালা
নয়ন ভরিয়া দেখিতে নারিনু ননদী হৈল কালা।
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ মাধুরী যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুলশীল তার সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গের অনুরাগে ॥

[ ১১ ]

কি হেরিলাম গোরারূপ না যায় পাসরা
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে গোরা;
জলের ভিতর যদি ডুবি, জলে দেখি গোরা
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা ॥

তেই বলি গোরারূপ অমিঞা পাথার
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝারে জাগে ॥

[ ১২ ]

তরুণী পরাণ চোরা গোরারূপ মাধুরী অমিঞা ধারা।
ধনি ধনি ধনি, বারেক নয়ন কোণেতে পিয়য়ে যারা ॥
সই ও কথা কহিব কাকে,
পণ্ডিত গদাই, পানে ঘন চাই, রাধিকা বলিয়া ডাকে।

দাস গদাধর, করে দিয়া কর, উলসে পুলক গা।
মৃদু মৃদু হাসে, কিবা রসে ভাসে কিছুই না পাই থা ॥
নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বাটে, হেলিতে দুলিতে যায়।
নরহরি মনমোহন ভঙ্গিমা মদন মুরছে তায়।

[ ১৩ ]

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে নয়নে নয়নে গলয়ে লোর।
হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর, গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ এত কি পরাণে সহে ॥

অবলা নারীরে করে জরজর বুকের মাঝারে পশি
কহিতে ঐছন পূরুব বচন অবনত মুখশশী ॥
প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা মরম কেহ না জানে
পূরুব রচিত সদা বিভাসিত দাস নরহরি ভণে ॥

[ ১৪ ]

কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে ॥
যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি।
ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি ॥
সহচর সঙ্গে পহুঁ করে কত রঙ্গ।
মুরলী মুরলী কহে হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥

রাধাভাবে গদাধর কি জানি কি কহে।
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখ পানে চাহে ॥
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে।
না বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে ॥*

* এই পদটীর ভাব অবিকল ক্ষণদা চিন্তামণির "গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে" ইত্যাদি পদের অনুরূপ।

[ ১৫ ]

দেখি গোরা নীলাচল নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইয়া গোপীভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পীরিতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
বিরস সে সরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥

[ ১৬ ]

রামানন্দ স্বরূপের সংগে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥

[ ১৭ ]

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহন না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুই ঝাঁপ দেই যমুনার নীরে॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

[ ১৮ ]

আরে মোর গৌর কিশোর। পুরব প্রেম রসে ভোর॥
স্বরূপ দামোদর রাম রায়। করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদ গদ ভাষ। ঘন বহে দীঘল নিশ্বাস॥
মরম না বুঝে কেহ মোর। কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
কেন বা এ প্রেম বাঢ়াইনু। জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইনু॥
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান। নরহরি মলিন বয়ান॥

[ ১৯ ]

কনক চম্পক গোরাচাঁদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কাঁদে॥
ক্ষণে উঠে কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
কহে ধিক বিধির বিধানে। এমত জোটন করে কেনে॥
কোনভাবে কহে গোরারায়। নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥

[ ২০ ]

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥

খেনে ভিতে মুখ শিরে ঘসে।
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

[ ২১ ]

আরে আমার গৌর কিশোর।
নাহি জানি দিবা নিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥
ক্ষণে উচৈচস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ
কাহা পাঙ যাঙ কার সাথ॥
ক্ষণে উর্দ্ধ বাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখি যুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি
রাধার পীরিতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে কলি যুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হৈনু মুই কেন॥

[ ২২ ]

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পূরব প্রেমভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া॥
জানলুঁ তোহারে তোর কপট পীরিতি।
যা সঙ্গে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গর গর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ॥
কহে নরহরি রাধাভাবে হৈল হেন।
পাই অশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন॥

[ ২৩ ]

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি। রজনী জাগিল হেন সাখী॥
বিরস বদনে কহে বাণী। আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী॥
কাঁদিয়া কহয়ে গোরা রায়। এ দুঃখ সহনে নাহি যায়॥
কাতরে করয়ে সবিষাদ। নরহরি মাগে পরসাদ॥

[ ২৪ ]

প্রেম করি কুলবতী সনে। এত কি শঠতা কানুর মনে॥
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল। ঘরের বাহিরে মুই আইল॥
কহে পুন হইবে মিলন। তাই মুই আইনু কুঞ্জবন॥
বেশ বনাইনু কতমতে। আশাকরি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে॥
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে। রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥
স্বরূপেরে এত কহি গোরা। অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে। কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে॥

[ ২৫ ]

কি লাগি ধূলায় ধূসর সোনার বরণ শ্রীগৌরদেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চাঁদে।
উহু উহু করি কুকরি কুকরি, উরে পাণি ধরি কাঁদে॥
ভিতিয়া গেয়ল সব কলেবর ছাড়য়ে দীঘল নিশ্বাস।
রাইএর পীরিতি, যেন হেম রীতি—কহে নরহরি দাস॥

[ ২৬ ]

সোনার বরণ গৌরসুন্দর, পাণ্ডুর ভৈগেল দেহ।
শীতে ভীতে কেন, কাঁপয়ে সঘন, সোঙরি পূরব লেহ॥
কিছু না কহই, দীঘ নিশ্বাসই, চিত্রের পুতলি পারা।
নয়ন যুগল, বাহি পড়ে জল, যেন মন্দাকিনী ধারা॥
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর না জানি কেমন তাপে।
কখন সঙ্গীত কখন রোদন, কিবা করে পরলাপে॥
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, চাহয়ে রঙ্কের পারা।
হরি হরি বোলে, ভুজযুগ তোলে মরম বুঝিবে কারা॥

[ ২৭ ]

মরি মরি গৌরগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার।
শয়নে স্বপনে গৌরাঙ্গ বিহনে, কিছু না জানয়ে আর॥
ও চাঁদ মুখের মৃদু মৃদু হাসি, অমিয়া গরব নাশে।
তিল আধ তাহা না দেখি কলপ অলপ করিয়া বাসে॥
কি কব সে সব, শয়ন বিচ্ছেদে, অধিক আকুল মনে।
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি চাহয়ে গগন পানে॥
ময়ূর কপোত কোকিলাদি নাদ শুনিয়া পাতয়ে কান।
নরহরি কহে প্রভাত উপায় চিন্তিত ব্যাকুল প্রাণ॥

[ ২৮ ]

সোনা শতবান যেন গৌরাঙ্গ আমার।
সুন্দর চাঁচর মাথে কুন্তলের ভার।
কি লাগি মুড়ায়ে মাথা গেলা কোন্ দেশে।
কার ঘরে রহিলেক এই চতুর্মাসে॥
সোঙারি সোঙারি হিয়া বিদরিয়া যায়।
কোথা গেল পরাণ পুতলি গোরা রায়॥
কাঁদয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি দাস॥

[ ২৯ ]

গৌরাঙ্গ কে জানে মহিমা তোমার।
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিত পাবন অবতার॥
শ্যাম মহোদধি কেমনে বিধাতা, মথিয়া সে করতাল।
কত সুধার স তাহে নিরমিয়া উপজিল গৌরাঙ্গ রসাল॥
ত্রিভুবনে প্রেম বাদর হইল গৌর প্রেম বরিষণে।
দীন হীন জন ও রসে মগন নরহরি গুণ গানে॥

[ ৩০ ]

কিনা হইল সই, মোরে কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
খাইতে সোয়াথ নাই, নিদ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥

যে না জানে এনারস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কাহ্নু প্রেম শেল॥
নবীন পাউখ মীন মরণ না জানে।
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে॥
আগম পীরিতি মোর নিগমে তো সার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িলুঁ পাথার॥

[ ৩১ ]

রাইক বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির ত্যজি চলু নব নাগর
পুনঃ পুনঃ পরশই মাসা॥
বিছুরল চরণ রণিত মণি মঞ্জীর
বিছুরল মুরলীক রন্ধ্রে।
বিছুরল বেশ বসন ভেল বিগরিত
বিগলিত শিখি পুচ্ছ চন্দ্রে॥
মলয়জ পরিমলে দশদিশ আমোদিত
দরশ যামিনী বহে অতি পুঞ্জে।
লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিনে মিলল কুঞ্জে॥
দুহুঁ মুখ হেরই 'অথির ভেল দুহুঁ তনু
পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ।
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধর বিধুবর ঝাঁপ॥

[ ৩২ ]

কি লাগি আমার গৌরাঙ্গসুন্দর বসিয়া গৃহের মাঝে
বসন আসন রতন ভূষণ সাজয়ে অঙ্গের সাজে॥
আপন বপুর ছাঁহ নেহারিয়া চমকে উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ এত বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি ভাবিয়া রাইএর দশা।
সজল নয়নে চাহে পথ পানে কহে গদগদ ভাষা॥

[ ৩৩ ]

পালঙ্ক উপরে গৌরাঙ্গসুন্দর বসিয়া বিরস মনে।
রাধার ভাবেতে ভাবিত অন্তর বাসক সজ্জার ভাণে॥
কহে শ্যাম বঁধু আসিবে বলিয়া শেজ সাজাইনু ফুলে।
গতপ্রায় নিশি কোথা কালশশী রজনী গেল বিফলে॥
না আসিল কালা আর প্রেমজ্বালা কত না সহিব প্রাণে।
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পীরিতি সে শ্যাম নিঠুর সনে॥
হেম দরপণি, গৌরাঙ্গ লাবণি, ধূলায় ধূসর কাঁতি।
আসন বসন ত্যজিয়া রোদন, ব্রজবিলাসিনী ভাতি॥
হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব, কাহারে কহিব, পরাণ ফাটিয়া উঠে॥
সহচরগণে করিয়া রোদনে কহয়ে বদন তুলি।
আমার পরাণ, করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি॥
নরহরি দাসে গদ গদ ভাষে কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর।
অলি ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে সদা রাধা প্রেমে ভোর॥

# পদাবলী

## বাসুদেব ঘোষ

বাসুদেব ঘোষের অকৃত্রিম পদ বলিয়া নিম্নে যে সকল পদ উল্লিখিত হইল সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সকল পদের সহিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ২য় সংস্করণে মুদ্রিত বাসুদেব ঘোষের নামাঙ্কিত পদাবলীর বেশীর ভাগেরই মিল আছে। সামান্য পাঠান্তর দৃষ্ট হয় মাত্র। তবে কয়েকটী পদ সম্বন্ধে এইখানে একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থের "নিশি শেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে........." গৌরপদতরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ ৩য় তরঙ্গ, ২য় উচ্ছ্বাস, পদ ১১২, এবং "গেল গৌর না গেল বলিয়া ..."৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস, পদ ১৮, ইত্যাদি যে দুইটী পদ বাসুঘোষের রচনা নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে পদ দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কোনও পুঁথিতে বাসুদেব ঘোষের ভণিতায় পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ২য় সংস্করণে মুদ্রিত বাসুদেব ঘোষের ভণিতাসহ যে সকল পদ আছে, তাহার মধ্যে "মধুশীল বলে গোসাঞি না ভাঁড়াও মোরে...." গৌরপদতরঙ্গিনী, ২য় সংস্করণ ৫ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস পদ ১১ ইত্যাদি পদে যে নাপিত মহাপ্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল তাহার নাম দেওয়া আছে "মধুশীল"।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথির মধ্যে একটী পুঁথি, পুঁথি নং—৩১৭-তে আগাগোড়া নিমাইসন্ন্যাসের বিবরণ পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে একটী পদে দুই স্থানে নাপিতের নাম কালিদাস দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে সেই পদটী উদ্ধৃত হইল।

### পদ [ ১ ] রাগ

গোরা গুণ গাও আও শুনি।
অনেক পুণ্যের ফলে সো পহুঁ মিলাওল
প্রেম পরশরস মণি॥
অখিল জীবের এ শোক সায়র
শোষ এ আঁখির নিমিষে।
ও প্রেম লবলেশ পরশ না পাইলে
পরাণ জুড়াইবে কিসে॥
অরুণ নয়ানে তরণী মিলয়
করুণাময় নিরখিনুঁ।
ভাবে গরগর পুলক মনোহর
আপাদমস্তক তনু।
বাসুদেব ঘোষ কহে সহস্র ধারা বহে
সুখ সথি সিঞ্চিত জনু॥

### [ ২ ]

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিল গোরা শচীর উদরে॥
ফালগুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফালগুনী।
শুভক্ষণে জনমিল গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার।
আপনে করিতে সেই অসুর সংহার॥
শচীর উদরে ইবে গোরা অবতার।
কলিযুগে জীবে গোরা করিতে উদ্ধার॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা।
গোরা পাদপদ্ম মনে করিয়া ভরসা॥

[ ৩ ]

মিশ্র পুরন্দর কিছু মনে বিচারিয়া।
পুরোহিত দ্বিজবরে আনিল ডাকিয়া ॥
ধনরত্ন অলঙ্কার দ্বিজবরে দিল।
স্বস্তিক বচন বলি ধন তুলি নিল ॥
আশীষ তণ্ডুল দ্বিজ ধরি নিজ হাথে।
সন্তোষ তুলিয়া দিল গোরাচাঁদের মাথে ॥
শচী ঠাকুরাণী তবে কহিতে লাগিল।
সাত পুত্রের এই পুত্র বিধি মোরে দিল ॥
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিজবর।
বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুই কর ॥

[ ৪ ]

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানারঙ্গে যায় শচীর বালা ॥
লালে মুখ ঝরঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর ॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে ॥
সোনার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা ॥

[ ৫ ]

কিবে হামা পেখলু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া।
মধ্যে গৌরাঙ্গ নাচে হরি হরি বলিয়া ॥
জননী শুনই তান নূপুরক ধ্বনিয়া।
উজোর করিল পদে ধায় দ্বিজমণিয়া ॥
কহে বাসুদেব ঘোষ শিশুরস জানিয়া।
ধন্যরে নদীয়ার লোক কলিযুগ ধনিয়া ॥

[ ৬ ]

কাঁচা কাঞ্চনমণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগ প্রেমতরঙ্গ ॥
ও নব কুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম,
হেলন নরহরি অঙ্গ ॥
গোরা নাচত পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গা পুলিনে রঙ্গে
হরি হরি বোলে নিজ রঙ্গে ॥
ভাবে অবশ তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজন ঐছন সিংহে।
প্রিয় গদাধর ধরিয়া বামকর
নিজগুণ গাওই গোবিন্দে ॥
ঈষত অধরে পহুঁ লহু লহু হাসত
বোলত কত অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

[ ৭ ]

চাঁচর চিকুর চারু ভালে।
বেড়িয়া মালতীর মালে ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
সপত্র সহিত ফুল শাখা ॥
কষিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কটিমাঝে বসন সুরঙ্গ ॥
চন্দন তিলক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে ॥
নটবর বেশ গোরাচাঁদ।
রমণী কুলের কিবা ফাঁদ ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কান্দে।
প্রাণ মোর স্থির নাহি বান্ধে ॥

[ ৮ ]

গোরারূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল যে কষিলবাণ সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া রূপ অতি মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

[ ৯ ]

অই দেখ গোরা কলেবর।
কত চান্দ জিনি মুখ সুরঙ্গ অধর॥
করিবর কর জিনি বাহুর সুবলনী।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ান চাহনী॥
চন্দন তিলক ভালে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত নব নব বনমালে॥
বাসুদেব বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে গোরা বিধি সিরজিল॥

[ ১০ ]

কী দেখিনু গোরা নটরায়।
বদন শারদ শশী, তাহে মন্দ মন্দ হাসি
কুলবতী হেরি মুরছায়॥
করিবর জিনি বাহুর সুবলনী
অঙ্গদ বলয়া সাজে তায়।
অরুণ বসন সাজে চরণে নুপুর রাজে
বাসুদেব ঘোষ রস গায়॥

[ ১১ ]

গোরারূপ লাগিল নয়ানে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যেদিগে পড়য়ে আঁখি
সেইদিগে গোরা দেখি
পিছলিতে করি সাধ
না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা
কিবা মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ মরমে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি
নহে নিবারণ।
বাসুঘোষ কহে গোরা
রমণী মোহন॥

[ ১২ ]

নিরবধি মনে মোর গোরারূপ লাগিয়াছে
কি করিব কি হবে উপায়
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিছে মোর বুক
পরাণ বাহিরাইতে চায়।
সখী বল মোরে কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন নাহি লয় মোর মন
গোরালাগি জীবন তেজিব।
সব সুখ তেয়াগিনু কুলে তিলাঞ্জলি দিনু
গোরাবিনু আর নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুনগো মরম সখী
বাসুদেব কি বলিবে তায়॥

[ ১৩ ]

দেখিয়া আইনু গোরাচাঁদে।
সেই হৈতে প্রাণ মোর কান্দে।
মন মোর করে ছন ছন।
না দেখিয়া ও চাঁদ বদন॥

গৃহ কাজে স্থির নহে চিত
না দেখিয়া গোরার চরিত॥
অনুপম গোরার মহিমা।
বাসুদেব না পাইল সীমা॥

[ ১৪ ]

যথন দেখিনু গোরা চাঁদে।
তথনি পড়িনু প্রেমফাঁদে॥
তনুমন তাহারে সঁপিনু।
কুলশীলে তিলাঞ্জলি দিনু॥

গোরা বিনু না রহে জীবন।
গোরা মোর নিজ প্রাণ ধন॥
জীবন না রহে গোরা বিনে।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

[ ১৫ ]

আজু মুঞি কি পেখনু গোরা নটরায়।
অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায়॥
কেমনে গঢ়ল বিধি কত রস দিয়া।
ঢলঢল গোরা তনু কাঞ্চন জিনিয়া॥

কত চাঁদ জিনি গোরার বদন কমল।
রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল॥
বাসুদেব ঘোষ কহে হৈয়া বিভোর।
সুরধুনীর তীর গোরা করিল উজোর॥

[ ১৬ ]

চল দেখি গিয়া গোরা তনু মনোহরে।
অপরূপ গোরা নদীয়া নগরে॥
ঢলঢল কষিল কাঞ্চন অঙ্গ।
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরঙ্গ॥

আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা দোলে আপাদ দোলনী।
বাসুদেব ঘোষ বলে পরাণ নিছনি॥

[ ১৭ ]

পেখনু বর গৌরচন্দ্র সুন্দর দ্বিজমণিয়া।
নিরূপম রূপ নিধি নিরমিল
কেমনে ধৈরজ ধরিঞা॥
আজানুলম্বিত বাহু যুগল
গৌর বরণক জনিঞা।
কিয়ে কেতকীদল নিরমিল গো
কিয়ে সে চম্পক দলীঞা॥

গৌরবর্ণ কিয়ে কুঙ্কুম বরণ গো
জিনি অঙ্গ ঝলমলিঞা।
বাসুদেব কহে অপরূপ গোরা গো
কে দেখি আসিব চলিঞা॥

[ ১৮ ]

ওই দেখ শচীর নন্দন।
যেবা জন দেখে তার
স্থির নহে মন॥

অপার গুণের নিধি
অপার মহিমা।
এ তিন ভুবনে নাহি
রূপের দিতে সীমা॥

খনমৃগ তরুলতা গুণ শুনি কান্দে।
রূপ দেখি কুলবতীর
বুক নাহি বান্ধে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম জনে জনে দিয়া।
বাসুদেব কহে গোরা লইবে তরিয়া॥

[ ১৯ ]

দেখ সখি আওত গোরা নটরায়।
গজবর গতি জিনি গমন সুমাধুরী
অপরূপ গোরা দ্বিজরায়॥
কেমন সে সুচরণ ভকত ভ্রমরগণ
পরিমলে চৌদিকে চায়।
সুর মহী মণ্ডল দিহ বিদিগ নাহি পায়
রসভরে গরগর অধর সুমনোহর
ঈষত হাসিয়া আন চায়॥
অপাঙ্গে ইঙ্গিত বর নয়ন কোন অনুসর
কোটী মদন মুরছায়।
আভরণ বহু মানি বসন অরুণ জিনি
বাজত নূপুর রাঙ্গা পায়॥
জগ ভরি জয় ধ্বনি জয় গোরা দ্বিজমণি
বাসুদেব ঘোষ গুণ গায়॥

[ ২০ ]

আগো সখী কী না হৈল মোরে।
হিয়ার মাঝারে রূপ জাগিল অন্তরে॥
সখীগণ সঙ্গে যাইতে জলে।
চকিতে চাহিতে আঁখি ঝরে॥
অপরূপ গোরাচাঁদে
বাসুদেব ঘোষ পড়িল ফাঁদে॥

[ ২১ ]

নিরবধি গোরারূপ দেখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটী আঁখি।
কি করিব কি হবে উপায়।
প্রাণ মোর ধরণে না জায়
নিশিদিশি কিছুই না জানি।
মরমে লাগিল দ্বিজমণি॥
না দেখিয়া গোরা চাঁদ মুখ
কহে বাসু বিদরয়ে বুক॥

[ ২২ ]

মঝু মনে লাগল শেল।
গৌর বিনু তনু ভই গেল॥
জনম বিফল মোর ভেল।
দারুণ বিধি দুখ দেল॥
হাম কাহে কহব যে দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
হাম সব না পেখব সুখ।
অব জীয়ন্তে কিবা সুখ॥
বাসুদেব রস গান।
গোরা বিনু না রহে পরাণ॥

[ ২৩ ]

পেখুন বর গৌরচন্দ্র সুন্দর দ্বিজমণিয়া।
নিরূপম রূপ বিধি নিরমিল কেমনে
ধৈরজ ধরিয়া ॥
আজানুলম্বিত বাহু যুগল বর
কনক জিনিয়া বরণ জিনি
অঙ্গ ঝলমলিয়া।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ রূপ দেখি
কে আসিবে চলিয়া ॥

[ ২৪ ]

কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগি অঙ্গ।
কত সুরধুনী বহে নয়ান তরঙ্গ ॥
কিবা করি পাইল গোরা কিবা করি গেল।
দেখিতে দেখিতে হৃদে রহিল গেল শেল ॥
গোরা বড় বিদগধ রসিক সুধীর।
সোঙরি পরাণ কাঁদে বুক ঘন চির ॥
গোরা বিনু প্রাণ রহিবে বড় লাজ।
কহে বাসু মুণ্ডে কেন না পড়িল বাজ

[ ২৫ ]

নবদ্বীপে উদয় গোলোক রাজ।
কলি তিমির ঘোর নাচয়ে গৌর মোর
সঙ্গে সব দৈব সমাজ ॥
কীর্ত্তনে চরাচর অঙ্গ ধূলি ধূসর
হাসত ভাব তরঙ্গে।
ক্ষেণে করতাল ধরি বোলত হরি হরি
ক্ষেণে রহে ত্রিভঙ্গে ॥
প্রিয় গদাধর কান্ধে হি উপঁর
সুবাসিত বহে ধারা অজান।
সোঙরি বৃন্দাবন আন্ধল অনুক্ষণ
রাধা রাধা বোলত বয়ান ॥
নয়ন ধারা প্রেমে ভরে বাদর
দশন বিজুরী যেন ছটা।
কহে বাসুদেব ঘোষ জীবে উদ্ধারিতে
বরিখত হরিনাম ঘটা ॥

[ ২৬ ]

শ্রীবৃন্দাবন গুণ রসে উনমত মন
দুই বাহু তুলিয়া বলে হরি।
ফিরে নাচে গোরা রায়
কত ধারা বয়্যা যায়
নয়ানে বহে প্রেমের গাগরি ॥
রস পরিপাটী মট কীর্ত্তন লম্পট
কত রঙ্গি রঙ্গি সব সঙ্গে ॥
যাহার কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে
বিলসই বিলোল অপাঙ্গে ॥
পুরুষ প্রকৃতি পর মদন মনোহর
কেবল লাবণ্য সুখসীনা।
রসের সায়র গৌর বড় গভীর
ধীর মাজা খীন নাগরী গরিমা ॥
উন্নত কন্দর মনমথ সুন্দর
পুলকি বাহু বিশালে।
চুয়া চন্দন পরিলেপন
কহে বাসু তছু পদতলে ॥

[ ২৭ ]

হরি হরি গোরা কেন কান্দে
মিত্র সহচরগণ পুছয়ে কারণ
হেরইতে গোরামুখ চান্দে ॥
অরুণ লোচন প্রেমভরে দ্বিগুণ
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।
যৈছন শিথিল গাঁথিল মোতিম ফল
খসয়ে উপরি উপরি ॥

সোঙরি বৃন্দাবন নিশ্বসই পুন পুন
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাথ বুকে ধরি গোরি গোরি করি
ধরণী পড়ে মুরছিয়া ॥
প্রিয় গদাধর ধরিয়া তোলেন
কি কহল শ্রবণে মুখ দিয়া।
অট্ট অট্ট গৌর হাসে
জগজনের মন তোষে
বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া ॥

[ ২৮ ]

আজি কেন গোরা চান্দের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়িয়াছে মনে সজল নয়ান ॥
কত সুধা বরিখয়ে ও চাঁদ বয়ানে।
সে মুখ শুখায়েছে কিসের কারণে ॥

আলসে অবশ গা ধরণে না জায়।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায় ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশোয়াকে নিশি পোহাইল ॥

[ ২৯ ]

রুই রুই জপে গোরা কৃষ্ণ নাম মধু।
অমিঞা বরিখে যৈছে বিমল বিধু ॥
তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গে তেজি।
শিব বিহি নাহি পায় যার পদ খুঁজি ॥

ছাড়িয়া সকল সুখ তেজিয়া সকল।
সাত কুম্ভ কলেবর ভাব বিকল।
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কান্দে।
কহে বাসুদেব ঘোষ স্থির নাহি বান্ধে ॥

[ ৩০ ]

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায় ॥

মানে মলিন মুখ কিছু নাহি খায় ॥
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া পোহায় ॥
ক্ষেণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
নানা রস গোরা চাঁদের বাসুদেব গায় ॥

[ ৩১ ]

অরুণ নয়ানে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে ॥
কী ভাব পড়িয়াছে মনে।
ভূমে গড়ি যায় ঘনে ॥
কোমল পল্লব বিছাইয়া।
রহে গোরা ধেয়াম করিয়া ॥

বাসক শয্যার ভাব করে।
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে ॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া।
বলে কিছু পরাণ ধরিয়া ॥

[ ৩২ ]

সোঙরি পূরব কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে ধরিয়া ॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুঁক দিল গোরা চান্দে।
অঙ্গুলি চালায়া করে সুললিত ছাঁদে ॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী তলে তরু লতা পুলকিত।
বাসুদেব ঘোষ কহে কে বলিতে পারে।
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর স্বরে ॥

[ ৩৩ ]

বৃন্দাবনলীলা তবে মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল ॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণ করে গোপ গোপী অনুমান ॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস রস গোরা পহুঁ করিলা প্রকাশ ॥

[ ৩৪ ]

ভাবে গোরা গৌরীদাস মুখ চাই।
কহ কহ গৌরীদাস কাঁহা মোর রাই ॥
রাধা বলি কান্দে গোরা ফুকরি ফুকরি।
অরুণ নয়নে কত ঘন বহে বারি ॥
ভাব বুঝি সহচর গৌরাঙ্গ নিল কোলে।
ঝাড়িয়ে অঙ্গের ধূলা বাসুদেব বলে ॥

[ ৩৫ ]

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে
লোটায় ধরণী ॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুবলিত ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥
গোরা মোর ক্ষেণে ভূমে গড়ি যায়।
রাধিকার বদন হেরি ক্ষেণে মুরছায়।
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল।
কহে বাসু গোরা মোর বড় উতরোল

[ ৩৬ ]

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
হরিনাম জপে নিরন্তরে ॥
সুগন্ধি চন্দন মাখে গায়।
এবে ধূলি বিনু নাহি তায় ॥
ছাড়ল লখিমী বিলাস।
এবে হেন তরু তলে বাস ॥
ছাড়ল বনমালা বাঁশী।
এবে দণ্ড ধরি হৈলা সন্ন্যাসী ॥
রাত্রিতে দিবস নাহি জান
কহে বাসু বিদরে পরাণ ॥

[ ৩৭ ]

গোষ্ঠলীলা গোরা চাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল ॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈহৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনি ॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস আদি সভে পাইল আনন্দ ॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনের হরিষে।
গোষ্ঠ লীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে।

[ ৩৮ ]

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥
কিসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী ॥
দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে।
নদীয়া নগরী সব পড়িল বিপাকে ॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান ॥

[ ৩৯ ]

ফাগুয়া খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে ॥
সহচর মিলি ফাগু মারে গোরা রায়।
চন্দন পেচিকা লঞা কেহো কেহো ধায় ॥
নানা যন্ত্রে সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস ॥
হরি বলি ভুজ তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ করেন প্রকাশ ॥

[ ৪০ ]

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বধির অবধি নিরূপম রূপ কষিল কনক দিয়া ॥
নাচত কত ভকতবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘনে দেই জয়রব উথলে নগর নদীয়া
নয়ন কমল মুখ নিরমল শারদ চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক কত শত ধায় হরি হরি বলিয়া ॥
ধর্ম্ম কলিযুগে গোরা অবতার সুরধুনী ধ্বনিয়া

[ ৪১ ]

গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব পড়িল।
পাশা সারি লইয়া গোরা দান সিরজিল ॥
গদাধর সঙ্গে গোরা খেলে পাশা সারি।
খেলিতে লাগিল পাশা হারি জিতি করি ॥
দিয়া চারি করি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
দুইজন মগন ভেল পাশা বেশে।
জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে

[ ৪২ ]

জলক্রীড়া করে গোরা হরিষিত মনে।
জড়াজড়ি পড়াপড়ি করে জনে জনে ॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব কহে চরণে কৃপা হয় ॥

[ ৪৩ ]

কেনে সুরধুনী গেনু গোরারূপ দেখিনু
রূপ হেরি কি না হৈল মোরে।
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালা কানু
নহিলে কি মন চুরি করে ॥
রসের পরাণ যার।
কুলে কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি শুনি দারুণ মতি
মজিল যুবতী সতী
প্রতি ঘরে প্রেমের কান্দনা
নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে বুক মুখ বায়্যা।

আহা মরি মরি সই
তোমারে মরম কই
জীবনাই গোরা না দেখিয়া ॥
হিয়া মোর প্রেমের বশ
তনু মোর জর জর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণী।
ভাসাই বন্ধন ক্রিয়া
তেজিব সে গোরাগুণমণি ॥
বাসুদেব ঘোষ কন
কলিকাল দমন
এই ছিল গোপীর মনচোরা ॥

[ ৪৪ ]

অপসর নাহি মোর নয়নের জল।
গোরা বিনু প্রাণ মোর সদাই বিকল ॥
সেই ধন সেই প্রাণ সেই সব স্থল।
গোরা বিনু লাগে মোর ঝকড় সকল ॥
সংকীর্ত্তনময় গোরা গোলোকের সার।
তাহাতে না রহে মন দেহ ভেল ভার ॥
কী করিব কোথা যাব বচন না সঁরে।
হারাইনু গোরাচাঁদ গোপীনাথের ঘরে
কহে বাসুদেব ঘোষ হইয়া কাতর।
গৌর অনুরাগে মোর হিয়া জর জর ॥

[ ৪৫ ]

গোরা মোর পরাণ কাতর।
নিরবধি আঁখির জল
করে ছল ছল ॥
গোরা গোরা করি মোর
কি হৈল ব্যাধি।
নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি ॥
কি করিব গোরা অনুরাগে।
অনুক্ষণ গোরা মোর হিয়ার মাঝে জাগে ॥
বিরহে আকুল গদাধর নরহরি।
ফাটয়ে অন্তর ধম দোঁহা মুখ হেরি ॥
নাহি জানি নিশি দিশি সব আঁধিয়ার।
কহে বাসুদেব ঘোষ ধিক ধিক আমার ॥

[ ৪৬ ]

না জানিঞা না শুনিঞা
পীরিতি বাঢ়ানুগো
পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিষে
এমতি ঝুরয়ে দুটা আঁখি ॥
হেদে যে আমারে দেখ মানুষ আকারে গো
মনের আগুনে আমি পুড়ি।
তুষের অনলে যেন পুড়িয়া রয়েছে গো
পাকাইয়া পাটুয়ার ডুরি ॥
আঁধুয়া পুকুরে যেন ক্ষীণ হেন মীন গো
উকাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞি।
বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতের পীরিতি গো
তিলে তিলে বঁধুরে হারাই ॥

[ ৪৭ ]

শয়ন মন্দিরে সঞি শুতিয়া আছিনু।
নিশির স্বপনে আজি
গোরারে দেখিনু।
সেইহৈতে প্রাণ কান্দে শুনগো সজনি।
গোরারূপ পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে।
বসন তিতিয়া গেল নয়নের জলে ॥
আলসে অলস গা—
ধরণে না জায়
গোরাভাব মনে গুনি বাসুদেব গায় ॥

[ ৪৮ ]

সজনী কি না মোর ভেল।
ভাবিতে গোরার গুণ তনু মোর গেল॥
গোরাগুণ সোঙরিয়া কাঁদে বৃক্ষলতা।
গুণ সোঙরিয়া কাঁদে বনের দেবতা॥
গোরাগুণ সোঙরিয়া কান্দয়ে পাথারে।
গুণ সোঙরিয়া কেহ স্থির হইতে নারে॥
গুণ সোঙরিয়া পশু বুক নাহি বান্ধে।
বাসুদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া কান্দে॥

[ ৪৯ ]

এতদিনে মোর সফল হৈল বিধি।
আনি মিলায়ল মোরে গোরাগুণনিধি॥
এতদিনে মেটল দারুণ দুখ।
জনম সফল হৈল দেখি চাঁদ মুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল আজি তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষ গায় গোরা পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥

[ ৫০ ]

কি কহবরে সখি আজুকার ভাব।
আজি সযতনে বিহি দেওল মোরে লাভ
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ।
অন্তরে নিরখি মুখ বান্ধিনু কেশ॥
তৈখন মিলল গৌর নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥
দরশন পুলক পূরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥

[ ৫১ ]

আজুক প্রেম কহনে না জায়।
শুতি রহল হাম সেজ বিছায়॥
রুণু ঝুনু কণু ঝুনু নূপুর পায়।
আঁচরে রাখিনু আপনা ছাপায়॥
বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই।
চমকি চমকি বৈঠল মঝু গেই॥
কোমল কর দেওল মঝু দেহা।
চোর চোর করি ফুকুরনু তাহা॥
বাসুদেব ঘোষ কহে রস কহনে না জায়॥

[ ৫২ ]

আজুক প্রেম নাহিক ওর।
স্বপনহি শুতনু গৌরক কোর॥
পহু মুখ হেরইতে পহু ভেল ভোর।
ঢরকী ঢরকী বহে লোচন লোর॥
কাজরে ভাসল উচ কুচ জোর।
ভিগল তিলক বসন রুচি মোর॥
ভাসল অঙ্গ বেশ বহু থোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আকর॥

[ ৫৩ ]

এ সখি কি কহব রজনীক বাত।
শুতিয়াছিনু হাম গুরুজন সাথ॥
আধ রজনী ভেল পূরণ চন্দ।
মলয় পবন বহে অতি মন্দ॥
গৌর প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল জীবন না পাইনু লেহা॥
গৌর গৌর করি উঠল রোই।
জাগল সকল উঠল সব কোই॥
গৌরক নামে গুরুজন তবহিঁ
কহসি চিত আশ।
চোর চোর করি কহতগুণ ভাষ
বাসুদেব কহে ঐছন বিলাস॥

[ ৫৪ ]

আজু গৌরাঙ্গ সনে রজনী গোঙ্গায়নু
সো সুখ কি কহব সই।
লাখ বদন যদি বিধি মোরে দেয়ত
তবে কিছু গোরাগুণ কই ॥
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি নয়নে বদন হেরি
বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ।
যে কিছু বচন শ্রবণ ভরি শুনলু
ক্ষণে ক্ষণে নূতন রঙ্গ ॥
অনিমিখ আঁখি যদি মোরে দেয়ত
তবু নাহি পূরত আশ।
বাসুদেব ঘোষ কহে যত হেরি গোরা রূপ
তত বাঢ়ে অধিক পিয়াস ॥

[ ৫৫ ]

আপন না জাঞা বনাইনু বেশ।
বান্ধল যতনে উদাস করি কেশ ॥
চন্দন তিলক দেওল মঝু ভাল।
কণ্ঠে পরাওল মোতিম মাল ॥
মৃগমদ চিত্র কমল অঙ্গ মাঝ।
অঙ্গহি অঙ্গ বনাওল সাজ ॥
গৌর নেহ কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ ওর নাহি পায়

[ ৫৬ ]

আজুক রজনী কৈছে হাম বঞ্চব
মোহে বিমুখ নটরাজ।
অনুরাগ আশ নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ ॥
সজনি কাহে বনাওল বেশ।
আধ পল কত যুগ হেন মানিয়ে
ভাবিতে পাঁজর শেষ ॥
গুরু জন গৌরব দূর ভাঙ্গনু
গৌর প্রেমরস লাগি।
দুর্লভ প্রেম মোহে বিধি বঞ্চল
দেওল মঝুমুখে আগি ॥
প্রেম রতনফল জগভরি বিথারল
হাম তাহে ভৈল নৈরাশ।
নব অনুরাগে ভরমে হাম ভুলল
বাসু ঘোষের পূরল আশ ॥

[ ৫৭ ]

আর এক রীত শুন অদভুত
আমার নিমাঞি রায়।
পাখনা উড়াইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
মোহন মুরলী বায় ॥
আর একদিনে খেনে সেহ সনে
নয়ানে বহিছে লোর।
কহে বাসুঘোষ শচীর আবাসে
মনের বাসনা পূরল মোর

[ ৫৮ ]

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নগরের লোক সব উঠিয়া বসিল ॥
ময়ুর ময়ূরী রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যায় গোরাগুণমণি ॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
ভেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ ॥
করজোড় করি বলে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিদ্রে যায় গোরা নিন্দের আবেশে ॥

[ ৫৯ ]

শুতিয়াছে গোরাচান্দ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজ অতি মনোহরে॥
তারপর শুতিয়াছে গোরা নটরায়।
কি কহিব অঙ্গ শোভা কহনে না জায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়ে বিধি কৈল নিরমানে॥
বাসুদেব ঘোষে কয় মনের হরিষে।
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে॥

[ ৬০ ]

শংখ ঘণ্টারিনাদ বাজায় সুস্বরে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপদীপ আনি।
নগরের নারী সব করে অর্ঘ থালা॥
নদীয়ার লোক সব দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া কেহো গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সভে করে নিরীক্ষণ।
গোরা অভিষেক বাসু ঘোষে গান॥

[ ৬১ ]

অগোর চন্দন লেপিয়া গোরা গায়।
প্রিয় পারিষদগণ গোরা গুণ গায়।
আনি চামর কেহ ধরি নিজ করে।
মনের মানসে ঢুলায় গোরার উপরে॥
মালতী ফুলের মালা গোরা অঙ্গে সাজে।
চাঁদ জিনিঞা মুখ করি রাজে॥
অরুণ বসন সাজে নানা আভরণে।
বাসুদেব গোরারূপ করে নিরীক্ষণে॥

[ ৬২ ]

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা অঙ্গে লেপে সব নব নব নারী।
সুবাসিত নীর কলসে পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আদি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় দিয়া ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছিয়া কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
বাসুদেব ঘোষ ঐছে গোরাগুণ গায়॥

[ ৬৩ ]

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে প্রভু আছয়ে শয়নে।
রাত্রিশেষে গৌরচন্দ্র পাইলা চেতনে॥
নিদ্রায় অবশ হইয়া আছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হেনকালে গৌরচন্দ্র বসিলা উঠিয়া॥
রাত্রিশেষে উঠে প্রভু প্রতীক্ষা আচরি।
সন্ন্যাসকে বিরমনে দাঁড়াইলা গৌরহরি
একান্ত করিয়া তবে প্রভু বিশ্বম্ভর।
যাত্রা কৈলা লইয়া দক্ষিণ নাসাবর॥
কাঞ্চন নগরে আছে ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস করিতে তথা চলিলা নিমাঞি॥
চলিলেন মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে।
গঙ্গা পার হইয়া গেলা ছাড়ি নবদ্বীপে॥
গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
শীঘ্র করি ধায় প্রভু ফিরিয়া না চায়॥
গঙ্গাতীরের পথে প্রভু করিলা গমন।
রাত্রি প্রভাত হৈল হৈল বিহান॥

চৈতন্য পাইঞা শচী সচকিত হৈঞা।
আঙ্গিনায় বাহিরাইল বস্ত্র সম্বরিয়া ॥
বধূ বধূ বলি ডাকে দ্বারের সমীপে।
উত্তর না দেয় আছে নিদ্রার আবেশে ॥
কতক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া পাইল চেতন।
গৌরচন্দ্র না দেখিয়া উড়িল জীবন ॥
নিদ্রা হইতে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়া সচেতন।
প্রাণনাথ বলি ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে গেলা শচীর মন্দিরে।
বাসুদেব ঘোষ পড়ে শোকের সাগরে ॥

[ ৬৪ ]

শচীর মন্দিরে আসি
দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল
নিশা ভাগে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে
নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিঞা বধূর মুখে কথা।
আলু থালু কেশে ধায়
বসন না দেয় গায়
তুরিতে ধাইল শচীমাতা ॥
শীঘ্র করি জ্বালি বাতি
খুঁজিলেন ইতিউতি
গৌরাঙ্গের উদ্দেশ না পাঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়ার ধরি হাথে
কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিঞা ॥
তা শুনিয়া নদীয়ার লোকে
কান্দে উচ্চস্বর মুখে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে ধায়
শচীমাতা পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখ্যাছ যাইতে এথা ॥
সে কহে দেখ্যাছি যাইতে
জনৈক সন্ন্যাসী সাথে
কাঞ্চন নগর মুখে ধায়।
সন্ন্যাসীর করে ধরি
তোমার নিমাই বলে হরি
দ্বিতীয় বসন নাহি গায় ॥
বাসু কহে আহা মরি
তোমার গৌরাঙ্গ হরি
পাছে গিয়া মস্তক মুড়ায় ॥

[ ৬৫ ]

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ভূমি তলে।
প্রাণনাথ কি করিলা
পাথারে ভাসায়ে গেলা
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে ॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী এড়ি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ জানকীরে লঞা সাথ
তবে যাঞা কৈলারণ্যবাস ॥
পূরুবে নন্দের বালা যখন মথুরা গেলা
গোপীগণের বধিয়া পরাণ।

উদ্ধবেরে পাঠাইঞা    নিজ তত্ত্ব বুঝাইঞা
তবে গোপীর রাখিলা পরাণ ॥
এত যদি ছিল মনে    দুখ দিতে দুখীজনে
তবে কেন কৈলা গৃহবাস ।
অগৌর চন্দন সঙ্গে    মালতীর মালা অঙ্গে
সেবা করি পুরাইতাম আশ ॥
এখন আমি যে করিব    এ দেহ তোমারে দিব
ইহা বলি কান্দেন অপার ।
এ দেহ আমি ডারিব    গঙ্গার শরণ লব
বাসু ঘোষের দিবসে আন্ধার ॥

[ ৬৬ ]

পড়িয়া ধরণী তলে
শোকে শচী দেবী বলে
লাগিলা দারুণ বিধি বাদে ।
অমূল্য রতন ছিল
কোন ছলে কে রাখিল ।
সোনার পুতলী গোরাচাঁদে ॥
অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা
গোরাচান্দের কণ্ঠ মালা
খাটপাট সোনার তুলিচা ।
এ সব রহিল পড়ি
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি
আমি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা ॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল
নদীয়া আন্ধার হৈল
বিদরিয়া যায় মোর হিয়া ।
যোগিণী হইয়া যাই
যথা বাছার মাগী পাই
কান্দিতাম গলায় ধরিঞা ॥
যে মোরে মিলিয়া দেয়
মূল্য দিয়া কিনা লয়
হইতাম দাসের যে দাসী ।
বাসুদেব ঘোষ ভণে
শচী কান্দে অকারণে
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী ॥

[ ৬৭ ]

হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেন হল ।
সভারে সদয় হঞা মোর নারীরে বঞ্চিয়া
শোকের সায়রে ভাসাইল ॥
এ নব যৌবন কালে    মুড়াঞা মাথার চুলে
না জানি সাধিল কোন সিধি ।
কি ছার পুরাণ সে    পণ্ডুয়া পণ্ডিত যে
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিল বিধি ॥
সন্ন্যাসী হইয়া গেল    পুন নাহি বাহুড়িল
না আইল নদীয়া নাগরে ।
হৃদয়ে হৃদয় ধরি    নিজ পর এক করি
মোর মুখ দেখিবার তরে ॥
অক্রুর আছিল ভাল    রাধা বলে সঞা গেল
হরি লৈঞা থুইল মধুপুরী ।
নিতি লোক আসে যায়    তাহাতে সম্বাদ পায়
ভারতী করেন দেশান্তরী ॥
এত কহি বিষ্ণুপ্রিয়া    নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
ধরণীরে মাগয়ে বিদায় ।
বাসুদেব ঘোষ কহে    মো সমান পাষান নহে
তবু হিয়া বিদরিয়া যায় ॥

[ ৬৮ ]

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর
সুরধুনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর
তার তলে বসিয়াছে গৌরাঙ্গ নাগর।
কাঞ্চনের কান্তি অঙ্গে রসে ঢরঢর ॥
কাঁখে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া চায়।
চলিতে না পারে কেহ নড়ি হাতে ধায়
পাকা বিম্ব ফল জিনি সুন্দর অধর।
কাঞ্চন দরপণ জিনিয়া গণ্ড সুন্দর ॥
নগরের পুরনারী যতেক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজ পতি — যপ ছাড়ে যতি ॥
কেহ বলে এনা গোরা কোন দেশে ছিল।
সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল ॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিঞা।
আসিয়াছে মাতা পিতার পরাণে বধিয়া ॥
কেহ বলে ধন্য মাতা—ধরিয়াছিল গর্ভে।
দেবকী সমান সেহো শুনিয়াছি পূর্ব্বে ॥
কেহ বলে ধন্য নারী পাইয়াছিল পতি।
ত্রিভুবনে তার সমান নাহি ভাগ্যবতী ॥
কেহ বলে ফিরা যাও আপনার দেশে।
এ হেন যৌবনে কেনে মুড়াইবা কেশে ॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা।
সাধ আছে কৃষ্ণপদে বেচি নিজ মাথা ॥
প্রভুর বচনে সভার গদগদ হিয়ায়।
বাসু ঘোষ জোড় হাথে ভাব থেকে কয়।

[ ৬৯ ]

মস্তক মুণ্ডন প্রভু চাহে করিবারে।
যেই শুনে সেই লোক করে হাহাকারে ॥
সভাই শুনিল প্রভুর মুণ্ডনের কথা।
সর্ব্বজনের হৃদয়ে লাগয়ে মহা ব্যথা ॥
বিচিত্র চাঁচর কেশ দেখিতে সুন্দর।
মালতীর মালা শোভে তাহার উপর।
পূরুবে চূড়ার বেশে জগত মোহিল।
যাহা দেখি গোপবধূ প্রাণ তেয়াগিল ॥
হেন কেশ মুণ্ডন প্রভু করিবারে চায়।
কান্দিয়া সকল লোক করে হায় হায় ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভু দেখিবারে।
লোকারণ্য হৈল সব কাঞ্চন নগরে ॥
হাহাকার করে সবে শিরে দিয়া হাত।
যেই শুনে তার মাথে পড়ে বজ্রাঘাত ॥
কি নারী পুরুষ সভার চক্ষে পড়ে জল।
দাণ্ডাইয়া দেখিতে কেহ নাহি পায় স্থল ॥
মহা ভিড় ক্রন্দনের হৈল কোলাহল।
ফুকরি ফুকরি লোক কান্দয়ে সকল ॥
প্রভু কহে তোমরা সব কান্দ কি কারণ।
না কান্দিহ কেহো সবে স্থির কর মন ॥
এত বলি মহাপ্রভু নাপিতে ডাকিল।
মধুর বচনে কিছু জিজ্ঞাসা করিল ॥
কি নাম তোমার নাই কোথায় নিবাস।
কহত আমার আগে করিয়া নির্দ্দেশ ॥
এত শুনি নাই কহে করি জোড়কর।
কালিদাস মোর নাম তোমার নফর ॥
প্রভু বলে কালিদাস বিলম্বে কাজ নাই।
শীঘ্র ভদ্র কর আমি গঙ্গাস্নানে যাই ॥
সংযম করিব আমি মনে করি আশ।
ভারতীর ঠাঞি কালি করিব সন্ন্যাস ॥
নাই এ কহেন প্রভু নিবেদি চরণে।
তোমার শিরে হাত দিবে কাহার পরাণে ॥
এ হেন চাঁচর কেশ ত্রৈলোক্য মোহন।
আমার শকতি নাই করিতে মুণ্ডন ॥
প্রভু বলে আমি যে ছাড়িব এই ধর্ম্ম।
সন্ন্যাস করিব আমি কেশে নাহি কর্ম্ম ॥
কেশে বেশে ধনে জনে কৃষ্ণ নাহি পাই।
সকল তেজিব আমি শুন ওহে নাই ॥

নাই কহে নিবেদন শুন বিশ্বম্ভর।
কেমনে হাত দিব আমি মস্তক উপর॥
অপরাধ লাগি মোর ডরে কাঁপে গা।
তোমার শিরে হাত দিয়া ছুব কার পা॥
অধম নাপিত জাতি এই বৃত্তি ধর্ম্ম।
পদ না ধরিলে মোর নহে নিজ কর্ম্ম॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু নাপিতেরে কয়।
না করিবিঁ নিজবৃত্তি নাহি তোর ভয়॥
নাই কহে প্রভু পুন করি নিবেদন।
নিজ বৃত্তি নৈলে নহে উদর ধারণ॥
প্রভু কহে নিজ'বৃত্তি না করিহ তুমি।
জনম গোঙ্গাবে সুখে কহিনু যে আমি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঙ্গাইবা সুখে।
অন্তকালে বাস তোমার হবে স্বর্গলোকে
সন্ন্যাস করিবে প্রভু আগে কথা ছিল।
হেন সময়ে কোন নাপিত আইল॥
নাপিত আসিয়া বলে কি করি উপায়।
এ বেশে সন্ন্যাস কর সহনে না যায়॥
যে কর সে কর প্রভু না কর মুণ্ডন।
ত্রৈলোক্য মোহন কেশ ভুবন মোহন॥
যার লাগি ব্রজবধূ ছাড়ি কুললাজ।
হায় হায় জাতি কুলে পড়ি গেও বাজ॥
প্রভুর বচম শুনি মুড়াইল কেশ।
বাসুদেব ঘোষ কহে করহ সন্ন্যাস॥

[ ৭০ ]

তখন নাপিত আসি প্রভুর বামেতে বসি
খুর দিল ও চাঁচর কেশে।
করি নানা উচ্চরব কান্দয়ে ভকত সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে।
কাঞ্চন নগর বাসী দিবসে দেখয়ে নিশি
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হঞা অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে খুর মোর নাহি চলে
প্রাণ ফাটে বিদরিয়া যায়॥
বসি কোন অঙ্গের মায়া অন্তরে বিদরে হিয়া
কান্দিছেন অবধূত রায়।
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান অন্তরে বিদরে প্রাণ
প্রাণ ফাটে বিদরিয়া যায়।
মহা উচ্চ রব করি কান্দে কুলবতী নারী
সভাই সভার মুখ চায়॥
বাসু কান্দনের বাণী শোকানলে দহে প্রাণী
এত দুঃখ সহনে না যায়॥

[ ৭১ ]

মুড়াঞা চাঁচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে
বলে দেহ মোরে অরুণ বসন।
সুনিঞা গৌরাঙ্গের কথা সভাই পাইল বেথা
উচৈচস্বরে করয়ে রোদন॥
কাঞ্চন নগরবাসী যত তারা কান্দে অবিরত
আঝর ঝরয়ে দুটী আঁখি।
ইহার জননী যে কেমনে বাঁচিবে সে
ও চান্দ বদন না দেখি॥
কাঞ্চন নগরে গিয়া ভারতীর কাছে গিয়া
কর জোড়ে বলিছেন গোরা।
তোমরা বৈষ্ণবগণ দেহ কৃষ্ণপ্রেমধন
দুনয়নে বহে প্রেমধারা॥
ভাবিয়া দেখিলাম মনে নাহি ত্রিভুবনে
তোমা সমান নাহি কারো বেশ।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে বড় ভয় লাগে চিতে
এবে তোমার নবীম বয়েস॥

অরুণ দুখানি ফালি ভারতী দিলেন তুলি
আর দিলা এ ডোর কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি পরিলেন গৌর হরি
বোলে আমি জিব কতদিন॥
তোমরা বৈষ্ণব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর
দুটী হাথ দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজ নাথে॥
এত বলি গৌররায় ভূমে গড়াগড়ি যায়।
হাহা বৃন্দাবন বলি কান্দে।
ভ্রমে প্রভু রাঢ় দেশে নিত্যানন্দ থায় পাশে
বাসুঘোষ উচ্চস্বরে কান্দে॥

[ ৭২ ]

হরি হরি কি না হৈল নদীয়া নগরে।
কেশব ভারতী আসি বজর পাড়িলাগো
রসবতী পরাণের ঘরে॥
গিরিপুরী ভারতী আসিয়া করল স্থিতি
আঁচলে রতন কাড়ি নিল।
প্রাণসহ পরশমে যে সাধ করিনু মনে
সকলি স্বপন সম ভেল॥
অল্প বয়সে বেশ মাথায় চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছয়ে মিশাইয়া।
আনন্দে নদীর জল গঙ্গার সমান হৈল
বাসু কেন না গেল মরিয়া॥

[ ৭৩ ]

কি লাগিয়া দণ্ডধরি অরুণ বসন পরি
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কিবা সে মুখ চান্দে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
কি লাগি ছাড়িল গৌর দেশ॥
শ্রীবাসের উত্তরায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জিয়ে পরাণে।
বহিছে নয়ানে ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের শেল হৈল মনে॥
সকল মহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে
তবুত কার না হৈল দেখা।
জলন্ত অনল হেন ছাড়িল রমণী কেন
কি লাগি ছাড়িল তার লেহা॥

[ ৭৪ ]

সকল মহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন শুন নিমাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল পুত্র হরিনাম মহামন্ত্র
কিবা হৈল কিছুই না জানি॥
নিশ্চয় ছাড়িয়া গেল ভাল মন্দ না বলিল
কিবা দোষে গেলারে ছাড়িঞা।
কেনে বা নিঠুর হৈলা পাথারে ভাসাঞা গেলা
বাঁচিব সে কার মুখ চাঞা॥
বাসুদেব ঘোষের ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন আছয়ে পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি ঈশানে দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥

[ ১৫ ]

হেদে লো মালিনী সই চল শীঘ্র যাই।
নিমাই অদ্বৈত গৃহে কহিল নিতাই ॥
সে চাঁচর কেশ হীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈত গৃহে গঙ্গায় পশিব ॥

এত বলি শচীমাতা কাতর হইঞা।
শান্তিপুর মুখে ধায় গৌরাঙ্গ বলিঞা ॥
যত অন্ধ আদি ধায় কান্দিতে কান্দিতে।
বাসুঘোষ বলে শচী চল মোর সাথে ॥

[ ১৬ ]

মুড়াঞা চাঁচর কেশ ধরিয়া সন্ন্যাস বেশ
দেয় সভার মন ঝুরে।
এমন হৈলা কেন এবে দেখি কেশহীন
পরিয়াছে এ কপিন বাস।
নদীয়া যাইলা ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস ॥
কর জোড়ি অনুরাগে শচীর চরণ আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈঞা।
দুই করে তুলি বুকে চুম্ব দিলা চাঁদ মুখে
ডাকে শচী নিমাই বলিঞা ॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
এ দুখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মায় যাবে পুত্র দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥

এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হৈলা বৈরাগী ॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা ॥

[ ১৭ ]

প্রেমে অঙ্গ ঢরঢর স্থির নহে চিতে।
নিতাই ধরিয়া কান্দে নিমাই পণ্ডিতে ॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে কাছে কাছে।
আছাড় খাইয়া প্রভু ভুমে পড়ে পাছে ॥
চারিদিকে ভক্তগণ বলে হরি হরি।
শান্তিপুর হৈল যেন নদীয়া নগরী ॥

প্রভুর অঙ্গ কোটি চন্দ্র জিনিয়া প্রকাশ।
অরুণ লোচন তাহে প্রেমের প্রকাশ ॥
হেন রূপ তার প্রেম দেখে শচী মায়।
বাহিরে দুখিনী শচী আনন্দ হিয়ায় ॥
বুঝিয়া শচীর মন অবধূত রায়।
কীর্ত্তন সমাধিয়া প্রভুরে বৈসায় ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা মুখ চায়।
শচীরে বিদায় দেয় সুহৃদ বুঝায় ॥

[ ১৮ ]

যাও যাও শচী মাতা নদীয়া নগরে।
আশীর্ব্বাদ কর মাতা হাত দিয়া শিরে ॥
সন্ন্যাস করিলাম আমি নর তরাইতে।
এই আশীর্ব্বাদ কর পাই ব্রজনাথে ॥

এ বাক্য শুনিঞা শচী কহিছেন কথা।
শ্রীকৃষ্ণ জগৎ কর্ত্তা আশীর্ব্বাদ দাতা ॥
কিন্তু নিমাই বলি আমি শুন মোর বাছা।
সন্ন্যাস করিলে তুমি এখন যাবে কোথা ॥

গৌরাঙ্গ বলেন মাতা যাব বৃন্দাবন।
শচী বলে মা যাইহ রহ দশদিন ॥
মায়ের পীরিতে অদ্বৈত গৃহে রহিলা।
শচীর শ্রীহস্ত পাকে ভোজন করিলা ॥
দশদিন রহি মাতা নদীয়া চলিল।
গৌরাঙ্গের ধ্যানে মাতা বসিয়া রহিল ॥
তথা অদ্বৈত গৃহ হইতে প্রভুত চলিল।
কান্দি যত ভক্তগণ সঙ্গে গড়াইল ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া ॥

[ ৭৯ ]

হরি হরি গোরা কোথা গেল।
কোন নিদারুণ বিধি এত দুখ দিল ॥
হিয়া জরজর মোর পাঁজর খসে।
পরাণ গেল যদি পীরিতি কিসে ॥
ফুকরিতে নারি আমি ত রমণী।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরারূপখানি ॥
ঘরের বাহির না হই কুলের ঝি।
স্বপনে না হয়ে দেখা করিব কী ॥
ও রূপ মাধুরী লীলা কাহারে কহিব।
গোরা পহু বিনা আমি অনলে পশিব
গোরা বিনু প্রাণ রহে এ বড় লাজ।
বাসুদেব কহে মুণ্ডে মা পড়ল বাজ ॥

[ ৮০ ]

কহ সখি জীবন উপায়।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায়
কোথা গেলে পাব দরশন।
নিরমিলা সে চাদ বদন ॥
কিবা বিহি লিখিল মোর ভাল।
চিরকাল পাপ কপাল ॥
ঝুরি ঝুরি তনু হৈল খিন।
এমনি বঞ্চিব কত দিন
হিয়া জরজর অনুরাগে।
এ দুখ কহিব কার আগে ॥
কহে বাসুঘোষ নিদান।
গোরা বিনু তেজিব পরাণ ॥

[ ৮১ ]

গৌরাঙ্গ বিরহে রে হিয়া ছটপট করে
জীবনে না বান্ধে থেহা।
না দেখিয়া চাঁদ মুখ বিদরিয়া যায় বুক
কি জানি কেমন করে দেহা ॥
প্রাণের হরি কহো মোর জীবন উপায়।
এ দুখের দুখিত যে এ দুখ জানায় সে
আর আমি নিবেদিব কায় ॥
গৌরাঙ্গ মুখের হাসি সুধা খসে রাশিরাশি
এবে কেন না পাই দেখিতে।
যত প্রিয় সখীগণ তাহারা হৈল নিদারুণ
আমি জিয়ে কি সুখ খাইতে ॥
গদাধর আদি করি না দেখিলে প্রাণে মরি
মধুমতী আর না দেখিয়া।
তোমারে করিত দয়া সে গেল নিঠুর হয়্যা
বাসু কেন না গেল মরিয়া ॥

[ ৮২ ]

কলধৌত কলেবর আর কি না হেরিব
সে চাঁদ বয়ান।
অরুণ দৃগাঞ্চলে প্রেম দাম না করব
না করব অমিঞা সিনান॥
আর কি গোরা চাঁদ না হেরব রে
হৃদি মাঝে দেওল শেল।
ও রূপ মাধুরী ও দিঠি না চাও বি
উনহিক সঙ্গ ভি গেল॥
সহচর মাঝে পহুঁ আব নাকি বৈঠব
না করব প্রেম বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ কহে পহুঁ খেদ দূরে রহে
বাঢ়ল প্রেম পিয়াস॥

[ ৮৩ ]

না হেরিব চাঁদ মুখ না শুনিব বাণী।
(হেন) মন করে গোরা গুণে পশিব ধরণী॥
মুঞি যদি জানিত যাইবে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিত বান্ধিয়া॥
ধিক্ ধিক ধিক রহু এ ছার জীবনে
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন স্থানে॥
কহে বাসুদেব ঘোষ কাতর বচনে।
না দেখিয়া গোরামুখ কি ছার জীবনে॥

[ ৮৪ ]

কত দিনে দেখিব গোরাচাদের মুখ।
গোঁরামুখ দরশনে টুটব সব দুখ॥
কতদিনে সফল হইবে বিধি মোরে।
কতদিনে গোরা পহুঁ করবহি কোরে॥
কতদিনে শ্রবণে হইব শুভদিন।
চাঁদমুখের বচন শুনিব নিশিদিন॥
গায় বাসুদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া॥

[ ৮৫ ]

গোরা বিনু প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে মোরে করিব দয়া পতিত দেখিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম কে দিব যাচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিব কান্দিয়া।
গোরা বিনু শূন্য ভেল নগর নদীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গোরাগুণ সোঙরিয়া।
কেমনে রহিয়াছে প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥

[ ৮৬ ]

না হেরব চাঁদ মুখ না হেরব বাণী।
হেন মন করে গোরা বিনু পশিব ধরণী॥
মৃণাল কমল পদ না হেরব শোভা।
তার লাগি মন মোর অতিশয় লোভা॥
ধিক ধিক যাউক মোর এ ছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেলা কোন্ স্থানে॥
হেন সুখ বৈভব সব রস গেল।
এ শেল সন্দেশ মোর হৃদে রহি গেল॥
ডাহিনে আছিল বিধি এবে হৈল বাম।
বাসুদেব ঘোষ বলে সোঙরি গুণ ধাম॥

[ ৮৭ ]

চিতচোর গৌর মোর।
প্রেম মগনে মত্ত ভোর॥
অকিঞ্চন জনে করয়ে কোর
পতিত অধম বন্ধুয়া॥
গুণব তরণ কারণ নাম।
জীব লাগি গৌর ছাড়ল ধাম।
প্রকাশ করিল নদীয়া নগরে
ঐছন শারদ সিন্ধুয়া॥
দেখিতে দেখিতে লাগল সুখ
হরল সব মনের দুখ।
বাসুদেব কহে রূপ অনুপাম
নিরখি চিত শান্তুয়া॥

[ ৮৮ ]

গোরা মোরে দয়া না ছাড়িয়।
আপন করিয়া মোরে চরণে রাখিয়॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিলুঁ।
শীতল চরণ পাঞা সব না লইলুঁ॥
একুলে ওকুলে মুঞি দিলুঁ তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

# পদাবলী

## গোবিন্দ ঘোষ

[ ১ ]

গোরা গেল পূর্ব্ব দেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলাপয়ে কত পরকার।
কাঁদে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে নাময়ে অন্ধকার॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুনঃ সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ
এখন পরাণ যদি রহে॥
শচীর করুণা শুনি কাঁদয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করয়ে তায়।
নদীয়া নাগরীগণ কাঁদে তারা অনুক্ষণ
বসন ভূষণ নাহি ভায়॥
সুরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে
কত দিনে হবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ॥

[ ২ ]

কনয়াক্রষিল মুখশোভা। হেরইতে জনমনলোভা॥
বিনি হাসে গোরা মুখ হাস। পরিধান পীত পটবাস॥
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়া। নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া॥
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে। গুন গুন শব্দ রসালে॥
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে। গোরা না দেখিলে বিষ লাগে

[ ৩ ]

বসিলা গৌরাঙ্গ চাঁদ রত্ন সিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা।
রূপের ছটায় দশদিক হৈল আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পাকান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে।
শচী দেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চ দীপ জ্বালি তেঁহ আরতি করিলা।
নীরাজন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা॥
ভক্তগণ করি সবে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য দেই তুলসী চন্দন॥
দেখিতে আইসে দেবনারী এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥

[ ৪ ]

স্নান করি শ্রীগৌরাঙ্গ বসিলেন দিব্যাসনে
ডাইনে বামে নিতাই গদাই।
অদ্বৈত সম্মুখে বসি মিষ্টান্ন পায়েস করে
শ্রীবাস যোগায় ধাই ধাই॥
আহা মরি মরি কিবা অভিষেকানন্দ।
নিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিলা গোরা
আনন্দে নেহারে ভক্তবৃন্দ॥
ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন
অদ্বৈত তাম্বুল দিল মুখে।
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে॥
সচন্দন তুলসীপত্র গোরার চরণে দিয়া
আচার্য্য কৃষ্ণায় নমঃ বলে।
কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরি ধ্বনি ঘন ঘন
করিতে লাগিল কুতূহলে॥

[ ৫ ]

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে যে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর হরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল॥
রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ।
বাসু ঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ॥

রাধাভাবে বিভোরা বরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশখা বলি পহুঁ যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হরল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল লব লেশে
ধিক রহু এ ছার জীবন॥

[ ৬ ]

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ॥
ইহাত না জানি মোরা সকালে মিলিনু গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝোরে নয়ন ঝুরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হইয়াছে মুখ শশী॥
দেখিয়া তখন প্রাণ সদা করে আনচান
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হইল তবে মুই নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর॥
আমিত বেবশ হৈঞা তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এইত কহিনু আমি যে কহিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
গদাধরের বদন হেরিয়া॥
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুই যাইব মরিয়া॥

[ ৭ ]

প্রাণের মুকুন্দ হে তোমরা কি সুধাও আমায়।
যে দুঃখ মরমে পাই কহিবার নাহি ঠাঁই
ইহা কহি কাঁদে গোরারায়॥
দেখিয়া জীবের দুখ ছাড়িনু গোলোক সুখ
লভিলাম মনুষ্য জনম॥
পাইলাম কষ্ট যত তোমরা পাইলা তত
হইলো সব পণ্ড পরিশ্রম॥
পণ্ডিত পড়ুয়া যারা আমারে না মানে তারা
মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি হই বুদ্ধি হারা কি রূপে তরিবে তারা
দূর হবে নরকের ভয়॥
অনেক চিন্তার পর দঢ়াইনু এ অন্তর
আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস।
মস্তক মুণ্ডন করি এ ডোর কৌপীন পরি
অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস॥
তবে ত পাষণ্ডী সব শুনি হরি হরি রব
নামে প্রেমে হইবে পাগল।
সবে যাবে নিত্যধাম পূর্ণ হবে মনষ্কাম
অবতার হইবে সফল॥
প্রভু যবে হেন কৈল মুকুন্দ মূর্চ্ছিত হৈল
কতক্ষণে সম্বিত পাইলা।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় এ তব উচিৎ নয়
সাঙ্গ কর নদীয়ার লীলা॥

[ ৮ ]

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া॥

[ ৯ ]

গোরাচাঁদ কিবা তোমার বদন মণ্ডল।
কনক কমল কিয়ে • শরদ পূর্ণিমা শশী
নিশি দিশি করে ঝলমল॥
তোমার বরণ খানি জনু হরতাল জিনি
কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়া।
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবাম সোনা
মনমথ মন মোহনিয়া॥
খগপতি জিনি নাসা অমিয়া মধুর ভাষা
তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণ নয়ানবাণ ভুরু ধনু সন্ধান
কটাক্ষে হানয়ে নারী মনে॥
আজানুলম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ
অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্যসরু হেমরম্ভা জিনি উরু
চরণে নূপুর বঙ্করাজে॥
জিনি মদমত্ত হাতী হংসরাজ জিনি গতি
দেখিয়া এ হেন রূপ রাশি।
কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি॥

# পদাবলী

## মাধব ঘোষ

[ ১ ]

নাচে পহুঁ অবধূত গোরা।
মুখ তছু অবিকল পূর্ণ বিধু মণ্ডল
নিরবধি মন্ত্রে রস ভোরা॥
অরুণ কমল পাখী জিনি রাঙ্গা দুটী আঁখি
ভ্রমর যুগল দুটী তারা॥
সোনার ভূধরে যৈছে সুরনদী বহে তৈছে
বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা॥
কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীনখানি
অরুণ বসন বহির্বাস।
গলায় সোনার মালা ভূষণ করিয়া আলা
নানা তিল প্রসূন বিকাশ॥

# পদাবলী

## শিবানন্দ সেন

[ ১ ]

পূর্ব্বে যেই গোপীনাথ   শ্রীমতী রাধিকা সাথ
সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন।
যে করে মুরলী বায়   দণ্ড কমণ্ডলু তায়
কটিতটে এ ডোর কৌপীন॥
অধরে মুরলী পুরি   ব্রজবধূর মনচুরি
করি সুখ বাড়য়ে তাহার।
নয়ান কটাক্ষ বাণে   মরমে পশিয়া হানে
সে মারণে বহে অশ্রুধার॥
যমুনার বনে বনে   গোধন রাখাল সনে
নটবেশে বিজয়ী বাথানে।
নাহি জানি সেহ এবে   কি জানি কাহার ভাবে
বিলাসয়ে সংকীর্ত্তন স্থানে॥
ভাবিতে সে সব সুখ   দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ
বিরহে অনলে জরি জরি।
এ শিবানন্দের হিয়া   গড়িল পাষাণ দিয়া
না দরবে সে সুখ সোঙরি॥

[ ২ ]

অখিল ভুবন ভরি   হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত   পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফালগুন পূর্ণিমা তিথি   মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করল বাদর।
উঁচা নীচা যত ছিল   প্রেমজলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র   হরিনাম মহামন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত   তারা হৈল ভাগবত
বাঢ়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালি॥
জগাই মাধাই ছিল   তারা প্রেমে উদ্ধারিল
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে   কেন রৈনু মায়া ভোলে
প্রভু মোরে দেহ পদ ছায়া॥

[ ৩ ]

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥

[ ৪ ]

দয়াময় গৌরহরি   নৈত্যালীলা সাঙ্গ করি
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে   এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥
আদেশ করিলা যাহা   নিচয় পালিব তাহা
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত   লাগিবে বিষের মত
তোমা বিনা কি মতে গোঙাব॥

গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব সম্বৎসর কাটাইব
যুগশত কাল করি তিলে॥

হও প্রভু কৃপাবান কর অনুমতি দান
নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর অহে প্রভু বিশ্বম্ভর
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥

[ ৫ ]

হোলি খেলত গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥
খেনে খেনে মুরছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে পহুঁ কয়ল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥

# পদাবলী

## পরমানন্দ গুপ্ত

[ ১ ]

জয় কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥
রূপ সনাতন মোর প্রাণ সনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
বৃন্দাবন যমুনা পুলিন বংশীবট॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
ব্রজ ভূমে বাস কর যমুনা নিকট॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রটরে।
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাটরে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রটরে।
শচীর নন্দন গোরা কার্ত্তনে লম্পট রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেগোবিন্দ।
শ্রীরাধারমণ বন্দে পরমানন্দ॥

[ ২ ]

গোরা অবতারে যার না হৈল ভকতি রস
আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিল ভেল তায়॥

ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিতপাবন॥

হেম জলদ কিয়ে প্রেম সরোবর
করুণাসিন্ধু অবতার।
পাইয়া যে জন না হয় শীতল
কি জানি কেমন মন তার॥

ভব তরিবারে হরি নাম মন্ত্র ভেলা করি
আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে
পরমানন্দের পরিহার॥

[ ৩ ]

গোরা দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধুনী তীরে, নদীয়ানগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি॥
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কাঁধে।
চলি যাইতে না পারে গোরাচাদে, হরি বলি কাঁদে॥
প্রেম ছল ছল, নয়ন যুগল, কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরিল গোরা কলেবর, ধরণী ধরিতে নারে॥
সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরন্তর, হরি হরি বোল বলে
প্রিয়সখার কাঁধে, ভুজযুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে॥
ভুবন ভরিয়া প্রেমে উতরোল পতিত পাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের মনেতে না লয় আন॥

[ ৪ ]

পরশমণির সঙ্গে কি দিব তুলনা।
পরশ ছোঁয়াইলে নাকি হয় সোনা॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে
নাচিয়া গাইয়া রে রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই,
গোরা মোর পরাণ পুতলি॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাঁদে চাঁদ কলঙ্কীরে,
এমন হইতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে
দূরে গেল মনের আঁধার॥
এ গুণে সুরভি সুরতরু সম নহে রে।
মাগিলে সে পায় কোন জন॥
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিঞা দেওল প্রেমধন॥
গোরাচাঁদের তুলনা কেবল গোরাচাঁদের সহ
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতিরে
গৌরাঙ্গের দয়া হবে কবে॥

[ ৫ ]

শচীর নন্দন গোরাচাঁদ। সকল ভুবন মনোফাঁদ॥
নব অনুরাগে ভেল ভোর। অনুখন নয়নে বহে লোর॥
পুলকে পূরিত গদ বোল। ক্ষণে চিত স্থির ক্ষণে উতরোল॥
ঐছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ। পরমানন্দ কহে প্রেমতরঙ্গ॥

[ ৬ ]

কি করিলে গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্ত্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয়ে বুক॥
না জীব মুরারি মুকুন্দ শ্রীনিবাস।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবনে নৈরাশ॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া।
ছটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
এবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি॥

[ ৭ ]

শ্রীশচীনন্দন নদীয়া অবতারি।
উজ্জ্বল বরণ গৌররূপ মাধুরী॥
আগে নাম জগতে পরচারি।
সকরুণ ঐছে পতিত জন তারি॥
সংকীর্ত্তন রস নৃত্য বিহারী।
অবিরল পুলক ভকত হিতকারী॥
হাসত নাচত গাওত ত্রিভুবন ভরি
ত্রিজগত জন বোলত বলিহারী॥
বামে গদাধর রাজত রঙ্গী।
চৌদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী॥
অবিরত নয়নে বহে প্রেমধারা।
মোহত ভাগত কলি আঁধিয়ারা॥
করই আলিঙ্গন নাহি বিচার।
নিরুপম গুণগুণ ভাব অপার॥
নীলাচলে বশত শচীনন্দন।
দরশন করু নিতি দেব যদুনন্দন॥
অঙ্গে বিলেপিত সুগন্ধি চন্দন।
রূপক সবহি করত অভিনন্দন॥
করুণাময় পহুঁ প্রেমকি যাবত।
পরমানন্দক ভয় দূরাহ ভাগত॥

[ ৮ ]

নাচিতে না জানি তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে না জানি তমু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই॥
বসুধা জাহ্নবী সহ নিমাই চাঁদেরে ডাকি
নাম সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর
ইহা সভার নামে যেন মতি॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্ট যুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সবার সহকারে দীন প্রায় সদা ফিরে
যেন হয় তা সবার সাথ॥
মহান্ত সন্তান কিবা মহান্ত জনের সেবা
ইহা সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্‌গম কভু ভয়ে প্রাণ কাঁপে প্রভু
সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীবাস পদ সেবা উক্ত যে সম্পদ
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্তগ্রাস শেষে কিবা গৌর ব্রজবাসে
পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়।

[ ৯ ]

গোরা তনু ধূলায় লোটায়।
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি
পীতবসন বংশী চায় ॥
ধরি নটবর বেশ সমুখে বাঁধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি সঘনে বোলায় হরি
চাহে গোরা কদম্বের শাখা ॥

শুনি বৃন্দাবন গুণ রসে উনমত মন
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
তা বুঝিয়া মোর বোধ প্রিয় সব পারিষদ
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায় ॥
কেহো বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিলে না ধরে ধরণী।
নিজ মন আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে
কেবা দোঁহে ধরিবে পরাণী ॥

[ ১০ ]

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখা
আওল রাইক পাশ।
পঙ্কঘটিত মুখ লোচন ছল ছল
কহতহিঁ গদ গদ ভাষ ॥
সুন্দরি, দূরে কর কানু আশোয়াস।
ঐছে নিঠুর সঙ্গে লেহ নহে সমুচিত
ন পূরব তুয়া অভিলাষ ॥

তোহারি নিদান হাম কতয়ে শুনায়লু
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায় কতয়ে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী ॥
ঐছন বচন রাই তব দোতি মুখে
শুনইতে মুরছিত ভেল।
পরমানন্দ দাসক হৃদি মাহা
কো জানি রোপল শেল ॥

[ ১১ ]

আজু ধনি নব অভিষেক গোবিন্দ কি।
পরমানন্দ প্রেমসুখ কন্দ কি ॥
ঝলকত নীল নলিনী মুখ শোহা।
হেরইতে অখিল ভুবন মন মোহা ॥
গোরস দধি ঘৃত হলদিক নীরে।
গাগরি ভরি ভরি ঢারই শিরে ॥

বাজত ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ।
জয় দেই সুর নারীগণ রঙ্গ ॥
বলি বলি যাওহি চরণারবিন্দ।
পরমানন্দকে পহুঁ শ্রীগোবিন্দ ॥

[ ১২ ]

আরতি যুগলকিশোর কি কীজে।
তনুমন ধনহু নিছারি দীজে ॥

পহিরণ নীল পীতাম্বর শাড়ী।
কুঞ্জবিহারিণী কুঞ্জবিহারী ॥

রবিশশী কোটী বদন অছু শোভা।
যো নিরখিতে মন ভেল অতি লোভা॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ডগমগ হুঁহু তনু ঝলকত জ্যোতি॥
নন্দ নন্দন বৃষভানুকিশোরী।
পরমানন্দ পহুঁ যাঙ বলিহারী॥

[ ১৩ ]

আরতি জয় বৃষভানু কুমারি।
ঝলকত মুখ শোভা উজিয়ারি॥
কপূরক বাতী রতনকে থারী।
করে লই ললিতা প্রাণ পিয়ারী॥
বদন কমল সঙ্গে করু নিছয়ারি।
সহচরিগণ করু জয় জয় কারি॥
মঙ্গল গাওত দেই করতারি।
বরিখে কুসুম সব নবীন কুমারী
চরণ কমল নখ চান্দ নেহারি।
পরমানন্দ জীবন বলিহারী॥

[ ১৪ ]

দুহুঁ অতি কাতর কুঞ্জ সে নিকসল
সব সহচরিগণ মেলি।
দুহুঁ জন নয়নে প্রেমজল ঝর ঝর
ঐছন গৃহে চলি গেলি॥
কিয়ে রাধামাধব লীলা।
সোঙরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর
গলি গলি যাওত শীলা॥
বিমনহি নিজ নিজ মন্দিরে দুহুঁ জন
শুতল পালঙ্ক শয়ান।
সখিগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল
ঐছন ভেল বিহান॥
গুরুজন জাগল সুর উদয় কৈল
সবহু ভেল পরকাশ।
শ্রীরূপ মঞ্জরি চরণ হৃদয়ে ধরি
কহে পরমানন্দ দাস॥

[ ১৫ ]

হরে হরে গোবিন্দ হরে।
কালিয় মর্দ্দন কংস নিসূদন
দেবকিনন্দন রাম হরে॥
মৎস্য কচ্ছবর শূকর নরহরি
বামন ভৃগুপতি রক্ষকুলারে।
শ্রীবল বৌদ্ধ কল্‌কি নারায়ণ
দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে॥
কেশব মাধব যাদব যদুপতি
দৈত্যদলন দুখভঞ্জন শৌরে।
গোলোক গোকুল চন্দ্র গদাধর
গরুড়ধ্বজ গজমোচন মুরারে॥
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু
পরম ব্রহ্ম পরমেষ্ঠি অঘারে।
দুখিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীসুত
দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে॥

# পদাবলী

## রামানন্দ বসু

[ ১ ]

নাচয়ে চৈতন্ত চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা
মুকুতা গাঁথনি॥
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক উর্দ্ধবাহু করি।
পতিত জনারে, পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমা গুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায়॥

[ ২ ]

চৌদিকে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পহুঁ হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে॥
ভালিয়ে গৌরাঙ্গ নাচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনী ভাসল প্রেমে গায় রামানন্দ॥
মুরারি মুকুন্দ আসি হের আইস বলি।
তোমা সবার গুণে কাঁদে পরাণপুতলি॥
আর যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর।
বসু রামানন্দে তাহে লুবধ চকোর॥

[ ৩ ]

আরে মোর গৌর কিশোর।
সহচর কন্ধে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাকী নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌর হরি কহে হায় মরি মরি
তন্তুক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥

[ ৪ ]

কীর্তন রসময় অগম অগোচর
কেবল আনন্দ কন্দ।
অখিল লোকগতি ভকত প্রাণপতি
জয় গৌর নিত্যানন্দ চন্দ॥
হের পতিতগণ করুণাবলোকন
জগ ভরি করল অপার।
ভব ভয় গঞ্জন দুরিত নিবারণ
ধন্ত শ্রীচৈতন্ত অবতার॥
হরি সংকীর্তনে মজিল জগজন
সুরনর নাগ পশুপাখী।
সকল বেদসার প্রেম সুধাধার
দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন মঙ্গল নাম প্রেম বলে
দূর গেল কলি আঁধিয়ার।
শমন ভবন পথ সবে এক রোধল
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার॥

[ ৫ ]

দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা।
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভুলাইয়া
কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা॥
পীতবসন ছাড়ি ডোর কৌপীন পরি বাকুয়া করিলা দণ্ড
কালিন্দীর তীরে সুখ পরিহরি সিন্ধুতীরে পরচণ্ড॥
রাম অবতার ধনুক ধরিয়া গোকুলে পূরিলা বাঁশী।
এবে জীব লাগি করুণা করিয়া, দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী॥
ধরি নবদণ্ড, লইয়া করঙ্গ, সিন্ধুতীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয়, সন্যাসীর বেশ নয় পাষণ্ড দলম বীরবানা॥

[ ৬ ]

দেখ দেখ অদভুত সুন্দর শচীসুত
অপরূপ বিহি নিরমাণ।
ডগমগ হিরণ কিরণ জিনি তনুরুচি
হরি হরি বোলত বয়ান॥
ভালহি মলয়জ বিন্দু বিরাজিত
তহুপরি অলকা হিলোল।
কনক সরোজ চাঁদ জনু উজোর
তহি বেড়ি অলিকুল দোল॥
দুনয়ন অরুণ কমল দল গঞ্জন
খঞ্জন জিনিয়া চকোর।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিম ফল
তৈছে বহত ঘন লোর॥
নিজ গুণ নাম গান রসসায়রে
জগজন নিমগম কেল।
দীন হীন রামা নন্দ তহি বঞ্চিত
কিঞ্চিত পরশ না ভেল॥

[ ৭ ]

দেখত বেকত গৌর অদভুত উজোর সুরধুনী তীর।
জম্বুনদ তনু, বসল জিনিয়া ভানু সুন্দর সুঘড় সুধীর॥
ব্রজলীলা গুণ সোঙরি সোঙরি ঘন, রহই না পারই থির।
পুলকে পূরল তনু ফুটল কদম্ব জনু ঝর ঝর নয়নক নীর॥
অবিরত ভকত, গানরসে উনমত, কম্বুকণ্ঠ ঘন দোল।
পুলকে পূরল জীব, শুনি পুন নাচত, সঘনে বোলয়ে হরি বোল
দেব দেব অধিদেব জনবল্লভ, পতিত পাবন অবতার।
কলিযুগ কাল ব্যাল ভয়ে কাতর, রামানন্দে কর পার॥

[ ৮ ]

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম পয়োধি অবধি নাহি পাওত
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া॥
সোঙরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন
রাই রাই বোলে হাসিয়া হাসিয়া॥

নিজমন মরম ভরম নাহি রাখত
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশিয়া।
মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গরজন
চঞ্চল পদনখ শশিয়া॥
কটিতটে অরুণ বরণ বর অম্বর
খেপে খেপে উড়ত পড়ত খসি খসিয়া॥
পুলকাঞ্চিত সব গৌর কলেবর
কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাঁসিয়া।
ধরণী উপরে খেপে লুঠত উঠত বৈঠত
দীন রামানন্দ ভয় নাশিয়া॥

[ ৯ ]

আরে মোর নাচত গৌর কিশোর।
হিরণ কিরণ জিনি ও তনু সুন্দর
দশ দিশ করল উজোর॥
শারদ চাঁদ জিনি ঝলমল বদনকি
রোচন তিলক সুভাল।
কুঞ্চিত চারু চিকুর তহি লোলত
কমল কিয়ে অলিজাল॥
নাসা তিল ফুল বিম্ব অধর তল
চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তরুণ অরুণ সর সিজ জিনি লোচন
ধারা বহে অবিরাম॥
গাঁথিয়া আপন গুণ পরকাশি কীর্ত্তন
গাওত সহচর বৃন্দে।
খোল করতাল যতন করি সিরজিল
পাষণ্ড দলন অনুবন্ধে॥
অবনীতে অদভুত প্রভু শচীনন্দন
পতিত পাবন অবতার।
দীনহীন মূঢ় মতি রামানন্দ দাস অতি
পহুঁ মোরে কর ভবপার॥

[ ১০ ]

ভাল ভালরে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলিকলমষ হরে
পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া॥
করতাল মৃদঙ্গ রায় সঙ্গে উচ্চস্বরে গায়
মুরারি মুকুন্দ বাসু রঙ্গে।
পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায়
প্রেমসিন্ধু উছলে তরঙ্গে॥
পুছে পহুঁ গৌর হরি কহ কহ নরহরি
বামে গদাধর পানে চায়।
প্রিয় গদাধর ধন্ত প্রাণ যার শ্রীচৈতন্য
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায়॥
স্বরূপ রূপ কাছে আসি কহে দেহ মোহন বাঁশী
ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বচন অমিয়া রাশি ক্ষণে লহু লহু হাসি
হরি বলে দুবাহু তুলিয়া॥
জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি
অদ্বৈতর বাঢ়ল আনন্দ।
কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি
হেরি হরষিত রামানন্দ॥

[ ১১ ]

সুরধুনী তীরে আজু গৌর কিশোর
ঝুলন রঙ্গ রসে পহুঁ ভেল ভোর ॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচই হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোল ॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম তরঙ্গ ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মিলি।
গাওত পুরুব রভসরঙ্গ কেলি ॥
নদীয়া নগরে কহ ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ ॥

[ ১২ ]

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈঞা
সহচর মিলিয়া খেলায় ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবুডুবু করে না বহয়ে বিধ বা
দেখি হাসে গোরা বনমালি ॥
কেহ করে উত্তরোল ঘন ঘন হরি বোল
দুকূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥
জগজন চিতচোর গৌর সুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুই এক ॥

[ ১৩ ]

দাং দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল বাজত, কতহু তালসুতালুয়া।
অখিল ভুবনক নাচ নাচত শ্রীবাস আদি সভে গানুয়া ॥
জানু লম্বিত, বাহুযুগল, কলিত কলধৌত ঠানুয়া।
অরুণ অমবরে ভুবন ডগমগি যৈছে পাতর ভানুয়া ॥
ক্ষণহি কম্পিত ক্ষণহি লুকিত, ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উচকরি বলই হরি হরি পুরুব প্রেম পালনা ॥
চাঁদ অবধূত ঠাকুর অদ্বৈত সঙ্গে সহচর মিলিয়া।
কহে রামানন্দ কুলিশ সরসয়ে দারু দরবত কেলিয়া ॥

[ ১৪ ]

পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন আশ ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিনু কতদিন ধরিব জীবন ॥
অবহুঁ বসন্ত বহুত সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয় ॥
যত যত পীরিতি কয়ল পহুঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ এবে কাউকি ভোর ॥
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ ॥

[ ১৫ ]

ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর।
প্রাণের হরিদাস ছিল সেই লীলা সম্বরিল
কার সঙ্গে করিব বিহার॥
অদ্বৈত শ্রীনিবাস পুরী দামোদর দাস
তারা গেল এ সুখ ছাড়িয়া।
কেবা পাবে রস রঙ্গ ভ্রমিব কাহার সঙ্গ
গেল বুকে পাষাণ চাপাঞা॥
বিশ্বরূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ নাই
সেই গেল বৈরাগ্য করিয়া।
কৃষ্ণ দাস রসথান না শুনব তার গান
সেহ গেল বুকে শেল দিয়া॥
নিতাই কর গৃহবাস যাহ হে পণ্ডিত পাশ
তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে।
তোমারে যতন করি দিবে তুই কন্যাবরি
নিজরূপ তাহাকে দেখাবে॥
পতিত অধম সুখ ইহারে না দিবে দুখ
করুণা করিবা সবা পানে।
আপনা বলিয়া বলো জীবে দেখি দয়া করো
করুণা ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥
সেহ মোর নিজধাম যশ রাখ বলরাম
করুণা করিয়া প্রভু কাঁদে।
নিতাই চাঁদের করে ধরি প্রভু বোলে হরি হরি
রামানন্দ বুক নাহি বাঁধে॥

[ ১৬ ]

হরি হরি ঐছে ভাগ্য হোয়ব হামার।
সহচর সঙ্গে সঙ্গে পহুঁ গৌরক হেরব নদীয়া বিহার॥
সুরধুনী তীরে নটনরসে পহুঁ মোর, কীর্ত্তন করিব বিলাস।
সো কিয়ে হাম নয়ন ভরি হেরব, পূরব চির অভিলাষ॥
শ্রীবাস ভবনে যব নিজগণ সঙ্গহি বৈঠব আপনি ঠামে।
ডাহিনে নিত্যানন্দ ছত্রধরি মস্তকে পণ্ডিত গদাধর বামে॥
তব কোই মোহে লেই তাহা যাওব হেরব সো মুখ চন্দ।
পুলকহি সকল অঙ্গ পরিপূরব, পাওব প্রেম আনন্দ॥
জননী সম্বোধন সব ঘরে আয়ব, করবহু ভোজন পান।
রামানন্দ আনন্দে তবহু নেহারব, সফল করব দুনয়ান॥

[ ১৭ ]

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাওন মাসের দে ঝিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বসন এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন বাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিনু জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥

[ ১৮ ]

মলয়জ মিলিত যমুনা জল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ কদম্ব তরু কুসুমিত
কোকিল ভ্রমর করু গান॥
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে রসবতি রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥
দুহুঁ তনু এক মন নিবিড় আলিঙ্গন
দুহুঁজন একই পরাণ।
বসু রামানন্দ ভণে তুলনা না হয়ে মনে
রূপের নিছনি পাঁচ বাণ॥

[ ১৯ ]

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লইয়া চল মোরে বঙ্কিম লোচন॥
তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি।
উভকরি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয়ো সুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দে ভণে এমন পীরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি॥

[ ২০ ]

মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবা নিশি নাহি জানি
গোপনে গুমরি মরি মরি॥

# পদাবলী

## মুরারি গুপ্ত

[ ১ ]

একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল
নিতাই গৌর রায়।
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে
বাজারে চলিয়া যায়॥
পথে হৈল দেখা রূপ নাহি লেখা
দিঠি ফেলাইল গোরা গায়।
এহেন সময়ে যতেক নাগরী
জল ভরিবারে যায়॥

কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে
নাটুয়া আইসাছে পারা।
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে
মরুক মরুক জল ভরা॥
বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবী সুকান্দা
ভরিল যতেক নাগরী।
হেরি গোরা পানে ভরিল নয়ানে
কহয়ে দাস মুরারী॥

[ ২ ]

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবন মোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লোলে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধুলামাখা সর্ব্বগায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি॥

কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি॥

[ ৩ ]

শচীর দুলাল মনোরঙ্গে। খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে॥
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে। নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে॥
হাতে হাতে করে ধরাধরি। তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি॥
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি। ক্ষণে কেহ কেহ ভালিভালি॥
গোরা সবে বলে হরি হরি। শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি॥
ঘন ঘন হরি বোল শুনি। কাঁপে কলি পরমাদ গুণি॥
মুরারি আনন্দে ভরপুর। পাপের রাজত্ব হৈল দূর॥

[ ৪ ]

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোতবিথার জলে এ তনুটী ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
যাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হয়
তার গুণ তিলেকে গায়॥

[ ৫ ]

সখি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে॥
গৌর প্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রৈতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম পীরিতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পীরিতি কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥
মুরারি গুপত কয় পীরিতি সহজ নয়
বিশেষে গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা।
কুলমান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা॥

[ ৬ ]

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে

[ ৭ ]

প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়ানগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥

কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই
না কাঁদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাইঞা দিলা তোমা লইবারে॥

[ ৮ ]

চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে॥
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয় নাগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥

[ ৯ ]

ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর॥
আচার্য্য গোঁসাই, দেখিও নিতাই, আমার আঁখির তারা।
শুনহ শ্রীবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ ননীর পুতলি ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্ত্তন হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি দেখহ মায়ের দশা॥

# পদাবলী

## বংশীবদন দাস

[ ১ ]

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ
সীতানাথ দেহ পদছায়॥
জয় জয় মোর, আচার্য্যঠাকুর, অগতি পতিত অতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণে ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া পায়॥
সদা মনোরথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি।
কহে বংশীদাস, পুর সব আশ কি আর কহিব আমি॥

[ ২ ]

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা   ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব   হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন   দেই মালা চন্দন
করি প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া   বাজে তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান   শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ   হরি বোল ঘন ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোলমঙ্গলি   রাখিবে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব॥

[ ৩ ]

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে বুলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শাঙ্গলী বলি করয়ে ফুকার।
পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেমজলে ভাসে
পূরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥

[ ৪ ]

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে।
ধবলী শাঙ্গলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি পাখা নটবর বেশ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন॥

[ ৫ ]

শ্রীনন্দ নন্দন শচীর দুলাল, চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিনী কোঙর নিত্যানন্দ রায়, ভাইয়ার অগ্রেতে ধায়॥
শ্রীদাম সাজাইত, অভিরাম স্বামী গাভী বৎস লৈয়া চলে।
সুবল পণ্ডিত গৌরীদাস আসি তুরিত মিলিল দলে॥
নবদ্বীপ আজি গোকুল হৈল যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে লইল পাঁচনি ধরিয়া রাখাল বেশ॥
আবা আবা রবে ছাইল গগন সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে॥

[ ৬ ]

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে, সকল ভকত লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন একঠাঞি।
নিমাই বলিয়া ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়ল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ।
কেবা হেন জন আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধুর রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়॥

[

এইতো গোকুলবাসী কেহ কিছু জানসি।
তাহার চরণে করোঁ সেবা॥
তোমরা আসিয়া দেখ রাইএর বেয়াধি লখ।
রাইয়েরে পাঞাছে কোন্ দেবা॥
সব দেব হাকারিয়া কহে শ্রুতি পুটে।
কালিয়া কোঙর নামে কাঁপি ঝাঁপি উঠে॥
কালিয়া কোঙর নামে থাকে কদম ডালে।
সুকুমারি দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে॥
তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর।
পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দড়।
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়॥

[ ৮ ]

আলো সই কি হইল মোরে প্রেমজ্বালা।
মো যেন আপনা খাইনু কেন বা যমুনা গেলুঁ
শয়নে স্বপনে দেখোঁ কালা॥
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ রঙ্গে
সাথে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিলু বাট
কালোমেঘে ঝাপ্যাছিল মোরে॥
যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব আছে
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল বেথা॥
সে কালা কালিয়া শ্যাম কালিয়া তাহার নাম
কালিন্দী কদম্বতলে থানা।
বংশীবদনে কয় যুবতী জীবার নয়
দেখিলে মরমে দেয় হানা॥

[ ৯ ]

তথন বলিনু তোরে  যাইস না যমুনার তীরে
চাইস না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখন কেন বা বল  শুন মাগো বুড়ি মাই
গা মোর কেমন কেমন করে॥
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা  মেঘের বরণ গা
রাঙ্গা দীঘল দুটী আঁখি।
কাহার শকতি উহার  দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আইসে আপনাকে রাখি॥

কাণে মকর কুণ্ডলে  আস্ত মানুষ গিলে
কাঁচা পাকা কিছু নাহি বাছে।
আমরা উহার ডরে  সবাই ডরাই গো
বাহির না হই বাড়ীর নাছে॥
আন সনে কথা কয়  আন জনে মুরুছায়
ইহা কি শুন্যাছ সখি কানে।
এ কুল ও কুল মোরা  দুকুল খাইঞাছি গো
হয় নয় বংশীদাস জানে॥

[ ]

গোকুল মণ্ডলে  কতয়ে কলাবতি
হাম নাহি পালটি নেহারি।
নিশি দিশি তুয়া গুণ  ভাবিয়ে এক মন
কি কহব কহই না পারি॥
কোপে কমল মুখি  কছু নাহি শুনসি
তুয়া নিজ কিঙ্কর হাম।
বংশীবদন অব  কত সমুঝায়ব
কোপিনি কামিনী ঠাম॥

মানিনি করজোড়ে কহি পুন তোয়।
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনি
কাহে উপেখসি মোয়॥
তুয়া লাগি সব নিশি  জাগিয়া পোহাইলুঁ
একলি নিকুঞ্জক মাহ।
তোঁহারি বিয়োগে হাম  বন মাহা লুঠলুঁ
তুহুঁ রতি চিহ্ন কহ তাহ॥

[ ১১ ]

টুটল রাইক মান।
হেরি সখি কয়ল পয়ান॥
যাহা বহু বল্লভ কান।
তুরিতে মিলল সোই ঠাম।
রাইক সহচরি গেল।
নাগর হরষিত ভেল॥
গদ গদ কহ রব কান।
রাই কি তেজল মান॥
পুন কিয়ে মিলব মোয়।
ঐছে সফল দিনে হোয়॥
সে মুখে সুধাময় বাত।
শুনি কি জুড়ায়ব গাত॥

বঙ্কিম লোচন হেরি।
মোহে জিয়ায়ব ফেরি॥
তুহুঁ সখি করহ সহায়।
তব হাম মীলব তায়॥
সবহুঁ কয়ল ধনি মান।
তব ধরি আকুল পরাণ॥
শুনি সখি কহে মৃদু বোল
অব তুহুঁ নহ উত্তরোল॥
তুরিতে চলহ মঝু সাথ
বংশী মানাওব তাথ॥

[ ১২ ]

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে ধনি নিবসই
তুরিতে গমন করু তাই॥
এত শুনি নাগর নাগরি বেশ ধরি
সখি সঙ্গে চলু বনমালী।
যৌ নিকুঞ্জে আছয়ে বর মানিনী
তাঁহা যাই উপনীত ভেলি॥

নাগরি বেশ দেখি হরষিত সখীগণ
কহে সব বলিহারি যাই।
কোপে সুধামুখি চরণে লিখয়ে মহী
পীছে রহল তহি যাই॥
কাতর নয়নে নেহারই নাগর
সখি পদে অবনত কেল।
বংশী কহয়ে ইথে থীর রহু মাধব
সবজন অনুমতি ভেল॥

[ ১৩ ]

পট্টাম্বর পরি অভিনব নাগরি
ঐছন কয়ল পয়ান।
শির পর শিখি করি কাম সিন্দুর পরি
লখই না পারই আন॥
দেখ সখি অদভূত রঙ্গ।
রসিক শিরোমণি রমণি বেশ ধরি
আওত দোতিক সঙ্গ॥
আগুপদ বাম বাম গতি ধাবই
মোহিনী চাহনি বামা।
ভানুসুতা পাশে উপনীত ভেলহি
শ্যামা পেখল রামা॥

মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোভই
শংখ শোহই তছু মাঝ।
এ হেম চাতুরি কবহুঁ না পেখনু
এ মহি মণ্ডল মাঝ॥
অরুণ কিরণ শ্যামা পদতলে পেখলুঁ
তেঞি করিয়ে অনুমান।
বংশীবদন কহ রাইক নিকটহিঁ
ঐছন করল পয়ান॥

[ ১৪ ]

নাগরি বেশ হেরি হরষিত সহচরি
করে ধরি আদর কেল।
কোপে কমল মুখি চরণে লিখায়ে সখী
তাক সমুখ লই গেল॥
সুন্দরি হেরহ ইহ সব রামা।
মাথুর নগরক ইহ নব রঙ্গিনী
তোহে মিলব ইহ শ্যামা॥

ঐছন বচন শুনি বিমল বয়নি ধনি
বাহু পসারি করু কোর।
পরশহি জানল রসিক শিরোমণি
কো কহ কৌতুক ওর॥
টুটল মান আন মনে বৈঠল
সহচরি মুখ হেরি হাস।
অমল কমল মুখ হেরইতে বংশীক
পূরল মরম অভিলাষ॥

[ ১৫ ]

সুমুখী চরণে চিকণ কালার
বরণ কেন বা দেখি।
সখীর বচনে ঈষত হাসিয়া
নেহারে কমল মুখী ॥
কনক মুকুর জিনিয়া চরণ
মুখানি রসের কূপ।
তাহার মাঝারে পশিয়া পেখলুঁ
পরাণ নাথের রূপ ॥
আপনা আপনি বয়ান হেরিয়া
ধরিতে না পারি হিয়া।
এ রস পাসরি রসিক নাগর
কেমতে আছয়ে জীয়া ॥
কহিতে কহিতে রসের আবেশে
নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে বুঝিয়া বিশাখা
নাগরী আনিয়া দেল ॥

[ ১৬ ]

এ সখি মঝু বোলে কর অবধান।
রাই দরশ বিনে না রহে পরাণ ॥
তুহুঁ অতি চতুরিণি কি কহব হাম।
ঐছে করহ যৈছে সধি হয়ে কাম ॥
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে পরোবোধবি ধরি তছু পায় ॥
ইথে যদি তুয়া বোল না শুনই রাই।
ইহ কেশ তৃণ দিয়া পড়বি লোটাই ॥
সো রঙ্গিনি যদি তেজই মান।
নিচয়ে জানিহ তুয়া অনুগত কান ॥
বংশীবদনে কহে পূরব আশ।
চলল দোতি তব রাইক পাশ ॥

[ ১৭ ]

কানু প্রবোধ করি আওল সহচরি
মীলল রাইক পাশ।
কহতহিঁ চাতুরি বচন সুমাধুরি
তাহে মিশাইয়া হাস ॥
মানিনি অবনত বদনহি লিখত
ইহ মহি মণ্ডল মাঝ।
ইতিউতি সহচরি রহে নিশবদ করি
সবহুঁ বিছুরল কাজ ॥
দোতি কহয়ে ধনি কাহে ভেলি মানিনি
তোঁহারি সে নাগর রাজ।
বিষম কুসুম শরে সো ভেল জর জর
লুঠই নিকুঞ্জক মাঝ ॥
অনেক যতন করি মোরে পাঠায়ল হরি
জিউ রাখে তুয়া অশোয়াসে।
বংশীবদন কহ হামারি বচন রাখ
মীলহ কানুক পাশে ॥

[ ১৮ ]

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার ॥
অমল কুলেতে কালি যেমত দিয়াছি গো
তেমতি পাইলু পুরস্কার ॥
গুরু জন তেয়াগিলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
তেজিলুঁ গৃহের সুখ সাধ।
সখি দোষ দিব কারে এতেক না পাইলুঁ তারে
বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ ॥

যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিচিঁ আঁখি জলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া বরিখে বিষ ভলে॥

বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আস
তেজহ দারুণ অভিমান।
তোমা বিনে সেই কানু ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ॥

[ ১৯ ]

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বলে শুন শুন গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥

শুক বলে শুন শারী আমরা পশুপাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বংশীবদনে বলে চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥

[ ২০ ]

আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ নয়ানে লাগিয়া গেল
শরম রহিল সেই ঠাঞি॥
আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিক্ ধিক্ জলে॥

কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো
মন মোর থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে মূরুছা পাইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে॥
ধীরে ধীরে পাখানি বাড়াই কত ছল করি
তাহে গুরু জনেরে ডরাই।
বংশীবদনে কহে শুন অনুরাগিণি
পীরিতি অমল না মিভাই॥

[ ২১ ]

রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেও উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আচরি রাই বান্ধে কেশ ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥

চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশীবদনে কহে যাও বলিহারি।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লইয়া মরি॥

[ ২২ ]

ধাতু প্রবাল দল     নব গুঞ্জাফল
ব্রজ বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি     মণি মুকুতা ঝুরি
কটিতটে ঘুংঘুর রাজে ॥
নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ বধূ মেলি     দেওই করতালি
বোলই ভালিরে ভাল ॥

নন্দ সুনন্দ     যশোমতি রোহিণী
আনন্দে সুত মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল     কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায় ॥
বংশী কহই সব     ব্রজ রমণীগণ
আনন্দ সায়রে ভাস।
হেরইতে পরশিতে     লালন করইতে
স্তনখীরে ভিগল বাস ॥

[ ২৩ ]

না যাইয় না যাইয় রাই বৈস তরু মূলে।
আসিতে পাইয়াছ বেথা চরণ যুগলে ॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিতে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে ॥
নীল ওড়নীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোনার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥
করি কুম্ভ দম্ভ জিনি কুম্ভ কুচ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম হরিণীর লোভে ॥
সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবিশশী বলি মুখ রাহু গরাসয়।
নলিনী দলন রাই তব মুখ করে।
ভ্রমর ছাড়িবে কেন রস নাহি পিলে ॥
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে।
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল ॥

[ ২৪ ]

কিছু বৈল নাহে কৈয় নাহে
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ সদা করে আনছান
দেখিলে সে জিয়ে চাঁদমুখ ॥
তুমি জল আমি মীন     আমি দেহ তুমি প্রাণ
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি।
কে জানে কে হেদে কেনে
আধ তিল তোমা বিনে
আপনা ভসম সম বাসি ॥

সরল সারিকা হাম     পঞ্জর তোমার প্রেম
তাহে বন্দী হইয়াছি হরি।
তামার বিয়োগে হা ম     সদাই বিয়োগী হে
তৈত্রি আনি দধির পসারি ॥
দাড়াঞা পথের মাঝে     তিলাঞ্জলি দিলাম লাজে
তুয়াগুণে বাজায়্যা নিসান।
হের দেখ ওহে শ্যাম     দুই বাউহে তোমার নাম
দাগিয়া রাখিয়াছি নিজ প্রাণ ॥
ধৈরজ ধরিতে নারি     এক নিবেদন করি
না হইও মোর বধের বধী।
বংশীবদনে কয়     এ কথা অন্যথা নয়
এক জিউ দুটী কৈল বিধি ॥

[ ২৫ ]

হের দেখ বাছার রুচির করতল আঁখি
বিধির করণ এক ঠাম।
আমার মনের সাধ বুঝিয়া সে মুনিরাজ
গোপাল বলিয়া থুইল নাম॥
অতিশয় শিশু মতি মন্দ মন্দ গতি
কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে।
কম্বু কণ্ঠ পরি মোতি মালবর
লম্বিত করু মখ সাজে॥

অনেক সাধ করি করে নবনীত ভরি
দেয়লু ভোজন লাগি।
সো নাহি খাওত খিতি তলে ডারত
ইহা মোর করম অভাগি॥
বংশী কহে শুন মাতা যশোমতি
তোঁহারি চরণে করোঁ সেবা।
এ তুয়া নন্দন ভুবন বিমোহন
পুণ ফলে পাওই কেবা॥

[ ২৬ ]

ভাল নাচেরে নাচেরে নন্দ দুলাল।
ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেঢ়ল
যশোমতি দেই করতাল॥
রুণুর ঝুণুর ধ্বনি ঘাঁঘর কিঙ্কিণী
গতি নট খঞ্জন ভাতি।
হেরইতে অখিল নয়ন মন ভুলয়ে
ইহ নব নীরদ কাঁতি॥

করে করি মাখন দেই রমণীগণ
খাওই নাচিয়ে রঙ্গে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ সুললিত
চরণ চালই কত ভঙ্গে॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ দিগম্বর
কটিতটে ঘুংগুর সাজ।
বংশী কহই কিয়ে জগজন মঙ্গল
শ্রবণে সুধাসম বাজ॥

[ ২৭ ]

ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে।
শ্বেত শ্যাম দুই ভাই চান্দে মেঘে এক ঠাঞি
শিশুগণ তারা যেন ফিরে॥
কেহো জল পানে ধায় অঞ্জলি পুরিয়া খায়
কেহ দেখে নিজ অঙ্গ ছায়া।
যমুনা আনন্দ মন তরঙ্গ উঠিছে ঘন
দেখি ব্রজ বালকের মায়া॥
তুলিল কানাইর বানা।
ঠাঞি ঠাঞি রাখালের থানা॥
সুবলের থানা সভার আগে।
মাঝে রাজা শ্যামধান তার বামে বলরাম
রাখাল বেড়িল লাখে লাখে॥

কেহো হাতী ঘোড়া হয় রাখাল রাখালে বয়
কেহো নাচে কেহ গায় গীত।
কেহো বায় শিঙ্গা বেণু বনে রাজা হৈল কানু
বলাই হইলা তার মীত॥
কেহো বলে সাজ সাজ বসিলা রাখাল রাজ
অসুর উপরে দেও হানা।
বংশীবদনে গায় দধি দুগধ কাড়ি খায়
কংসের যোগান দিতে মানা॥

[ ২৮ ]

বড়ি মাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা পুলিন বনে দেখ্যাছি রাখাল সনে
খেলা রসে হইয়াছিল ভোর ॥
বংশী বটের তল ছায়া অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ মুখানি ঘামিয়াছিল
ভোখে আঁখি অরুণ বরণ ॥
পীত ধড়ার অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যামকায়া।
মোর মনে হেন হয় যদি নহে লোক ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ছায়া ॥
কি করিব কোথা যাব এ দুখ কাহারে কব
না কহিলে মনোবেথা লাগে।
বংশীবদনে কয় কি করিবে লোক ভয়
কহ যাইয়া যশোদার আগে ॥

[ ২৯ ]

হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিয়া বিপাকে ॥
দিনকর কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রম জল বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥
বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর ॥

[ ৩০ ]

দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখল তাই ॥
কহে কিয়ে পসারে বিথারি দেখি এথা।
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা ॥
যত আভরণ গায় বেশ ভুষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে ॥
নিতি নিতি গতায়াত কর এই ঠাঞি।
এ পথে মদন রাজ কভু শুন নাই ॥
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ অনুগত জনে হেরি পুন হাস ॥
কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহুনাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা ॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল।
পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল ॥

[ ৩১ ]

রাজা এথা থাকে কেবা সাধে দান।
কিবায় চায় কিবা লয় কিবা করে আন ॥
কুলনারী হেরি হেরি ঠারে কত কথা।
সঙ্গে বুড়া হাতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথা ॥
এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ ॥
কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল।
তিলেক ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল ॥
অভয়ে আমার বোলে হও সাবধান।
কুলবতী দেখি আর না করিহ আন ॥
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা।
এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যেথা ॥

[ ৩২ ]

ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।
পরের রমণি দেখি সঘনে ফিরাও আঁখি
দঢ় জনার হাতে ঠেক নাই ॥
আন্ধার বরণ গা ভূমিতে না পড়ে পা
কি গরবে ঘন ঘন হাস।
বনে বনে চরাও গাই আপনাকে চিহ্ন নাই
হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস ॥
পেচ রাখি পর ধড়া টেড়া করি বান্ধ চূড়া
কানে গোজ বনফুল ডাল।
ডিগর লইয়া সাথী বনে ফির নানা ভাতি
বেচাইবে ব্রজ রাজের পাল ॥
বনে আছে ফুলগুলা তারে তুলিবার মালা
গায়ে সদা রাঙ্গা মাটী মাখি।
এত বেশ ভূষায় কিবা পরনারী ভুলাইবা
বংশী দাসের মনে দেয় সাখী ॥

[ ৩৩ ]

সুধাও দেখি সুবল সখা কার ঘরের এইটী।
দেখিতে দেখিতে মোরে কি গুণ করিল হে
খেপা কৈলে এই যে মায়্যাটী ॥
আর চোরে চুরি করে লোকজন অগোচরে
ধনকড়ি সবলয় হরি।
এ বড় বিষম চোর দেখিতে দেখিতে মোর
তনু মন সব কৈল চুরি ॥
মায়্যা নয় এই যে মায়্যার বেশ ধরিয়াছে
নিশ্চয় সে বাটোয়ারী বটে।
অঙ্গবাস ঘুচাইয়া সাবধানে দেখ ভাইয়া
কি কি ধন ইহার নিকটে ॥
এত বলি গোপীনাথ দিতে চাহে গায়ে হাত
চুম্বন করিতে বারে বার।
উচিত কহিল তোরে দান দিয়া যাও মোরে
নহে ত উত্তার অলঙ্কার ॥
শুনিয়া ললিতা বলে বন মাঝে নহে ভালে
রাজপথে এত কি জঞ্জাল।
আপন নগর ঘরে যদি লাগি পাই তোরে
তবে সে জানিয়ে ভালে ভাল ॥
দানী কহে দোহাই আছে লৈয়া যাব রাজার কাছে
তবে সে জানিবা ভাল তুমি।
বংশীবদন কয় মোরে না করিহ ভয়
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিব আমি ॥

[ ৩৪ ]

বিনোদিনি মো বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া দানী হইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি ॥
খঞ্জন নয়ন অঞ্জনে রঞ্জিত
তাহে কটাক্ষের বাণ।
নাসিকা উপরে অমূল্য মুকুতা
উহার অধিক দান ॥
অলকা উপরে কুটিল কবরী
তাহে চন্দনের রেখা।
পরশ দাপনি জিনি মুখখানি
কে করে দানের লেখা ॥
পীন পয়োধর সুমেরু শিখর
তাহে মুকুতার হারে।
রতন অধিক যতন করিয়া
কি ধন লৈয়াছ কোরে ॥

চরণ উপরে কনক নূপুর
চলিতে করয়ে ধ্বনি।
রসের পসার করি আগুসার
প্রবোধ করহ দানী॥

বংশীবদনে কহল যতনে
শুনহ রাজার ঝি।
উচিত কহিতে মনে মন্দ ভাব
আঁচলে ঝাঁপিলা কি॥

[ ৩৫ ]

হেদে লো বিনোদিনী এ পথে কেমতে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি॥
এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধুলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রোদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রম ভরে আউলাইল কবরী॥

অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া॥
মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনী।
বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয়
শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি॥

[ ৩৬ ]

মোহ বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে
একলা রহিলা ধনী রাই।
দুটি আঁখি ছলছলে চরণ কমল তলে
কানু আসিল পড়ল লোটাই॥
জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণ নিধি পথে আনি দিলা বিধি
আনন্দের কি কহিব ওর॥

রবির কিরণ পাইয়াছে চান্দ মুখ ঘামিয়াছে
মুখের মঞ্জরী দুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি
চন্দনচর্চ্চিত করি গায়॥
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি
বসায়ল নিজ পীত বাসে।
নির্জ্জন নিকুঞ্জ বনে মিলল দোঁহার সনে
মনে মনে হাসে বংশীদাসে॥

[ ৩৭ ]

বিনোদিনি মুঞি বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া বিষয় লৈয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥
হেম বরণ মণি আভরণ
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়ায় ভরি
পালটিতে নারি আঁখি॥

তুমি সে পরাণ সবরস ধন
এই দুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী গোকুলে বসতি
কারো নহে হেন ধারা॥
কি জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে
পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে এমতি সহজে
কহয়ে বংশীদাস॥

[ ৩৮ ]

যমুনায় দুকূল আলা কৈল নায়্যার রূপে।
জগজন মন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥
গলে বনমালা দোলে শিরে শিখি পাখা।
দেখি যেন জাতি কুল নাহি যায় রাখা॥
মুচকি হাসিয়া নায়্যা যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায়॥
ঠেকিনু নায়্যার হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায়॥
বংশীবদন কহে থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হৈলা না কহিতে নায়্যা॥

[ ৩৯ ]

কুম্ভীর মকর মাম উঠত
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই কানু রূপে ভুলি॥
কহয়ে ললিতা হৈয়া সচকিতা
শুনলো মুখরা বুড়ি।
তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা নায়
পরাণ সহিতে মরি॥
মুখরা কহয়ে যে মাগে কাণ্ডারী
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী পার হবে এখনি
কেনে বা যাইবে প্রাণ॥
এসব বচন শুনিয়া কাণ্ডারী
কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখীর পরশ মাগিয়ে
বংশী শুনিয়া হাসে॥

[ ৪০ ]

শুনলো বড়াই বুড়ি তুমি সে নাটের গুড়ি
আনিয়া করিলি পরমাদ।
মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হৈল
দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥
দুকূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥
হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্বগজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার হৈছে শত শত
যুবতীর যৌবন কত ভার॥
শুনি বিনোদিনী রাই নয়ান ইঙ্গিতে চাই
কানু মন করিলেন চুরি।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা তরণীর পরে
আঁচলে ধরিল যাই হরি॥
সখীগণ দেখি রঙ্গ আন ছলে দেই ভঙ্গ
রাই কানু রহে এক পাশে।
কাম কলহ বাদ পূরল মনের সাধ
হরষিত দেখে বংশীদাসে॥

[ ৪১ ]

খিয় সর মাখন সহচরি দেল।
নাবিক সো সব কিছু নাহি নেল॥
রাইক আঁচর ছোড়ি না যায়।
সব সখিগণ তবে রচয়ে উপায়॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তব হাম ছোড়ব আঁচর তোর॥

কহি কহি চুম্বয়ে রাই বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান॥
পূরল মনোরথ আনন্দ ওর।
বৃষভানু কুমারি ও নন্দ কিশোর॥
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল।
বংশীবদন চিতে আনন্দ ভেল॥

[ ১০ ]

বামভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন
দেখিল পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
ভুজনায় একই কথা।
বন্ধু আসিবার বিকল সোধাইতে
নাগিণী নাচায় মাথা॥

ভ্রমর কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধয়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছন পূরব নিত॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এসব লক্ষণ
কভু না হইবে আন॥

সমাপ্ত